ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

পঞ্চম বর্ষ ● সংখ্যা: ১৪
এপ্রিল-জুন-২০২১

মহান মে দিবস ঃ
অধিকার আদায়ের প্রেরণাময় দিন

পবিত্র ঈদুল ফিতর হাকীকত ও হালাত

শ্রমজীবী মানুষ : বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ
রক্তে রঞ্জিত বাঁশখালী এবং শ্রমিকের অধিকার

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ২০২১ উদযাপন

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস'২১ উপলক্ষে ফেডারেশন আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম

কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচীর অংশ হিসেবে কর্ম-অক্ষম শ্রমিকদের মাঝে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস'২১ উদযাপন উপলক্ষে অসহায় শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস'২১ উদযাপন উপলক্ষে শ্রমিকদের মাঝে ইফতার প্রদান করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম

কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খাঁনের নেতৃত্বে ঢাকা মহানগরী উত্তরের র‍্যালি

ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

পঞ্চম বর্ষ ● সংখ্যাঃ ১৪
এপ্রিল-জুন-২০২১

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আ.ন.ম শামসুল ইসলাম

সম্পাদক
আতিকুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

সম্পাদনা সহযোগী
নুরুল আমিন
আজহারুল ইসলাম
আবুল হাসেম

সার্কুলেশন
আশরাফুল আলম ইকবাল

কম্পিউটার কম্পোজ
আহমাদ সালমান

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
ইউসুফ ইসলাম

প্রকাশকাল
মে-২০২১

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org
E-mail: sramikbarta2017@gmail.com

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা

সূচিপত্র

- দারসুল কোরআন — ০৩
  হাফেজ রাশেদুল ইসলাম
- মহান মে দিবসঃ অধিকার আদায়ের প্রেরণাময় দিন — ০৬
  আতিকুর রহমান
- শ্রমজীবি মানুষ : বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ — ১৫
  ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ
- পবিত্র ঈদুল ফিতর : হাকীকত ও হালাত — ১৯
  মুহাম্মাদ আব্দুল কাইয়ূম
- রক্তে রঞ্জিত বাঁশখালী এবং শ্রমিকের অধিকার — ২৩
  মুহাম্মাদ হাফিজুর রহমান
- করোনা পরিস্থিতি ও পরিবহন শ্রমিক — ২৬
  কবির আহমদ
- আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের আহবান — ২৭
- এ্যালবাম — ২৯
- ফেডারেশন সংবাদ — ৩৭

সম্পাদকীয়

একজন শ্রমিকের মূল চাহিদা জীবন বাঁচার জন্য খাদ্য, থাকার জন্য একটু জায়গা, শরীর ঢাকার জন্য একটু কাপড়। এই সামান্য চাহিদা পূরণের জন্য কেউ কায়িক পরিশ্রম করে, আবার কেউ মানসিক পরিশ্রম করে। শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের বিনিময়ে গড়ে উঠে মানব সভ্যতা। উন্নত হয় দেশ,সমাজ ও ধনিক শ্রেণীর জীবন যাপনের উপায় উপকরণ। একজন শ্রমিক তার এই শ্রম বিনিময় করে তার প্রিয়জনের মুখের একটু হাসির জন্য, কিন্তু সে হাসি কতটুকু ফুঁটে তা কেবল একজন শ্রমিকই বলতে পারবে। গবেষনা প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)' এর গবেষনায় বলা হয়েছে, "একজন শ্রমিক সারা মাস কাজ করে যে বেতন পায় তা দিয়ে তার প্রয়োজনের ৪৭ শতাংশের বেশি মেটানো সম্ভব নয়" অথচ শ্রমিকের এই সামান্য বেতনের অধিকারের নিশ্চয়তার জন্য প্রায়শঃ রাজপথে আন্দোলন করতে হয়। এভাবেই যুগ যুগ ধরেই শোষক ও শাসিত শ্রেনীর হাত থেকে শ্রমিক জনগোষ্ঠীকে নিজেদের প্রাপ্য বুঝে নিতে আন্দোলন সংগ্রাম করতে হচ্ছে। যার মধ্যে অন্যতম শিকাগোর সংগ্রাম যা ১ মে দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস নামে পালিত হয়ে আসছে।

যুগের পরিক্রমায় শতাব্দী থেকে শতাব্দী পেরিয়ে মানব সভ্যতার পরিবর্তন হলেও শ্রমিকের প্রাপ্য বুঝে নেয়ার ধারা এখনো পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন হয়নি শোষনের পদ্ধতিও। ১৮৮৬ সালের শিকাগোর হে মার্কেটের আন্দোলন আর আধুনিক সভ্যতার ২০২১ সালের বাশঁখালীর আন্দোলন মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। শ্রমিকের জীবনের মূল্য কতটুকু তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেলো চলমান বৈশ্বিক করোনা সংক্রমন।

এখন ২০২১ সাল। ১৮৮৬ সালে যুক্তরাজ্যের শিকাগো শহরের অসহনীয় কর্ম পরিবেশের মতো বর্তমানেও শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে হয়। সময়ের পরিবর্তন হলেও শ্রমিকের কর্ম পরিবেশ এখনো পরিবর্তন হয়নি। আমাদের দেশের শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির দাবি এখনও উপেক্ষিত। শ্রমজীবী মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। কল্যাণ ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাই পারে শ্রমিকের জন্য উন্নত জীপন-যাপনের ব্যবস্থা করতে। মহান মে দিবসে আমাদের প্রত্যাশাও তাই। শ্রমিকরা ফিরে পাক তাদের প্রাপ্য সম্মান আর রাষ্ট্র দিক তাদের পরিপূর্ণ বেঁচে থাকার অধিকার। জয় হোক বিশ্বের সকল মেহনতী মানুষের।

হালাল উপার্জন

হাফেজ রাশেদুল ইসলাম

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ (৯)
ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (১০)
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

সরল অনুবাদঃ

৯. হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছো, জুমু'আর দিন যখন নামাযের জন্য তোমাদের ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য বেশী ভালো যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।

১০. তারপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।

নামকরণঃ

কুরআনুল কারীমের সূরাসমূহের নামকরণের একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। এটা এখনকার প্রবন্ধ-নিবন্ধের শিরোনামের মতো নয়। সাধারণত প্রবন্ধে-নিবন্ধে আলোচ্য বিষয়কে শিরোনাম করা হয়। কুরআন মাজীদে তা করা হয়নি। গবেষকদের মতে, কুরআন মাজীদের সূরা নামকরণ হয়েছে তৎকালীন আরবীয় রীতি অনুসারে। ঐ সময় আরবে কাব্য ও কাসীদার ব্যাপক চর্চা ছিল, তো কাসীদার নামকরণ হত কাসীদার বিশেষ কোনো শব্দ-শব্দবন্ধ দ্বারা, যে শব্দটি শোনামাত্র গোটা কাসীদা মনে পড়ে যায়।

সারকথা কুরআন মাজীদের সূরার নামকরণ হয়েছে ঐ সূরার বিশেষ কোনো অংশ দ্বারা, যে অংশটি উচ্চারণ করামাত্র সূরাটি স্মৃতিতে উপস্থিত হয়ে যায়। যেমন ধরুন, 'সূরাতুল মায়িদাহ'। এই নামকরণের অর্থ এই নয় যে, গোটা সূরায় মায়িদাহ বা দস্তরখান সম্পর্কে আলোচনা হবে; বরং অর্থ হচ্ছে, এটি ঐ সূরা, যাতে মায়িদাহ সংক্রান্ত বিখ্যাত ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। হতে পারে সেটি সূরার ক্ষুদ্র একটি অংশ, কিন্তু এর দ্বারা সূরাটিকে চিনে নেওয়া যায়। তেমনি, সূরা আলে ইমরান। এই নামকরণের অর্থ এই নয় যে, গোটা সূরায় ইমরান পরিবার সম্পর্কে আলোচনা হবে; বরং অর্থ হচ্ছে, এই সূরায় ইমরান-পরিবারের ঘটনা আছে। তেমনি সূরাতুল বাকারাহ নামে নামকরণের অর্থ এই নয় যে, গোটা সূরায় বাকারাহ সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণিত হবে; বরং অর্থ হচ্ছে, এটি ঐ সূরা, যাতে বাকারাহ সংক্রান্ত ঘটনাটি আছে। ঠিক তেমনি সূরায়ে লুকমান অর্থ, এটি সেই সূরা, যাতে লুকমান হাকীমের কিছু উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। কুরআন মাজীদের ১১৪টি সূরার মধ্যে প্রত্যেকটির জন্য একটি নাম নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই নামকরণের ব্যাপারে কয়েকটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

কিছু নাম আছে কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক।

কিছু নাম রয়েছে আলেমদের ইজতিহাদ প্রসূত।

কোনো কোনো সূরার নাম রাখা হয়েছে এর প্রথম শব্দ দ্বারা।

কোনো সূরায় আলোচিত বিশেষ কোনো কথা কিংবা তাতে উল্লেখিত বিশেষ কোনো শব্দ নিয়ে তা-ই নাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

কোনো কোনো সূরার নামকরণ করা হয়েছে তার আভ্যন্তরীণ ভাবধারা ও বিষয়বস্তুকে সম্মুখে রেখে।

কয়েকটি সূরার নাম রাখা হয়েছে কোনো একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি খেয়াল রেখে।

(সহীহ বুখারী : আধুনিক-৪৬২২, ৪৬২৩, ৪৬২৬; ইফা-৪৬২৭, ৪৬২৮, ৪৬৩১)

সূরা আল জুমু'আ-এর নামকরণঃ

সূরা আল জুম'আর নামকরণ শব্দভিত্তিক।

৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ জুমু'আর দিন করণীয় সম্পর্কে বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছো, জুমু'আর দিন যখন নামাযের জন্য তোমাদের ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও।

এ আয়াতাংশ থেকে নাম গ্রহণ করা হয়েছে। এ সূরার মধ্যে যদিও জুম'আর নামাজের আহকাম বা বিধি-বিধানও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু জুম'আ সামগ্রিকভাবে এর বিষয়বস্তুর শিরোনাম নয়। বরং অন্যান্য সূরার নামের মতো এটিও এ সূরার প্রতীকী বা পরিচায়মূলক নাম।

নাজিল হওয়ার সময়কালঃ

প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ ৭ হিজরীতে সম্ভবত খায়বার বিজয়ের সময় অথবা তার নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়েছে। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইবনে জারীর হযরত আবু হুরাইরা বর্ণিত একটি হাদীস

উদ্ধৃত করেছেন যে, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লামের খেদমতে বসে থাকা অবস্থায় এ আয়াতটি নাযিল হয়। হযরত আবু হুরাইরা সম্পর্কে এ বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে এবং খায়বার বিজয়ের পূর্বে ঈমান এনেছিলেন।

দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতগুলো হিজরতের পরে অল্পদিনের মধ্যে নাযিল হয়েছিল। কেননা নবী(সা.) মদীনা পৌছার পর পঞ্চম দিনেই জুমু'আর নামায কায়েম করেছিলেন। এই রুকূ'র শেষ আয়াতটিতে যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, আয়াতটি জুমু'আর নামায আদায় করার ব্যবস্থা হওয়ার পর এমন এক সময়ে নাযিল হয়ে থাকবে যখন মানুষ দ্বীনী উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সমাবেশের আদব-কায়দা ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে তখনও পুরো প্রশিক্ষণ লাভ করেননি।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য:

প্রথম রুকুর বিষয়বস্তু:

১. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের পরিচয়।
২. নবিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জবাব।
৩. মহান আল্লাহ তার জ্ঞান দ্বারা উপমা প্রদানের অনন্যতা।
৪. ইহুদীদের সর্বশেষ পরাজয় সংক্রান্ত আলোচনা।

দ্বিতীয় রুকুর বিষয়বস্তু:

১. জুমু'আ নামাজ সংক্রান্ত।
২. উপার্জনের নির্দেশনা।
৩. উপার্জন নিয়ে ইহুদীদের ধ্যান-ধারণার অবসান।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছো, জুমু'আর দিন যখন নামাযের জন্য তোমাদের ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য বেশী ভাল যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।

এ আয়াতে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো।

প্রথমটি হলো, এতে নামাযের জন্য ঘোষণা দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়টি হলো, এমন একটি নামাযের জন্য ঘোষণা দেয়ার কথা আছে যা বিশেষভাবে শুধু জুমুআর দিনেই পড়তে হবে।

তৃতীয়টি হলো এই দু'টি জিনিসের কথা এভাবে বলা হয়নি যে, তোমরা নামাযের জন্য ঘোষণা করো এবং জুমআর দিনে একটি বিশেষ নামায পড়।

জুমু'আ নামাজ ফরজ হওয়ার ঐতিহাসিক ঘটনা:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবু মাসউদ আনসারীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, হিজরাতের কিছুকাল পূর্বে পবিত্র মক্কাতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর জুমু'আর ফরয হওয়ার বিধান নাযিল হয়। কিন্তু সে সময় তিনি এ নির্দেশের ওপর আমল করতে পারতেন না। কারণ মক্কায় সামষ্টিক কোনো ইবাদাত করা সম্ভব ছিল না। তাই যেসব লোক নবীর ﷺ আগে মদীনায় হিজরত করেছিলেন তিনি তাদের নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে, তারা যেন সেখানে জুমু'আ কায়েম করে। অতএব প্রথম দিকে হিজরাতকারীদের নেতা হযরত মুস'আব ইবনে উমায়ের ১২ জন লোক নিয়ে মদীনায় সর্বপ্রথম জুমু'আর নামায আদায় করেন। (তাবারানী, দারু কুতনী)।

হযরত কা'ব ইবনে মালেক এবং ইবনে সিরীনের বর্ণনা মতে এরও পূর্বে আনসারগণ আপনা থেকেই (রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পৌছার পূর্বে) সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তারা সবাই মিলে সপ্তাহে একদিন সামষ্টিকভাবে ইবাদাত করবেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা ইহুদীদের সাবত এবং খৃস্টানদের রবিবার বাদ দিয়ে জুমু'আর দিনকে মনোনীত করেছিলেন এবং বনী বায়দা এলাকায় হযরত আসআদ ইবনে যুরারা প্রথম জুমু'আ পড়েছিলেন। এতে ৪০ ব্যক্তি শরীক হয়েছিল (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান, আবদ ইবনে হুমায়েদ, আবদুর রাযযাক, বায়হাকী)।

এ থেকে জানা যায় ইসলামী জনতার আবেগ অনুভূতি তখন এমন একটি দিন থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিল যেদিন অধিক সংখ্যক মুসলমান একত্রে হয়ে সামষ্টিকভাবে ইবাদাত করবে। তা শনিবার ও রবিবার থেকে আলাদা কোন দিন হওয়াটিও ইসলামী রুচি ও মেজাজ-প্রকৃতিরই দাবী ছিল। যাতে মুসলমানদের জাতীয় প্রতীক ইহুদী ও খৃস্টানদের জাতীয় প্রতীক থেকে আলাদা থাকে। এটা সাহাবা কিরামের ইসলামী মানসিকতার একটি বিস্ময়কর কীর্তি। অনেক সময় নির্দেশ আসার পূর্বে তাদের এই রুচি ও মেজাজ-প্রকৃতিই বলে দিতো যে, ইসলামের মেজাজ ও প্রকৃতি অমুক জিনিসের দাবী করছে।

হিজরত করার পর রসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম যে কাজগুলো করেন জুমু'আর নামায কায়েম করা তার অন্যতম। পবিত্র মক্কা নগরী থেকে হিজরত করে সোমবার দিন তিনি কুবায় উপনীত হন, চারদিন সেখানে অবস্থান করেন এবং পঞ্চম দিন জুমু'আর দিনে সেখানে থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে বনী সালেম ইবনে আওফের এলাকায় জুম'আর নামাযের সময় হয়। সেখানেই তিনি প্রথম জুমু'আর নামায পড়েন। (ইবনে হিশাম)।

জুমু'আর খুতবাহ জরুরি:

মুফাসসিরগণও সর্বসম্মতভাবে এ শব্দটিকে গুরুত্ব আরোপ করা অর্থে গ্রহণ করেছেন তাঁদের মতে سعى অর্থ হলো, আযান শোনার পর মানুষ অবিলম্বে মসজিদে পৌছার চিন্তা করতে থাকবে। ব্যাপারটা শুধু এতটুকু নয়, বরং নামাযের জন্য দৌড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ নামায শুরু হলে ধীরে সুস্থে ও স্থিরচিত্তে গাম্ভীর্যের সাথে নামাযে শরীক হওয়ার জন্য অগ্রসর হও, দৌড়িয়ে শরীক হয়ো না। এভাবে অগ্রসর হয়ে যতটা নামায পাবে তাতে শরীক হবে এবং যতটা ছুটে যাবে তা পরে পূরণ করে নেবে। (সিহাহ সিত্তাহ) হযরত আবু কাদাতা আনসারী (রা.) বলেনঃ একবার আমরা নবীর ﷺ সাথে নামায পড়ছিলাম। হঠাৎ আমরা লোকজনের দৌড়দৌড়ি করে চলার শব্দ শুনতে পেলাম। নামায শেষ করে নবী (সা.) ঐ লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করলেন, এসব কিসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম? তারা বললঃ নামাযে শরীক হওয়ার জন্য আমরা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে আসছিলাম। তিনি বললেন, এরূপ করবে না। যখনই নামাযে আসবে শান্তভাবে ও স্থিরচিত্তে আসবে। এভাবে ইমামের সাথে যতটা নামায পাওয়া যাবে পড়বে। আর যে অংশ ছুটে যাবে তা পরে পড়ে নেনে। (বুখারী, মুসলিম)।

কেনা- বেচা বন্ধ রাখার জরুরিয়াত:

কেনা - বেচা পরিত্যাগ করো' কথাটার অর্থ শুধু কেনা-বেচাই পরিত্যাগ করা নয়, বরং নামাযের জন্য যাওয়ার চিন্তাও ব্যবস্থা ছাড়া অন্য আর সব ব্যস্ততা পরিত্যাগ করা।

বিশেষভাবে বেচা-কেনার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে শুধু এজন্য যে, জুমু'আর দিন ব্যবসায় বাণিজ্য খুব জমে উঠতো। এই দিন আশেপাশের জনপদের লোকজন একস্থানে সমবেত হতো। ব্যবসায়ীরা তাদের পন্যদ্রব্য নিয়ে সেখানে পৌঁছত। লোকজনও তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়তো। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা কেবল কেনা-বেচা পর্যন্তই সীমিত নয়, অন্যান্য সব ব্যস্ততাও এর অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে ঐ সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তাই ফিকহবিদগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, জুমু'আর আযানের পর কেনা-বেচা এবং অন্য সবরকমের কাজ কারবার হারাম।

১০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'তারপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে"।

জুমু'আর পর ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়া বা রিযিকের অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে উঠা দ্বারা এ কাজ করার অনুমতি বুঝায়। যেহেতু জুমু'আর আজান শোনার পর সব কাজ কর্ম পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাই বলা হয়েছে, নামাজ শেষ হওয়ার পর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার এবং যে কাজ-কর্ম করতে চাও তা করার অনুমতি তোমাদের জন্য আছে।

আল্লাহর অনুগ্রহের অন্যতম বিষয় হলো হালাল রুজি। একজন মুসলিমকে হালাল উপার্জনের বিষয়ে সবসময় তৎপর হতে হয়। হালাল উপার্জন নিয়ে বেশ কিছু বিষয় আছে, যা অত্যন্ত জরুরি।

হালাল উপার্জন একটি অলঙ্ঘনীয় বিধান

ইসলাম মানুষের জন্য হালাল ও হারামের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপন করেই শেষ করেনি, বরং হালাল উপার্জনে রয়েছে এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা। ফরজ ইবাদত সমূহের আদায়ের পর এ মহতি কর্মে ঝাপিয়ে পরতে উৎসাহিত করা হয়েছে। উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল ও বৈধ উপায় অবলম্বন করা ব্যবসায়ীসহ সকল মানুষের উপর ইসলামের একটি অলঙ্ঘনীয় বিধান। যারা উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের প্রশ্নে সতর্কতা অবলম্বন করে না তাদের ব্যাপারে নবী করিম সতর্কবাণী করেছেন। তিনি বলেন-

يأتي على الناس زمان، لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام»

মানুষের নিকট এমন একটি সময় আসবে, যখন ব্যক্তি কোন উৎস থেকে সম্পদ আহরন করছে, তা হালাল না হারাম, সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করবে না।(বুখারি : তাওহিদ-২০৫৯)

হালাল উপার্জন দু'আ কবুলের পূর্বশর্ত

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [المؤمنون: ٥١] وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) [البقرة: ١٧٢] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তিনি শুধু পবিত্র বস্তু গ্রহণ করেন। তিনি মুমিনদের সেই আদেশই দিয়েছেন, যে আদেশ তিনি দিয়েছিলেন রাসূলগণের। আল্লাহ তা'আলা বলেন: হে ইমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসেবে দান করেছি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফরে থাকা অবস্থায় এলোমেলো চুল ও ধূলি-ধূসরিত ক্লান্ত-শ্রান্ত বদনে আকাশের দিকে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করে ডাকছেঃ হে আমার প্রভূ! হে আমার প্রভূ! অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান করে তা হারাম, যা পরিধান করে তা হারাম এবং হারামের দ্বারা সে পুষ্টি অর্জন করে। তার প্রার্থনা কিভাবে কবুল হবে?'
(মুসলিম: কিতাবুত তাওহিদ-১০১৫)

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে-

تليت هذه الاية عند رسول الله ص (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا) فقام سعد بن أبي وقاص ، فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম এর নিকট একদা এ আয়াতটি তেলাওয়াত করা হল। হে মানবমন্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষন কর। তখন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা) দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন আমার দু'আ কবুল হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বললেন: হে সা'দ, তোমার পানাহারকে হালাল কর, তবে তোমার দু'আ কবুল হবে।
(তাবারানী, মু'জামুল আওসাত, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩১০)

অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জনকারীর জন্য জাহান্নাম অবধারিত

ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বলেছেন-

كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به

আর যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে উঠে তার জন্য দোযখের আগুনই উত্তম। (তাবরানী)

কাব ইবনে উজরাহ (রা) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণনা করেন-

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ

যার শরীর হারাম পেয়ে হৃষ্ট পুষ্ট হয়েছে, তা জান্নাতে যাবে না।
(মুসনাদ আবী ইয়া'লা, খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৮৪)

দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের উপর ভিত্তি করে মহান আল্লাহ মানুষের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি উভয়ের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। যারা তাঁর অনুগত বান্দা তারাই পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। যেহেতু অবৈধ উপায়ে উপার্জনকারী ব্যক্তি তার অবাধ্য ও দুশমন তাই তাদের জন্য ও শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। অতএব এ পন্থা অবলম্বনকারী ব্যক্তি জাহান্নামী।

দারসের শিক্ষা:

১. মহান আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া মাত্র তাঁর ডাকে নির্দিধায় সাড়া দিতে হবে।
২. এই নির্দেশ পাওয়া মাত্র দুনিয়ার সকল কাজ বন্ধ করতে হবে।
৩. উপার্জন করার কাজটিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ এবং সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।
৪. উপার্জন হালাল হওয়া জরুরি।

লেখক: বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সংগঠক

মহান মে দিবস ঃ

অধিকার আদায়ের প্রেরণাময় দিন

আতিকুর রহমান

পহেলা মে মহান মে দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। পৃথিবীর শ্রমজীবি মেহনতি মানুষের কাছে এ দিনটি একদিকে যেমন খুবই তাৎপর্যময় তেমনি অনেক বেশী আবেগ ও প্রেরণার দিন। প্রায় দেড়শত বছর আগে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের ঐক্যবদ্ধ দুর্বার সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় শ্রমজীবী মানুষের বিজয়ের ধারা। সেই বিজয়ের ধারায় উদ্ভাসিত বর্তমান বিশ্বের সকল প্রান্তের প্রতিটি শ্রমজীবী মানুষ। কারণ এ দিনটির মাধ্যমে শ্রমজীবি মানুষ তাদের কাজের প্রাথমিক স্বীকৃতি পেয়েছে। পহেলা মে এক দিনের আন্দোলনের ফসল নয় বরং দীর্ঘ সময় ধরে দাবী আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে কিছুটা প্রাপ্তি এবং স্বীকৃতি অর্জিত হয়েছে এই দিনে। তাই ঐতিহাসিক মে দিবস বা 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' শ্রমিকের মর্যাদা রক্ষার দিন। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন।

ক্রমাগত অবহেলা ও শোষণ-নিপীড়নের শিকার শ্রমজীবি মানুষ ঃ

বর্তমান আধুনিক বিশ্বের যেখানে যতটুকু সুন্দর তার পেছনে রয়েছে শ্রমজীবি মানুষের হাতের ছোঁয়া, রয়েছে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম। এক কথায় বলা যায় আধুনিক সভ্যতা শ্রমজীবি মানুষ ধরে রেখেছে। তারা স্ব-স্ব অবস্থান থেকে কাজ বন্ধ করে দিলে গোটা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। এ শ্রমজীবি মানুষদের সবচেয়ে বড় অধিকার বা দাবি হলো, তাদের শ্রমের যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ এবং সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে বেচে থাকা। কিন্তু পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থা আজও এ মানুষগুলোর সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়নি।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকের কথা। তখন দেশে দেশে শ্রমজীবী মানুষের কষ্টের সীমা ছিল না। মালিকেরা নগণ্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দরিদ্র মানুষের শ্রম কিনে নিতেন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হাড়ভাঙা শ্রম দিয়েও শ্রমিক তার ন্যায্য মূল্য পেতেন না। মালিকেরা উপযুক্ত মজুরি তো দিতেনই না, বরং তারা শ্রমিকের সুবিধা-অসুবিধা ও দুঃখ-কষ্ট পর্যন্ত বুঝতে চাইতেন না। মালিকেরা তাদের অধীনস্থ শ্রমিককে দাস-দাসীর মতো মনে করতেন এবং তাদের সাথে পশুর মতো ব্যবহার করতেন। সুযোগ পেলেই মালিকেরা শ্রমিকের ওপর চালাতেন নানা শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন। বলতে গেলে শ্রমিকের ন্যূনতম অধিকারও তখন রক্ষিত হতো না। শ্রমিকের শরীরের ঘাম আর সীমাহীন শ্রমের বিনিময়ে মালিক অর্জন করতেন সীমাহীন সম্পদ অথচ তার ছিটেফোঁটাও শ্রমিকের ভাগ্যে জুটত না। সপ্তাহে ৬ দিনের প্রতিদিনই গড়ে প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘন্টার অমানবিক পরিশ্রম করতো কিন্তু তার বিপরীতে মিলত নগন্য মজুরী। যা দিয়ে একজন শ্রমিকের সংসার চলত না, স্বজনের মুখে দুবেলা দুমুঠো খাবার তুলে দেয়া সম্ভব হতো না। পরিবার-পরিজন নিয়ে শ্রমিকের জীবন ছিল দুর্বিষহ। অনিরাপদ পরিবেশে রোগ-ব্যাধি, আঘাত, মৃত্যুই ছিল তাদের নির্মম সাথী। একদিকে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার ও দাবি দাওয়ার কথা মন খুলে মালিকদের বলতে পারতো না অপরদিকে তাদের পক্ষ হয়ে বলার মতও কেউ ছিলনা। কাজের যেমন সুনির্দিষ্ট সময় ছিল না, তেমনি ছিল না সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটি। চাকুরীর স্থায়িত্ব ও মজুরিসহ সকল বিষয় ছিল মালিকের ইচ্ছাধীন বিষয়। চরম বিপদের দিনেও শ্রমিকরা ছুটি পেতনা। দায়িত্বপালন কালে দুর্ঘটনায় কারো মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারকে কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হতো না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দিন-রাতে প্রায়ই ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা কাজ করতো তারা। শ্রমিকরা তাদের দাবি দাওয়ার কথা বললে মালিকরা তাদের ওপর ক্ষেপে যেতো, এমনকি মালিকদের ভাড়াটে মাস্তানরা তাদের ওপর জুলুম করতো। মালিকরা শ্রমিকদের কলুর বলদের মতো খাটাতো। তাদের ওপর অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দিতো। এতে শোষণ-নিপীড়ন ও বঞ্চনাই শ্রমিকের পাওনা হয়ে দাঁড়ায়।

ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' নামক বিখ্যাত বইতে ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস শ্রমিক শ্রেণীর নিদারুণ দারিদ্রের চিত্র তুলে ধরে লিখেছেন যে, "প্রতিটি বৃহৎ শহরেই ছিল এক বা একাধিক বস্তি, যেখানে শ্রমিকরা ঠাসাঠাসি করে বাস করতো। এটা সত্যি যে, ধনীদের প্রাসাদের নীচে অন্ধকারের আনাচে-কানাচে প্রায়ই থাকে দরিদ্রের অবস্থান, কিন্তু দরিদ্রের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে এখানে একটা পৃথক অঞ্চল, যাতে করে ধনিক শ্রেণীর দৃষ্টি থেকে দূরে অবস্থান করে দরিদ্র মানুষ তার সাধ্যমত জীবন সংগ্রাম করে এগিয়ে যেতে পারে।

"পুঁজিবাদী শোষণের বর্বরতা প্রসঙ্গে ওই বইতে বলা হয়েছে যে, "শিল্প মালিকদের ঘৃণ্য অর্থ লালসা জন্ম দিল বহু সংখ্যক ব্যাধির। স্ত্রী লোকেরা সন্তান ধারণে অনুপযুক্ত হলো, শিশুদের অঙ্গ বিকৃতি ঘটলো, পুরুষরা

দুর্বল হলো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ভেঙেচুরে গেলো। একটা সমগ্র প্রজন্মই ব্যাধিতে এবং দৈহিক অক্ষমতায় সর্বনাশপ্রাপ্ত হলো এবং তার একমাত্র কারণ হলো বুর্জোয়াদের অর্থের ঝুলিটিকে ফাঁপিয়ে তোলা।"

পুঁজিবাদী নির্যাতনের নৃশংসতা প্রসঙ্গে এই বইতে আরো বলা হয়েছে, "কিভাবে সর্দাররা নগ্ন শিশুগুলোকে তাদের শয্যা থেকে ধরে আনে এবং লাথি ঘুষি মারতে মারতে তাদের কারখানায় ঠেলে নিয়ে যায়। শিশুদের জামা কাপড়গুলো তাদের হাতেই থাকে আর কিভাবে ঘুষি মেরে তাদের ঘুম ছাড়িয়ে দেওয়া হয়, কিভাবে তা সত্ত্বেও শিশুগুলো কাজ করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়ে এবং আবার কিভাবে সর্দারের ডাকে একটি অসহায় ঘুমন্ত শিশু ধড়মড় করে জেগে ওঠে কিভাবে অতি ক্লান্ত শিশুগুলো শুকনো কারখানা ঘরে পশমের মধ্যে লুকিয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়ে এবং আবার কিভাবে চাবুক খেয়ে কারখানা থেকে বিতাড়িত হয়, কিভাবে শত শত শিশু রাতে এত ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে যে, নিদ্রালুতার জন্য এবং খিদে বিনষ্ট হওয়ায় রাতের খাবার খেতে পারে না।"

একদিকে পুঁজিপতি শ্রেণীর সমৃদ্ধি, বিলাস ও চাকচিক্য এবং অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণীর নিদারুণ দারিদ্র ও তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতনের বাস্তবতায় শুরু থেকেই এই দুই শ্রেণীকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। তাই একই সাথে জন্ম নেওয়া এবং একই সাথে থাকতে বাধ্য হওয়া দুই শ্রেণীর মধ্যে লড়াই-সংগ্রাম জন্মালগ্ন থেকেই চলতে থাকে।

অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শ্রমজীবি মানুষের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা ঃ

ক্রমাগত অবহেলা এবং মালিকদের সীমাহীন অনাচার, অর্থলিপ্সা ও একপাক্ষিক নীতির ফলে শ্রমিকদের মনে ক্রমেই জমতে শুরু করে প্রচন্ড ক্ষোভ ও দ্রোহ। আন্দোলনের গোড়ার দিকে এধরনের শোষণ, নির্যাতন ও নীপিড়ন কিভাবে প্রতিরোধ করতে হবে শ্রমিকরা তা জানতোনা। এই অমানবিক পশুসুলভ অবস্থা থেকে শ্রমিকরা মুক্তি পেতে চাইতো। কল-কারখানার কাজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারবে বলে তারা ভাবতে পারতো না। মেশিনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হতো বলে দম ফেলার সময়টুকুও মিলতোনা। ফলে শ্রমিক শ্রেণীর কাছে সেই সময়ে পুঁজিপতি শ্রেণী নয়, যন্ত্রদানবই ছিল প্রধান শত্রু। এর ফলে ১৭৬০ এর দশক থেকে শ্রমিকের রূপকথার রাজা হিসাবে ইতিহাসে উল্লেখিত এক শ্রমিক নেড লুড এর নেতৃত্বে শ্রমিকরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে মেশিন ভাঙার, কারখানা বাড়িতে আগুন দেয়ার আন্দোলন শুরু করে। 'নেড লুড' এর নাম অনুসারে এ আন্দোলনের নাম হয়েছে লুডাইট আন্দোলন। কিছুদিনের মধ্যে এ আন্দোলন সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত এ আন্দোলন প্রাধান্য বিস্তার করে রাখে।

লুডাইট আন্দোলন চলার সময়ে ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণী শুরু করেছিলো ধর্মঘট আন্দোলন। কিছুকালের মধ্যে ইউরোপের কিছু দেশ ও আমেরিকায় ধর্মঘট আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণীর দাবী আদায়ের সবচেয়ে ব্যাপক ও কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত হয়। এসব স্বতঃস্ফুর্ত আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠতে থাকে এবং সংগঠিত হওয়ার পথে অগ্রসর হয়। প্রথম দিকে শ্রমিকরা প্রাথমিক ধরনের ক্লাব বা ইউনিয়নে সংগঠিত হয়। শ্রমিকরা তাদের স্বল্প আয় থেকে সামান্য অর্থ বাঁচিয়ে ছোট ছোট সমবায় অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলে। এসব ক্লাবের সদস্য হবার জন্য চাঁদা এবং পরবর্তী সাপ্তাহিক বা মাসিক চাঁদা একটি বিশেষ বাক্সে জমা রাখা হতো। এ কারণে এধরণের ক্লাব 'বক্স ক্লাব' হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠে।

"ট্যানারীসহ বেশীর ভাগ শিল্পাঞ্চলে স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের পরিবর্তে প্রচলিত শ্রম আইন ভঙ্গ করে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ দিয়ে কাজ করানো হয়। অসংগঠিত সেক্টরের বেশীরভাগ শিল্পে শ্রমিকদের কোন নিয়োগপত্র নেই, নেই কোন প্রচলিত ছুটি, নির্দিষ্ট বেতন ভাতা, এমনকি চাকুরীর নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তাও নেই। দেশে সবচেয়ে নির্মম ও বিধি বহির্ভুত অমানবিক-ভাবে শ্রম নির্যাতন চালানো হয় নারী ও শিশু শ্রমিকদের উপর। গার্মেন্টস, বিড়ি, লেদমেশিন ও বিভিন্ন ফ্যাক্টরী থেকে শুরু করে ইট-পাথর ভাঙার মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নারী ও শিশু শ্রমিক নিয়োজিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তারা শ্রমের যথাযথ মজুরী পায় না।"

এসব বক্স ক্লাবের অর্থভাণ্ডার থেকে অসুস্থ ও ছাঁটাই হয়ে যাওয়া শ্রমিকদের প্রয়োজনে অর্থ সাহায্য দেওয়া হতো। তারপর কোনো শ্রমিক বা তার পরিবারের অন্য কোনো সদস্য অসুস্থ বা মৃত্যু মুখে পতিত হলেও এ অর্থভাণ্ডার থেকে অর্থ দেওয়ার নিয়ম চালু হয়। এই ইউনিয়ন বা ক্লাবগুলোকে অর্থনৈতিক লেনদেন করতে হতো বলে সাধারণত প্রথম দিকে এতে কেবল কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করার নিয়ম ছিল। কোষাধ্যক্ষই এসব ক্লাবের প্রধান হতেন, প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারী বলে কোনো পদ ছিলো না। ১৭৭০-এর দশকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইংল্যান্ডে এধরনের ক্লাব গড়ে উঠতে দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংল্যান্ডজুড়ে এ ধরনের কয়েক হাজার ক্লাব গড়ে ওঠে।

স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের ক্লাবগুলোর কাজ কেবল সমবায় অর্থভাণ্ডারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। ক্রমেই এগুলো মজুরি, কর্মদিন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মালিকদের সাথে দেন-দরবারে জড়িত হয়ে পড়লো। এছাড়া ধর্মঘটী শ্রমিকদের অর্থ সাহায্যের জন্যও এ ক্লাবগুলো এগিয়ে এলো। শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, তাদের শ্রেণী চেতনা বাড়ছে দেখে এ ধরনের ক্লাবগুলোকে পুঁজিপতি শ্রেণী সহ্য করলো না। সমবায়ের অর্থ কেড়ে নিয়ে এগুলোকে অকেজো করে দেওয়া হলো। 'বক্স ক্লাব' এর সীমাবদ্ধ কাজ ছাড়া অন্যান্য কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হলে রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার জন্য ১৭৯৩ সালে ইংল্যান্ডে আইন পাস হয়। ১৭৯০ সালের পর থেকেই পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলে। ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন শুরু থকেই ব্যাপক ও তীব্র হয়ে উঠে। ফলে ১৭৯৯-১৮০০ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আইন পাস করে। তখন ইংল্যান্ডের শ্রমিকরা গোপন ও আধা গোপনে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন এবং জনমতের চাপে ১৮২৪ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

অধিকার আদায়ের ধারাবাহিক সংগ্রামের অংশ হিসেবে ১৮৩০ সনে শ্রমিকরা গঠন করে 'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রটেকশন অব লেবার' (National Association for the protection of Labour)। এর তিন বছর পর গঠিত হয় Grand National Consolidated Trade Union নামে এক সংগঠন। এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫ লাখ।

ইউরোপের অন্যান্য দেশেও পুঁজিপতি শ্রেণী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্য নানা ধরনের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

ফ্রান্সে শ্রমিকদের ধর্মঘট আন্দোলন শুরু হবার সাথে সাথেই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে থাকে। ১৭৯১ সালে নিষিদ্ধ করে এক আইন পাস করা হয়। ১৮৩০ থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে এবং ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত জার্মানিতে নানা ধরনের আইন জারি করে প্রকৃতপক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অকেজো করে রাখার চেষ্টা হয়। দমননীতি সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক ইউরোপ ও আমেরিকায় ধর্মঘট আন্দোলনের ব্যাপ্তি ঘটে।

শ্রমিক শ্রেণী সর্বপ্রথম ফ্রান্সে রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ন হয়। ফ্রান্সের লিয়নস শহরের তাঁত শ্রমিকরা টানা তিন বছর রাজনৈতিক লড়াই চালায়। অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকরাও তাঁতীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসে লকআউট ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী আওয়াজ তোলে, 'কাজ করে বাঁচতে দাও, নতুবা যুদ্ধ করে মরতে দাও।' এই লড়াই তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করলে সরকারি সৈন্যবাহিনীর সাথে শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ লড়াই হয়। শ্রমিকরা শহরের ক্ষমতা দখল করে নেয়। কিন্তু এই সংগ্রামের কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিলো না। কারখানা মালিকদের প্রতি চরম ঘৃণাই ছিল এই সংগ্রামের মূল প্রেরণা। ১৫ দিন সুশৃঙ্খল ও নির্ভীকভাবে শহর দখলে রাখার পর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে এই অভ্যুত্থান পরাজয় বরণ করে। কিছু দিনের মধ্যেই ১৮৩৪ সালের ৯ এপ্রিল আবার সংগ্রাম শুরু হয়। রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ও সভা-সমাবেশ বেআইনি করার আইন পাসের চেষ্টা এবং শ্রমিক ধর্মঘটের সংগঠকদের অন্যায় বিচারের প্রতিবাদে এই সংগ্রাম প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক রূপ নেয়। 'স্বাধীনতা, সমতা, সৌভ্রাতৃত্ব নতুবা মৃত্যু' এই শ্লোগান সংবলিত প্রচারপত্র বিলি করে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহবান জানানো হয়। সরকারী বাহিনীর সশস্ত্র হামলা মোকাবিলা করার জন্য আন্দোলনকারী শ্রমিকরাও অস্ত্র সংগ্রহ

১৭৯০ সালের পর থেকেই পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলে। ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন শুরু থকেই ব্যাপক ও তীব্র হয়ে উঠে। ফলে ১৭৯৯-১৮০০ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আইন পাস করে। তখন ইংল্যান্ডের শ্রমিকরা গোপন ও আধা গোপনে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন এবং জনমতের চাপে ১৮২৪ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

করে এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করে রাখে। লাল ব্যানারে স্লোগান লেখা হয়, 'বুর্জোয়াদের হটাও, প্রজাতন্ত্র কায়েম নতুবা মৃত্যু।' ৭ দিন বীরত্বপূর্ণ ও সাহসী লড়াই চালানোর পর শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সেনাবাহিনীর কাছে লিয়নস শহরের সশস্ত্র অভ্যুত্থান দ্বিতীয় বারের মতো পরাজয় বরণ করে। লিয়নস শহরের সশস্ত্র অভ্যুত্থান খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। কিন্তু ইংরেজ শ্রমিকদের প্রথম স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলে। এই আন্দোলন 'চার্টিস্ট আন্দোলন' বলে পরিচিত। এই আন্দোলন ১৮৩৬ সালে থেকে শুরু হয়ে ১৮৪২ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তবে অনেক দিন পর্যন্ত এই আন্দোলনের রেশ ছিল। চার্টিস্ট আন্দোলন রাজনৈতিক দাবিতে ব্যাপক গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এই আন্দোলনকে সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম গণআন্দোলন বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৮৩৬ সালে লন্ডনের দক্ষ কারিগরেরা 'লন্ডন শ্রমজীবি মানুষের সমিতি' নামে একটি রাজনৈতিক গ্রুপ গঠন করে। র‍্যাডিকেল চিন্তাধারার ব্যক্তিরা এই সমিতিটি প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৩৭-৩৮ সালে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্য থেকে দুটি প্রাথমিক ধরনের রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়। এই সংগঠন দুটো র‍্যাডিকেল বুর্জোয়াদের উত্থাপিত উপরোক্ত দাবিনামা নিয়ে আন্দোলনে নামে। ইংরেজিতে 'দাবিনামা' শব্দকে 'চার্টার অব ডিমান্ড' বলে। সেই থেকে এই আন্দোলন চার্টিস্ট আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৮৪০ সালের জুলাই মাসে উপরোক্ত দাবিগুলোর ভিত্তিতে আন্দোলনকে অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য এক সভায় শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম গণভিত্তি সম্পন্ন রাজনৈতিক সংগঠন 'জাতীয় চার্টার সমিতি' গঠিত হয়।

১৮৪২ সালে এই আন্দোলন ব্যাপক গণআন্দোলনে রূপ নেয়। দাবিনামার ভিত্তিতে পার্লামেন্টের কাছে পেশ করা জাতীয় দরখাস্তে ৩৩ লাখেরও বেশী স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। ২ মে তারিখে দরখাস্ত পার্লামেন্টের কাছে জমা দিতে যাওয়ার মিছিলে ৫ লাখ শ্রমজীবি মানুষ জমায়েত হয়। আগষ্ট মাসে শ্রমিকদের ধর্মঘট আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। কোনো কোনো কল-কারখানায় ও শহরে পরিস্থিতি সম্পূর্নভাবে শ্রমিক শ্রেনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তা সত্ত্বেও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে আন্দোলনের অগ্রগতি বাধাগ্রস্থ হয়। সরকার কঠোর হাতে ধর্মঘটী চার্টিস্টদের দমন করে। ফলে এই আন্দোলন পরাজয় বরণ করে। তবে এ আন্দোলনের ফলেই বৃটিশ শ্রমিকরা ১৮৪৭ সালে ১০ ঘণ্টা কর্ম দিবসের দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাসে এই দাবি আদায় এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেননা এই দাবি আদায়ের মাধ্যমেই শ্রমিক শ্রেণী ইতিহাসে সর্বপ্রথম সরকারের কাছ থেকে ন্যায্য দাবি আদায় করে নিতে পেরেছিল।

১৬৮৪ সালের দিকে নিউইয়র্কে সর্বপ্রথম ঠেলাওয়ালাদের ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। ১৭৬৩ সালে চার্লসটনে চিমনি পরিষ্কারক শ্রমিকরা একত্র হয়ে দাবি-দাওয়া না মানা পর্যন্ত কাজ করবে না বলে ঘোষণা দেয়। ১৭৭০ সালে নিউইয়র্কে পিপা প্রস্তুতকারক শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। ১৭৭৮ সালে নিউইয়ার্কের ছাপাখানার ঠিকা শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে একত্র হয়। ১৭৮৬ সালে ফিলাডেলফিয়ার ছাপাখানার ঠিকা শ্রমিকরা সর্বপ্রথম তীব্র ধর্মঘট আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায় এবং দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়।

১৮২৩ সালে আমেরিকার ইতিহাসে সর্বপ্রথম মহিলা শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে সাধারণ ধর্মঘটে যোগ দেয়। এই মহিলা শ্রমিকরা ছিল নিউইয়র্কের দর্জি শ্রমিক। ১৮২৮ সালে সর্বপ্রথম শিল্প ও কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট আন্দোলন শুরু করে। এই ধর্মঘট আন্দোলন ছিল পোশাক কারখানার শ্রমিকদের। ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত মজুরি বৃদ্ধি ও ১০ ঘন্টা শ্রম দিবসের দাবিতে ধর্মঘট আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। এই ৪ বছরে ১৬৮ টি ধর্মঘট পালিত হয়। আন্দোলনের ফলে শ্রমিকরা কোথাও কোথাও ১০ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবী আদায় করে নেয়। এই সময়ে সারা দেশে ১৫০ টি শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে ওঠে এবং সদস্য সংখ্যা ৩ লাখে পৌছে। আমেরিকাতেই ১৮২৭ সালে ফিলাডেলফিয়ার মেকানিকদের ১৫ টি শ্রমিক ইউনিয়নের সমন্বয়ে সর্বপ্রথম ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গড়ে ওঠে। ১৮৩৪ সালে জাতীয় ভিত্তিতে শ্রমিক ইউনিয়নগুলো ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে 'জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন' গঠিত হয়। এ সংগঠনটি কাজের সময় কমানোর দাবি জোরের সাথে উত্থাপন করে এবং এ দাবির সমর্থনে জনমত ও আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ৩ বছর কাজ করার পর সংগঠটির বিলুপ্তি ঘটে।

১৮৪২ সালে আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘট করার আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে। ১৮৪৭ সাল থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে ১০ ঘন্টা শ্রম দিবস আমেরিকার সকল রাজ্যে আইনগত স্বীকৃতি পায়।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ঠিক পূর্বে মূহূর্তে ১৮৬১-৬২ সালে জাতীয় ভিত্তিতে কয়েকটি শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। এগুলোর মধ্যে ঢালাই শ্রমিক, মেশিন নির্মাতা শ্রমিক ও কর্মকারদের ইউনিয়নগুলোই ছিল প্রধান। গৃহযুদ্ধের সময়ে জাতীয় ভিত্তিতে গঠিত এই ইউনিয়নগুলোর বিলুপ্তি ঘটে। গৃহযুদ্ধ শুরুর আগে ১৮৬০ সালের ৮ মার্চ আমেরিকার নারী শ্রমিকরা একত্র হয়ে নারী শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করে। নারী শ্রমিকদের ওপর বাড়তি শোষণ ও নির্যাতনের ফলেই তারা স্বতন্ত্রভাবে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ৮ মার্চ দিনটিই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্বীকৃতি লাভ করে।

গৃহযুদ্ধ শেষ হবার ঠিক পরেই কয়েকটি স্থানীয় শ্রমিক সংগঠন জাতীয় পর্যায়ে মিলিত হয়ে একটি ফেডারেশন গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করে। ১৮৬৬ সালের ২২ আগষ্ট ৬০ টি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ৬০ হাজার সংগঠিত শ্রমিক প্রতিনিধিকে নিয়ে বালটিমোর শহরে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন' নামে একটি ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। লোহা ঢালাই শ্রমিকদের তরুণ নেতা উইলিয়াম এইচ, সিলভিস জাতীয় ভিত্তিতে এই সংগঠনটি গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি এ সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। তার নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন' সংগঠনই সর্বপ্রথম আমেরিকাতে ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবি উত্থাপন এবং দাবির সমর্থনে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব ও উদ্যোগ গ্রহণ করে। ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন প্রস্তাবটি গ্রহণ করার ১ মাস পর ১৮৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেসে এই দাবির সমর্থনে প্রস্তাব পাস করা হয়।

ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন প্রচার ও আন্দোলনের ফলে আমেরিকার বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল '৮ ঘণ্টা শ্রম সমিতি' স্থাপিত হয়। এই আন্দোলন ব্যাপক ও তীব্র হলে আমেরিকার অনেক রাজ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে দিনে ৮ ঘন্টা কাজের দাবি মেনে নেওয়া হয়। ১৮৬৮ সালে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা এই মর্মে একটি আইন পাস করে। কিন্তু ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের নেতৃত্বে আন্দোলন দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। কেননা ১৮৬৯ সালের দিকে আমেরিকার শ্রমিকদের প্রিয় নেতা সিলভিস ৪১ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এর কিছুদিন পরেই সংগঠনটি লোপ পায়।

১৮৭০ এর দশকে আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে কয়েকটি হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে। ১৮৭৪ সালে নিউইয়র্কের টমকিন স্কোয়ারে এক শ্রমিক জনসভায় পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ১৮৭৫ সালে পেনসিলভানিয়া অঞ্চলের কয়লা খনি মালিকরা খনি অঞ্চল থেকে জোর করে খনি শ্রমিকদের সংগঠন উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে। এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা রুখে দাঁড়ায়। আন্দোলনকারী ১০ জন খনি শ্রমিককে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো হয়। এ ঘটনার পটভূমিতে ১৮৭৭ সালে রেল ও ইস্পাত কর্পোরেশনের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের ধর্মঘট সংগ্রাম সংঘটিত হয়। কর্তৃপক্ষ ধর্মঘট আন্দোলনের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী নামায়। ধর্মঘটী শ্রমিকরা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালায়। এই সংগ্রাম প্রচণ্ড দমননীতি ও আক্রমণের মুখে পরাজয় বরণ করে। কিন্তু এসব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবির আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়।

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় 'আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার' নামে একটি সংগঠন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৮৮৪ সালের ৭ অক্টোবর ওই সংগঠনের চতুর্থ সম্মেলনে ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় সংগঠিত ট্রেড ও লেবার ইউনিয়নের ফেডারেশন এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে যে, ১৮৮৬ সালের ১ মে তারিখ থেকে দৈনিক ৮ ঘন্টাকেই কাজের দিন বলে আইনত গণ্য করা হবে। এই সাথে আমরা সকল শ্রমিক সংগঠনের কাছে সুপারিশ করছি যে, তারা যেন উপরোক্ত তারিখের মধ্যে এই সিদ্ধান্তের সাথে খাপ খাইয়ে নিজ নিজ এলাকায় আন্দোলন পরিচালনা করে।"

প্রস্তাবটি গ্রহণ করার পর ফেডারেশন বুঝতে পারলো যে, সকল শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ করা ছাড়া লড়াইয়ে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। তাই তারা অপর একটি সংগঠন 'নাইটস অব লেবার'কে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। নাইটস অব লেবার সংগঠনটি আমেরিকার ফেডারেশন অব লেবারের চাইতে অনেক বড় সংগঠন ছিল। পরবর্তী সময়ে এ সংগঠনটি ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবিতে ধর্মঘট আন্দোলনের বিরোধিতা করে। ফলে শ্রমিকদের কাছ থেকে এই সংগঠনটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণী যখন জাতীয় ভিত্তিতে একটি মাত্র স্লোগান সংগঠিত হচ্ছে; তখন আমেরিকার নানা অঞ্চলে, কল-কারখানায় ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিসহ অন্যান্য দাবিতে ধর্মঘট আন্দোলন ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করে। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ৫০০ ধর্মঘট ও তালাবদ্ধ আন্দোলন হয়। এগুলোতে গড়ে দেড় লাখ শ্রমিক যোগ দেয়।

এসব ধর্মঘটের মূল স্লোগান ছিল ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবস। ৮ ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম, ৮ঘণ্টা বিনোদন-এভাবে ২৪ ঘণ্টাকে সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া হয়। ক্রমেই এই যুক্তিসংগত ও মানবিক দাবি অসম্ভব রকমের জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কোনো কোনো কারখানার শ্রমিকরা নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি আদায় করে নিতে সক্ষম হয়। যে সব জুতা কারখানায় ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি আদায় হয়ে গেছে, শ্রমিকরা সেসব জুতার নাম দিল '৮ ঘন্টা জুতা'। সিগারেট কারখানায় দাবি মেনে নিলে তার নাম হলো '৮ ঘণ্টা চুরুট' ইত্যাদি। এভাবে সর্বত্র '৮ ঘণ্টার উন্মাদনা' সারা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

মহান মে দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের ইতিহাসঃ

১৮৮৬ সালের ১ মে ছিল শনিবার, স্বাভাবিক কাজের দিন। তা সত্ত্বেও ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবস আইনত চালু করার দাবিতে আমেরিকার সকল শিল্পাঞ্চলে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ১ মে'র কিছু দিন আগে 'নাইটস অব লেবার' সংগঠনটি ধর্মঘট বানচাল করতে চাইলেও সাধারণভাবে সকল শ্রমিক এ ধর্মঘট আন্দোলনে সরাসরিভাবে অংশ গ্রহণ করে।

এ ধর্মঘট আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল শিকাগো। শিকাগোর শিল্পাঞ্চলের ইউনিয়নগুলোতে বামপন্থীদের প্রভাব ছিল। এ কারণে শিকাগোতে ধর্মঘট

১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ৫০০ ধর্মঘট ও তালাবদ্ধ আন্দোলন হয়। এগুলোতে গড়ে দেড় লাখ শ্রমিক যোগ দেয়।
এসব ধর্মঘটের মূল স্লোগান ছিল ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবস। ৮ ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম, ৮ঘণ্টা বিনোদন-এভাবে ২৪ ঘণ্টাকে সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া হয়। ক্রমেই এই যুক্তিসংগত ও মানবিক দাবি অসম্ভব রকমের জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কোনো কোনো কারখানার শ্রমিকরা নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি আদায় করে নিতে সক্ষম হয়।
যে সব জুতা কারখানায় ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি আদায় হয়ে গেছে, শ্রমিকরা সেসব জুতার নাম দিল '৮ ঘন্টা জুতা'। সিগারেট কারখানায় দাবি মেনে নিলে তার নাম হলো '৮ ঘণ্টা চুরুট' ইত্যাদি। এভাবে সর্বত্র '৮ ঘণ্টার উন্মাদনা' সারা আমে-রিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

খুবই জঙ্গিরূপ ধারণ করে। ১ মে'র অনেকদিন আগে থেকেই শিকাগোর শ্রমিকরা এ ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সেখানে সকল শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে '৮ ঘণ্টা শ্রম সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮ ঘণ্টা শ্রম সমিতি ধর্মঘটের প্রস্তুতিমূলক কাজ ছাড়াও প্রত্যেক ইউনিয়নকে অর্থ সংগ্রহ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে। কেননা ধর্মঘট করার ফলে অনেক শ্রমিকই কর্মচ্যুত হতে পারে, এ ধারণা আগে থেকেই আঁচ করা গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রম সমিতিগুলো ছিল শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ মোর্চার প্রতীক। ফেডারেশন অব লেবার, নাইটস অব লেবার এবং আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম স্বতন্ত্র ও সংগঠিত সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল 'স্যোশ্যালিস্ট লেবার পার্টি' প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমিতি গড়ে তুলেছিল। তাছাড়া তখন আমেরিকাতে সকল বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের সমবায়ে 'সেন্ট্রাল লেবার ইউনিয়ন' নামে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল। এ সংগঠনটিও ৮ ঘণ্টা শ্রম সমিতিকে সমর্থন জানান। সেন্ট্রাল লেবার ইউনিয়ন ১ মে তারিখের আগের রবিবার ১ মে ধর্মঘট সফল করার জন্য শিকাগো শহরে একটি শ্রমিক সমাবেশের আয়োজন করে। এই সমাবেশে ২৫ হাজার শ্রমিক যোগ দেন।

১ মে শিকাগোর শ্রমিক অঞ্চলগুলোতে ধর্মঘট সার্বিকভাবে সফল হয়। শিকাগোকে কেন্দ্র করে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ শ্রমিক কাজ বন্ধ রাখে। সকাল থেকেই শ্রমিকরা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মিশিগান অ্যাভিনিউর মিছিলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। শিকাগোর পুঁজিপতি -মালিকরা এবং কর্তৃপক্ষ এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। দমনমূলক নীতি চালিয়ে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তথাকথিত নাগরিক কমিটি সারাদিন ধরে সভা চালায়। এ কমিটির নির্দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে শহরের অলিগলি ও বিশেষ বিশেষ বাড়ির ছাদে পুলিশ ও গুন্ডাবাহিনী জড়ো করা হয়।

এসব উস্কানির মুখে শিকাগোর শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট ও মিছিল করার চ্যালেঞ্জ গ্রহন করে। সব কিছু উপেক্ষা করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মিশিগান অ্যাভিনিউর চত্বরে জমায়েত হয়। গগণবিদারী স্লোগানে মুখরিত হয়ে মিছিল লেক ফ্রান্টে গিয়ে শেষ হলে শ্রমিক নেতারা সেখানে বক্তৃতা করেন। ইংরেজ, জার্মান, পোলিস প্রভৃতি ভাষায় নেতারা বক্তৃতা দেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য সংহতি বজায় রেখে ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবিতে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করা হয়।

শান্তিপূর্ণভাবে ও সাফল্যের সাথে ১ মে'র কর্মসূচী পালন শ্রমিক শ্রেণীকে সংগ্রামের নব প্রেরণায় উজ্জীবিত করে। শিকাগো অঞ্চলের এক লাখ পঁচাশি হাজার শ্রমিক বিশেষ করে রাজমিস্ত্রিরা ৮ ঘণ্টা কাজের দিনের দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়।

একদিকে পুঁজিপতি ও সরকার নাইটস অব লেবার সংগঠনটির সুবিধাবাদী নেতাদের দিয়ে শ্রমিক ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে আন্দোলনকে বানচাল করার চক্রান্ত করে; অন্যদিকে শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখে।

৪ মে মঙ্গলবার হে মার্কেট স্কোয়ারে এক বিরাট শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের কাছেই কর্তৃপক্ষ প্রচুর সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করে। শ্রমিক নেতা স্পাইজ বক্তৃতা করার পর পার্সনস রাত দশটা পর্যন্ত দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শেষ বক্তা সাম ফিলডেন বক্তৃতা শেষ করেছেন, শ্রমিক জনতা সভা থেকে উঠে যাচ্ছেন, ঠিক এমনি সময়ে ওয়ার্ড নামে এক ক্যাপ্টেন বক্তৃতা মঞ্চের সামনে এসে নির্দেশ দিলেন, 'ইলিনয় রাজ্যের জনগণের নামে আমি অবিলম্বে ও শান্তিপূর্ণভাবে এই সভা বন্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছি।' শ্রমিক নেতা ফিলডেন 'আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবেই আছি' দৃঢ়ভাবে কথাটি শেষ করতে না করতেই একটি বোমার বিকট আওয়াজে আকাশ-বাতাশ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। আন্দোলনকে সাবোটাজ করার উদ্দেশ্যে অজ্ঞাত বেশে পুলিশের এক এজেন্ট বোমাটি নিক্ষেপ করে। বোমাটি বিস্ফোরিত হওয়ার সাথে সাথেই সুযোগের অপেক্ষায় অবস্থানরত সশস্ত্র বাহিনী শ্রমিক-জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নির্বাচারে লাঠি ও গুলি চালানো হয়। ঘটনাস্থলে ৪ জনসহ মোট ১১ শ্রমিক নিহত ও বহু সংখ্যক আহত হন। এ ঘটনায় ৭ পুলিশ নিহত হয়। হে মার্কেটের চত্বর রক্তের বন্যায় প্লাবিত হয়ে যায়। ইতিহাসে এ ঘটনা 'হে মার্কেটের ঘটনা' বলে পরিচিত। এ ঘটনাই মে দিবসের ঐতিহাসিক ঘটনা-যা আজও সমগ্র দুনিয়ার শ্রমিক, শ্রমজীবি ও গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল জনগণকে আন্তর্জাতিক সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব বোধে একত্র করে।

হে মার্কেটের রক্তক্ষয়ী ঘটনার সময়েই ঘটনাস্থল থেকে স্পাইজ ও ফিলডেন গ্রেপ্তার হন। কিন্তু অন্যান্য নেতা আত্মগোপনে চলে যান। শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুঁজিপতি শ্রেণী ও সরকার সার্বিক জেহাদ ঘোষণা করে। পত্র পত্রিকায় শ্রমিক নেতা ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কুৎসা, ঘৃণা ও ক্রোধের বন্যা বয়ে যায়। প্রচার চলতে থাকে, 'তিন দিনের জন্য সভ্যতাকে বিদায় দিয়ে একটি প্রহরী কমিটি নিজেদের হাতেই আইন তুলে নেবে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে। শ্রমিক এলাকাগুলোতে অমানুষিক অত্যাচার ও সন্ত্রাস চলে এবং শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তারের জন্য সরকারী মহল হন্যে হয়ে ওঠে। পত্রিকাগুলোতে আত্মগোপনকারী নেতাদের গ্রেপ্তার করা ও ফাঁসি দেওয়ার কথা জোরেশোরে প্রচার চালানো হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই মাইকেল স্কোয়াব,জর্জ এঞ্জেল, অ্যাডলফ ফিসার, লুই লিংগ ও আস্কার নিবে-এই পাঁচ শ্রমিক নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

শ্রমিক নেতাদের বিচারের নামে প্রহসনঃ

অভিযুক্ত শ্রমিক নেতাদের বিচার শুরু হয় ২১ জুন। প্রকৃতপক্ষে বিচারের নামে সেটা ছিল প্রহসন। বিচারের জন্য যাদের জুরি নির্বাচিত করা হয়, তারা সবাই আগেই অভিযুক্ত শ্রমিক নেতাদের অপরাধী বলে প্রকাশ্য ঘোষণা দেন। পুলিশ হত্যা মামলায় আগস্ট স্পীজ সহ ৮ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। ১৮৮৬ সালের ৯ অক্টোবর বিচারের রায়ে তাদের মৃত্যুদন্ড-দেয়া হলো। কিন্তু এ রায় মেনে নিতে পারেননি শ্রমিক নেতাদের পরিবার। তারা রায়ের প্রতিবাদ করলেন, সমাবেশ করলেন, মিছিল, বক্তৃতা দিলেন। দেশ-বিদেশের সরকারের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু তাদের প্রতিবাদ কোনো কাজে এলো না এবং শ্রমিক নেতাদের মৃত্যুদন্ড মওকুফ হলো না, বরং আবেদন অগৃহীত হয়ে ফাঁসির রায় বহাল রইল। শ্রমিক নেতাদের দেখার জন্য তাদের পরিবারের সদস্যদেরও কোনো সুযোগ দেয়া হলো না। এক প্রহসনমূলক বিচারের পর ১৮৮৭ সালের ১১ই নভেম্বর উন্মুক্ত স্থানে ৬ জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। লুই লিং একদিন পূর্বেই কারাভ্যন্তরে আত্মহত্যা করেন, অন্য একজনের পনের বছরের কারাদন্ড হয়। ফাঁসির মঞ্চে আরোহনের পূর্বে আগস্ট স্পীজ বলেছিলেন, "আজ আমাদের এই নিঃশব্দতা, তোমাদের আওয়াজ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হবে"। ২৬শে জুন, ১৮৯৩

ইলিনয়ের গভর্ণর অভিযুক্ত আট জনকেই নিরপরাধ বলে ঘোষণা দেন এবং রায়ের হুকুম প্রদানকারী পুলিশের কমান্ডারকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। আর অজ্ঞাত সেই বোমা বিস্ফোরণকারীর পরিচয় কখনোই প্রকাশ পায়নি।

মে দিবস পালনের ঘোষণা ঃ

শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের "দৈনিক আট ঘন্টা কাজ করার"দাবী অফিসিয়াল স্বীকৃতি পায়। শ্রমিক নেতাদের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ১৮৮৯ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে মে দিবসকে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের উক্ত গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণ করে ১৮৯০ সাল থেকে প্রতি বছরের ১লা মে বিশ্বব্যাপী পালন হয়ে আসছে "মে দিবস" বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস"। ১৮৯০ সালের ১৪ জুলাই অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট কংগ্রেসে' ১ মে শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষনা করা হয় এবং তখন থেকে অনেক দেশে দিনটি শ্রমিক শ্রেনী কর্তৃক উদযাপিত হয়ে আসছে। রাশিয়াসহ পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হবার পর মে দিবস এক বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করে। জাতিসংঘে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শাখা হিসাবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আই.এল.ও প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের অধিকার সমূহ স্বীকৃতি লাভ করে এবং সকল দেশে শিল্প মালিক ও শ্রমিকদের তা মেনে চলার আহবান জানায়।

বাংলাদেশে মে দিবস পালন এবং শ্রমিকদের বাস্তবতাঃ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং আই.এল.ও কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। এই দেশে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা অনেক। শ্রমিক দিবসের প্রেরণা থেকে বাংলাদেশ মোটেও পিছিয়ে নেই। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের শাসন থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে মে দিবস পালিত হয়। ঐ বছর সদ্য স্বাধীন দেশে পয়লা মে সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়। তারপর থেকে আজও পয়লা মে সরকারি ছুটির দিন বহাল আছে। এদিন শ্রমিকরা মহা উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পালন করে মে দিবস। তারা তাদের পূর্বসূরীদের স্মরণে আয়োজন করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। শ্রমিক সংগঠনগুলো মে দিবসে আয়োজন করে নানা ধরণের সাংস্কৃতিক ও কল্যাণমুখী কর্মসূচীর। শ্রমিকরা এদিন তাদের নিয়মিত কাজ থেকে সাময়িক অব্যহতি পেয়ে থাকে। আনন্দঘন পরিবেশে তারা উদযাপন করে মহান মে দিবস। রাষ্ট্রের সরকারি দল ও বিরোধী দলসহ অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠনও দিনটি পালন করে থাকে। এদিন দেশের সকল প্রচারমাধ্যম ও পত্রপত্রিকায় শ্রমিকদের পক্ষে সভা-সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের খবর ফলাও করে প্রচার করা হয়। প্রতিবছর মে দিবস উদযাপনের মধ্যদিয়ে শ্রমিকরা একদিকে যেমন তাদের অধিকার আদায়ের রক্তাক্ত ইতিহাসকে স্মরণ করে তেমনি স্বপ্ন দেখে তাদের অধিকারের ষোলআনা প্রাপ্তির। বাংলাদেশের শ্রমিকরাও নিঃসন্দেহে এর বাহিরে নয়। কিন্তু আজও বাংলাদেশের শ্রমিকদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়নি। বাংলাদেশের শ্রমিকদের দিকে তাকালে আমরা আজও দেখতে পাই মালিক শ্রেণী কিভাবে তাদেরকে শোষণ করছে। মালিক শ্রেণীর শোষণের ফলে অসহায়ের মতো শ্রমিকদেরকে প্রাণ দিতে হচ্ছে।

এইতো মাত্র ৮ বছর পূর্বে ২০১৩ সনের ২৪ এপ্রিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সাভারে রানা প্লাজায় শ্রমিকদের উপর স্মরণকালের ভয়াবহ

প্রতিবছর মে দিবস উদযাপনের মধ্যদিয়ে শ্রমিকরা একদিকে যেমন তাদের অধিকার আদায়ের রক্তাক্ত ইতিহাসকে স্মরণ করে তেমনি স্বপ্ন দেখে তাদের অধিকারের ষোলআনা প্রাপ্তির।
বাংলাদেশের শ্রমিকরাও নিঃসন্দেহে এর বাহিরে নয়। কিন্তু আজও বাংলাদেশের শ্রমিকদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়নি।
বাংলাদেশের শ্রমিকদের দিকে তাকালে আমরা আজও দেখতে পাই মালিক শ্রেণী কিভাবে তাদেরকে শোষণ করছে।
মালিক শ্রেণীর শোষণের ফলে অসহায়ের মতো শ্রমিকদেরকে প্রাণ দিতে হচ্ছে।

ভবন ধসে প্রায় বার শতাধিক নিরীহ শ্রমিকের করুণ মৃত্যু পুরো জাতিকে শোকাহত করে। ঘটনার আট বছর পুর্ণ হলেও রানা প্লাজা ট্রাজেডিতে নিখোঁজ ১০৫ জন শ্রমিকের সন্ধান আজও মিলেনি, এমনকি অনেকের কপালে ক্ষতিপূরণের অর্থও জোটেনি। এর পূর্বে ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে আশুলিয়ায় তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেডের গার্মেন্টস কারখানায় আগুন লেগে ১১১ জন শ্রমিক পুড়ে মারা যায়। এর আগে ২০১০ সালে হামিম গামেন্টসসহ তিনটি গার্মেন্টসে অনেক শ্রমিকের প্রাণ চলে যায়। এসবের অধিকাংশ ঘটনা ঘটেছে শুধুমাত্র মালিক শ্রেণীর গাফলতির কারণে। এভাবে প্রায় প্রতি বছর গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোয় বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এসব দুর্ঘটনায় অনেক নারী-পুরুষ-শিশু মারা যায়। দুর্ঘটনায় যেসব শ্রমিক মারা যায়, তাদের পরিবারের রুটি-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। তারা চোখেমুখে অন্ধকার দেখে। আর মালিক শ্রেণীরা এ থেকে রেহায় পেয়ে যাচ্ছে।

আজকের এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য বেতন পাচ্ছে না। যেখানে শ্রমিক আন্দোলন হয়েছিল ৮ ঘন্টা কর্ম দিবসের জন্য। যেখানে বাংলাদেশের গার্মেন্টসগুলোতে এখনও ৮ ঘন্টার পরিবর্তে ১২ ঘন্টা কাজ করানো হচ্ছে। বিনিময়ে বেতন দেওয়া হচ্ছে নাম মাত্র। যা দিয়ে একজন মানুষের জীবন ধারণ করা কষ্টকর। আজকে শ্রমিকদের কোন নিরাপত্তা নেই। মৃত্যুর ঝুঁকি মাথায় নিয়ে তারা পেটের দায়ে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বেতন বকেয়া রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে চায়। এ নিয়ে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় দ্বন্দ্ব দেখা যায়। আমাদের দেশে শ্রমিকদের একটি বড় অংশ নারী ও শিশু। এসব নারী ও শিশু বিভিন্ন কল-কারখানা, বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্পে বেশি কাজ করে থাকে। অথচ আমাদের সংবিধানে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। তথাপি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করেও তারা মানবেতর জীবনযাপন করছে। অনেকেই আবার জীবন ঝুঁকির মধ্যেও পড়ে যাচ্ছে। মারাও যাচ্ছে অনেক শ্রমিক। বাংলাদেশের শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার কারণে তারা শারীরিক-মানসিকভাবে বেড়ে উঠতে পারছে না। শিক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা হচ্ছে বঞ্চিত। এসব শিশু স্নেহ-ভালোবাসার অভাবে এক সময় অপরাধ জগতে পা বাড়ায়।

আসলে আমরা শ্রম বা শ্রমিকের মর্যাদা বুঝেও বুঝতে চাই না। একজন মানুষের জীবনধারণের জন্য যা যা প্রয়োজন, অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এসবই একজন শ্রমিকের প্রাপ্য। আর এটাই হচ্ছে শ্রমিকের প্রকৃত মর্যাদা। একুশ শতকে এসে শ্রমিকরা এর কতটুকু মর্যাদা বা অধিকার ভোগ করছে? বর্তমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে। কারণ শ্রমিকরা এ দেশের সম্পদ। তাদের কারণেই দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রয়েছে। তাদের অবহেলার চোখে দেখার কোন সুযোগ নেই। তাদের কাজের ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। মহান মে দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে আমরা শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকারের কথা বলি কিন্তু বাস্তবে শ্রমজীবি মেহনতি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে শাসক, প্রশাসক ও মালিক গোষ্ঠি আদৌ আন্তরিক হতে পারিনি। যদিও সময়ের ব্যবধানে শ্রমজীবী মানুষের যান্ত্রিক বিপ্লবের কারণে কাজের পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু পরিবর্তন আসেনি শ্রমজীবি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে। তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অধিকার অদ্যবধি পর্যন্ত অধরাই থেকে গেল।

পোষাক শিল্পের বিকাশে এই দেশে নারীর শ্রমিকের অবদান অনেক বেশি। কিন্তু যেই নারী শ্রমিকের অবদানে দেশের জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে, সেই নারী শ্রমিকের চলমান জীবনযাপন বড়ই দুর্বিষহ। বেতনের সাথে যাদের জীবনযাত্রার ব্যয় খাপ খায় না তারাই হলেন গার্মেন্টস শ্রমিক।

বাংলাদেশে কাজের ক্ষেত্রে পোষাক শ্রমিকের পর নির্মাণ শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। এসব ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় যাদের রক্ত ও ঘাম মিশে আছে তারাও তাদের শ্রমের ন্যায্য পাওনা অনেক সময় পায়না। শ্রম দিয়ে যারা শ্রমের মূল্য পায় না তারাই জানে জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকার লড়াই কত কষ্টের? শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আল এল ও) এবং দেশের শ্রম আইনে সংবিধান অনুসারে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষিত আছে। কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার যেন কিতাবে আছে গোয়ালে নেই! বরাবরই এই দেশের দিনমজুর শ্রেণীর মেহনতি মানুষ বঞ্চিত ও শোষিত। বাংলাদেশের গৃহ কর্মীরাও কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। গৃহকর্মীর গায় গরম ইস্ত্রির সেকা দিয়ে পিট ঝলসিয়ে দেওয়া এবং নানাবিধ নির্যাতনের ঘটনা অহরহ ঘটছে। শুধু তাই নয় গৃহ কর্মীদের উপর বর্বর নির্যাতনের পাশাপাশি খুন ধর্ষণও করা হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অধিকাংশ কৃষি কাজ ও কৃষি পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে জীবন-জীবিকা পরিচালনা করলেও কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী, কালোবাজারী ও সিন্ডিকেটের কারণে কৃষকরা কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে অহরহ বঞ্চিত হচ্ছে। এমনিভাবে পরিবহন সেক্টরে কর্মরত প্রায় ৫০ লক্ষাধিক শ্রমিক প্রতিনিয়ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জনসাধারণের সেবা প্রদান করলেও তাদের মজুরী নির্ধারনে সরকারের পক্ষ থেকে কোন নীতিমালা আজও প্রণয়ন করা হয়নি। লাখ লাখ রিকশা শ্রমিক প্রতিনিয়ত তাদের জীবন পরিচালনায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে। এ শ্রেণীর শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়নে রেশনিং, চিকিৎসা সেবা ও সন্তানদের শিক্ষা অধিকার আজও নিশ্চিত হয়নি। মোদ্দা কথা মে দিবসে যেভাবে আমরা শ্রমিক অধিকার নিয়ে কথা বলি তার তুলনায় বাস্তবে শ্রমিকের অধিকার ও অর্জন অনেক সীমিত।

মে দিবসের মূল্যায়ন ঃ

শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা তাদের কিছু অধিকার অর্জন করলেও সকল দিক থেকে শ্রমিকরা তাদের অধিকার পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি। মে দিবস ঘটা করে পালন হলেও শ্রমিকরা আজও অবহেলা ও অবজ্ঞার স্বীকার। আজও তারা তাদের কাঙ্খিত মজুরি নিশ্চিত করতে পারেনি। কর্মক্ষেত্রে ৮ ঘন্টা শ্রমের নিয়ম হয়তো বা প্রতিষ্ঠা হয়েছে, কিন্তু থামেনি শ্রমিক নিপীড়ন এবং প্রতিষ্ঠিত হয়নি শ্রমিকের প্রকৃত মর্যাদা ও শ্রমের মূল্য। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অহরহ শ্রমিক বিক্ষোভ থেকে আমরা সহজেই এটা অনুধাবন করতে পারি। বেতন বৃদ্ধি কিংবা বকেয়া বেতন আদায়ের নিমিত্তে প্রতিনিয়তঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ গার্মেন্টে নৈরাজ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। গার্মেন্টস শ্রমিকরা দাবী আদায়ে বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ করে যাচ্ছে। মালিক পক্ষ হর-হামেশাই শ্রমিকদেরকে ঠকিয়ে যাচ্ছে। আন্দোলন ঠেকানোর জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে

ব্যবহার করে শ্রমিক নেতা-নেত্রীদেরকে গ্রেফতার করানো হচ্ছে। গার্মেন্টস শ্রমিক নেতা আমিনুলকে দীর্ঘদিন গুম করে রেখে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এটি দৃঢ়তার সাথে বলা যায় আজও দুনিয়ার কোথাও শ্রমিক-মালিক সু-সম্পর্ক, শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি এবং তাদের বাঁচার উন্নত পরিবেশ কাঙ্খিত মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক সংগঠন হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের অধিকারসমূহ স্বীকৃতি লাভ করে। আইএলও শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এ পর্যন্ত ১৮৩টি কনভেনশন প্রণয়ন করে। এর মধ্যে ৮টি কোর কনভেনশনসহ ৩৩টি কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে বাংলাদেশ। তাছাড়া দেশে বিদ্যমান শ্রম আইন অনুযায়ী সরকার শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণে দায়বদ্ধ। কিন্তু আমাদের শ্রমিকরা কতটুকু অধিকার পাচ্ছে, শ্রমিকদের কতটুকু কল্যাণ সাধিত হয়েছে আজ এই সময়ে তা কঠিন এক প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ লেবার ফোর্সের সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। এর মধ্যে এক-চতুর্থাংশ মহিলা শ্রমিক। মে দিবস যায়, মে দিবস আসে। কিন্তু শ্রমিকদের ভাগ্য যেন আর খোলে না।

শ্রমজীবি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শ্রমনীতির অনিবার্যতা ঃ

আধুনিক বিশ্বের পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী রাষ্ট্র দর্শনের কোনটাই শ্রমিকের প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদার ন্যূনতম সমাধান দিতে পারেনি। তারা মুখে শ্রমিক অধিকারের কথা বললেও বাস্তবে শ্রমিকদেরকে পুঁজি করে রাজনীতি করাসহ অগাধ অর্থ বৈভবের মালিক হয়েছে। ফলে এখনও শ্রমিক-মজুররা নিষ্পেষিত হচ্ছে। মালিকের অসদাচরণ, কম শ্রমমূল্য প্রদান, অনপযুক্ত কর্ম পরিবেশ প্রদানসহ নানা বৈষম্য শ্রমিকের দুর্দশা ও মানবেতর জীবনযাপনের কারণ হয়ে আছে। যে অধিকারের জন্য শ্রমিকরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন শিকাগোর রাজপথে, তা বাস্তবে এখনও অর্জিত হয়নি। আজও শ্রমিকেরা পায়নি তাদের কাজের উন্নত পরিবেশ, পায়নি ভালোভাবে বেঁচে থাকার মতো মজুরি কাঠামো এবং স্বাভাবিক ও কাঙ্খিত জীবনের নিশ্চয়তা। মূলতঃ ইসলামী শ্রমনীতি চালু এবং সৎ ও ন্যায়বান লোকদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা আসলে তারাই শ্রমিকের অধিকার আদায় ও রক্ষার ক্ষেত্রে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারবে। তাছাড়া কোনভাবেই শ্রমিক সমাজের প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদা আদায় সম্ভব হবেনা। ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা হলে ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে দেশের শ্রমনীতিকে ঢেলে সাজিয়ে শ্রমজীবি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। মানুষের মত বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী মজুরী নির্ধারন করা হবে। একজন মালিকের নিজের স্বজনরা যে রকম জীবনযাপন করবে তার অধিনস্থ শ্রমিকরাও সে রকম জীবনের নিশ্চয়তা পাবে। কাজেই শ্রমিক সমাজসহ দেশের সচেতন জনগোষ্ঠীকে ইসলামী শ্রমনীতি চালু ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে সৎ ও ন্যায়বান লোকদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা আনয়নে প্রচেষ্টা চালানো জরুরী।

মে দিবসের প্রত্যয় ও করনীয়ঃ

মহান মে দিবস কে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রকৃত অর্থে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে শ্রমজীবি মানুষসহ সকল দায়িত্বান নাগরিকদেরকে শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়নে নিম্নোক্ত দাবীসমূহ বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দাবী আদায়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

১. ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে দেশের শ্রমনীতিকে ঢেলে সাজানো।
২. শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে মুনাফায় শ্রমিকদের অংশ প্রদান করা।
৩. সকল বন্ধ কল-কারখানা চালু করা।
৪. শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন মজুরী অবিলম্বে পরিশোধ করা।
৫. জাতীয় নুণ্যতম মজুরী কাঠামো নির্ধারণ ও অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা।
৬. গার্মেন্টস শ্রমিকদের ভালোভাবে বেঁচে থাকার উপযোগী মজুরী নির্ধারন করা।
৭. শ্রমিকদের ন্যায় বিচার ত্বরান্বিত করার স্বার্থে শ্রমঘণ এলাকায় শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা করা।
৮. শ্রমজীবি মানুষের জন্য বাসস্থান, রেশনিং, চিকিৎসা ও তাদের সন্তানদের বিনামূল্যে শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।
৯. কল-কারখানায় ঝুঁকিমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।
১০. আহত ও নিহত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।
১১. শ্রমিকদের পেশাগত ও নৈতিক ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা।
১২. নারী ও পুরুষের বেতন-ভাতার সমতা বিধান করা।
১৩. কল-কারখানায় নারী শ্রমিকদের জন্য প্রসূতিকালীন ছুটি ও ভাতা প্রদান নিশ্চিত করা।
১৪. নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য শিশু যত্নাগার স্থাপন করা।
১৫. শিশু শ্রম বন্ধ করা।
১৬. সকল পেশায় অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করা এবং সকল পেশার শ্রমিকদের শ্রম আইনের সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করা।
১৭. শ্রমিকের প্রতি মালিকের সহনশীল মনোভাব পোষনে কর্তৃপক্ষকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া।
১৮. শ্রমিকদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার আলোকে কাজ দেওয়া।
১৯. সঠিক সময়ে শ্রমিকের মজুরী পরিশোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
২০. ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষসহ সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করা।

পরিশেষে বলবো, আসুন আমরা সবাই মিলে শ্রমজীবি মানুষের সত্যিকার মুক্তি অর্জনে যার যার অবস্থান থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করি। নির্যাতিত-নিপীড়িত ও অধিকার বঞ্চিত শ্রমজীবি মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করি এবং শ্রমজীবি মানুষের পরকালীন মুক্তি অর্জনে তাদেরকে ইসলামী আদর্শের পতাকাতলে শামিল করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করি। ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে শক্তিশালী করি। মহান আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমিন

লেখক:
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

শ্রমজীবী মানুষ : বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

'পরিশ্রমে ধন আনে, পূণ্যে আনে সুখ, আলস্য দারিদ্র আনে, পাপে আনে দুখ।' এ মহৎ কাব্যবাণীটি আমার জেঠা অর্থাৎ বড়চাচার ঘরে টানানো একটি ওয়ালমেটে পড়েছিলাম খুব ছোটবেলায়। আজও মুখস্ত আছে। মাঝে মাঝেই আওড়াই। কিন্তু জানি না এটি কার কবিতা। কবিতাটি যে কবিরই হোক, তিনি যে একটি মহৎ বাণী লিখে গেছেন তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সত্যিকার অর্থেই, মানব জীবনের উন্নতি, অবনতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি এমনকি অস্তিত্ব রক্ষাও নির্ভর করে পরিশ্রম এবং সততার উপর। পরিশ্রম ও পূণ্যময় কাজ মানুষকে অর্থবিত্ত এবং প্রশান্তি এনে দেয়। পাশাপাশি আলসেমী যেমন দরিদ্রতা আনে এবং পাপে টেনে আনে দুঃখ। পরিশ্রম-আলসেমী এবং পাপ-পূণ্যের দোলাচালেই মানব জীবনের সফলতা-ব্যর্থতার ইতিহাস রচিত হয়। সেই ইতিহাসের নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্রই হচ্ছে শ্রমজীবি মানুষ।

শ্রম বিনিয়োগ ছাড়া কোন প্রাণীই প্রয়োজন মোতাবেক রিজিক পায় না। ছোট্ট একটি পিপিলিকাও খাবারের সন্ধানে ব্যস্ত থাকে। ক্ষুধার তাড়নায় কেঁদে কেঁদে বাড়ি মাতিয়ে তোলে অবুঝ কচি দু'একদিনের শিশুটিও; তাকে খেতে হলেও কমপক্ষে কাঁদতে হয়। সুতরাং শ্রম বিনিয়োগ ছাড়া সুন্দর জীবিকার আশা করা বাতুলতা মাত্র। সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন রয়েছে বৈচিত্রময়-তা তেমনি পেশা ও জীবিকার ক্ষেত্রেও আল্লাহ তায়ালা ভিন্নতা সৃষ্টি করেছেন। কেউ কায়িক পরিশ্রম করে আর কেউবা মানসিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে জীবিকা অর্জনের পাশাপাশি দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণ সাধন করে যাচ্ছেন। কাজ যে ধরনেরই হোক না কেন, তা কাজ বা শ্রম। অতএব, যে লোক যে স্তরেই শ্রম বিনিয়োগ করুন না কেন তিনিই শ্রমিক বা শ্রমজীবি মানুষ। যার শ্রম বিনিয়োগ যে ক্ষেত্রেই হোকনা কেন, কিংবা যিনি যে ধরনের শ্রমিকই হোন না কেন তার শ্রমের যেমন গুরুত্ব আছে তেমনি সেই শ্রমিকেরও মর্যাদা স্রষ্টা ও সৃষ্টির কাছে অপরিসীম। শান্তি ও মানবতাবাদী শাশ্বত বিধান ইসলামে শ্রমজীবি মানুষকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমাদের আদিপিতা হযরত আদম আ. ও মা হাওয়া আ. কঠোর পরিশ্রম করেই পৃথিবীতে মানুষের বসতি শুরু করেন। তাদের প্রচেষ্টার ফলেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জ্বীন জাতির বাস করা পৃথিবীকে মানব বসতির সুন্দর নিবাস রূপে গড়ে তোলেন। পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হযরত আদমই আ. শুধু নন; সকল নবী-রাসূল এমনকি আমাদের প্রিয় নবী সঃ , শ্রমিকের অধিকার ও শ্রম আইনের পথ প্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ স. নিজ হাতে কাজ করে জীবিকা উপার্জন করতেন। সুতরাং শ্রমিকের হাত আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয়। অথচ বিশ্বে সবচেয়ে নির্যাতিত নিষ্পেষিত ও বঞ্চিত শ্রেণীই হচ্ছে শ্রমিক। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়–

দেখিনু সেদিন রেলে
কুলি বলে এক বাবু'সাব তারে
ঠেলে দিল নিচে ফেলে।
চোখ ফেটে এল জল
এমনি করে জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দূর্বল?

শ্রেণী সংগ্রাম নয়, সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বই পৃথিবীর চিরন্তন ইতিহাস। যেখানে সত্য বিধান ইসলাম নেই সেখানে শ্রেণী সংগ্রামই ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সভ্যতার চরম উৎকর্ষের এ আধুনিক যুগে সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠীই হচ্ছে শ্রমিক। সব ধরনের মানবিক আইন তাদের ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত। অথচ তাদের শ্রম, গায়ের ঘাম ও মেধার বলেই সমাজ সুন্দর ও সচ্ছলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, অর্থনীতি হচ্ছে উন্নত থেকে উন্নততর। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যেমন পিছানোর সুযোগ থাকেনা, হয় সামনে এগিয়ে যেতে হবে নতুবা কুকুর শিয়ালের মতো গুলি খেয়ে মরতে হবে। তেমনি সচেতন শ্রমিক সমাজ বসে বসে না খেয়ে মরার চেয়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আত্মহুতি দেয়ার মাধ্যমে অধিকার আদায়ে বিশ্বাসী। তারই বাস্তবায়ন শুরু হয়েছিল সভ্যতার ধ্বজাধারী ইউরোপ-আমেরিকা থেকেই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদেরকে ১০/১২ ঘন্টা থেকে শুরু করে ১৬-১৮ ঘন্টা পর্যন্ত খাটানো হত। কাজের যেমন সুনির্দিষ্ট সময় ছিল না, তেমনি ছিলনা সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটি এবং চাকরির স্থায়িত্ব ও মজুরীসহ সকল বিষয় ছিল মালিকের ইচ্ছাধীন বিষয়। তখন নির্ধারিত কোনো ছুটি ছিলোনা, বেতন বা মজুরীর কোনো স্কেল বা পরিমান ছিল না, চরম বিপদের দিনেও শ্রমিকরা ছুটি পেতনা। দায়িত্বপালন কালে দুর্ঘটনায় কারো মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারকে কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়া হতোনা। সরকারও ছিল মালিকের স্বার্থের পুতুল।

নির্যাতনমুখী ও অমানবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নির্যাতিত শ্রমিক শ্রেণী ১৮২০ সাল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে মিটিং মিছিল শুরু করে। ১৮৬২-৬৩ সালে গড়ে ওঠে ট্রেড ইউনিয়ন। বহু আন্দোলনের বিনিময়ে কাজের সময়সূচী ১০ ঘন্টা স্বীকৃত হলেও তা মানা হত না। এমনকি আমেরিকার আইনসভা ১৮৬৮ সালে 'আট ঘন্টার কাজ' বলে একটি আইনও পাশ করে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। ১৮৮১ সালে 'আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার' প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে ১৮৮৪ সালের ৭ই আক্টোবর এর চতুর্থ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, ১৮৮৬ সালের ১ মে থেকে ৮ ঘন্টাকেই কাজের দিন হিসেবে গণ্য করা হবে। শ্রমিকরা ইস্পাতের ন্যায় সংঘবদ্ধ হলো যে, তারা ১৮৮৬ সালের ১ মে থেকে কেউ আট ঘন্টার বেশী কাজ করবে না। এ দাবী আদায়ে ১৮৮৬ সালের ১ মে পাঁচ লাখ শ্রমিক প্রত্যক্ষ ধর্মঘটে যোগ দেয়। ৩ মে ম্যাককর্মিক হার্ভেস্টার কারখানায় পুলিশী নির্যাতন হলো এবং ২জন নিরস্ত্র শ্রমিক নিহত হলো। ৪ মে হেমাকেট স্কয়ারে সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের বিশাল সমাবেশে পুলিশ নির্বিচারে গুলি করে ৫জন শ্রমিককে হত্যা করলো এবং গ্রেফতার করলো আগষ্ট স্পাইজ, পার্সনস, ফিসার ও এ্যাঞ্জেলস নামক ৪জন শ্রমিক নেতাকে। ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সেখানে ১৮৯০ সাল থেকে ১ মে প্রতিবছর শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতি, সৌভ্রাতৃত্ব ও সংগ্রামের দিন বলে ঘোষিত হল। সেই থেকে মে দিবস বিশ্বে আজও ধারাবাহিকভাবে পালিত হচ্ছে।

মে দিবস প্রতি বছর শ্রমজীবি মানুষের কাছে অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং আরও উন্নততর জীবন যাপনের প্রত্যয় নিয়ে এলেও বর্তমানে বিশ্বায়নের কষাঘাতে পৃথিবীকে এককেন্দ্রীক বিশ্বে পরিণত করার পাঁয়তারা চলছে। জাতিসংঘকে উপেক্ষা করে জেনেভা কনভেনশনসহ মানব সভ্যতার সমস্ত রীতিনীতি ভঙ্গ করে সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল খ্যাত রাষ্ট্রগুলো যেভাবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে ধ্বংস করেছে তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'জোর যার মুল্লুক তার'। উদারীকরণ এবং বিশ্বায়নের মাধ্যমে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রগুলো সারা বিশ্বের অর্থনীতিকে গ্রাস করে নিজেদের পেটে ঢুকাতে চায়। বিশ্বপুঁজিবাদ, বহুজাতিক করপোরেশন এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পুঁজিবাদের বিপর্যয়কে ঠেকানোর জন্যই উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের নামে সাম্রাজ্যবাদকে মজবুত করতে ব্যস্ত। বিশ্বায়ন দারিদ্র বিমোচন করতে তো পারেইনি বরং উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বনির্ভর অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থনীতি ধ্বংসের ভীতি বিশ্বের উন্নয়শীল সকল দেশকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদের দোসর বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং ডব্লিউটিও'র খবরদারীর কারণে আমাদের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বিদেশী পর্বত প্রমাণ ঋণের বোঝা চাপানোর ফলে উন্নয়নমূলক সম্পদ নিঃশেষিত হচ্ছে। এ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে লাভবান হচ্ছে বৃহৎ আকারের এক চেটিয়া ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান অপরিকল্পিতভাবে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেবার ফলে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো আমাদের অর্থনীতির উপর খবরদারী করছে। তাদের নির্দেশ অনুযায়ী বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল আদমজীসহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ায় দেশের শ্রমিক ও পাটচাষীসহ লক্ষ লক্ষ লোক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। সরকারি ব্যাংকসহ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান যেমন রেল, টিএন্ডটি, বিদ্যুৎ, পানি, তেল, ও বিএডিসিসহ অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রাইভেটাইজেশন করার পরামর্শ দিচ্ছে এবং তেলের দাম বৃদ্ধির জন্য সরকারকে সব সময় চাপ প্রয়োগ করে আসছে। অন্যদিকে বিশ্বায়নের পথ ধরে পশ্চিমা উন্নত দেশের তৈরী পণ্য ও যন্ত্রপাতি বিনাবাধায় এদেশে প্রবেশ করছে। উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে প্রস্তুত তাদের পণ্যাদি কেন্দ্রীয় বাজার থেকে দেশজ পণ্যাদি বিতাড়িত করে চলছে। পুঁজিবাদের নগ্ন আগ্রাসী হামলায় দেশীয় শিল্প কারখানা ও ব্যাবসায় বাণিজ্য প্রচণ্ডভাবে ধ্বংসের মুখোমুখি হচ্ছে। অপর্যাপ্ত পুঁজি, সীমিত জাতীয় সঞ্চয়, পুরনো প্রযুক্তি, অদক্ষ মানব সম্পদ, আমদানী নির্ভর অর্থনীতি, রফতানীর ক্ষেত্রে জটিলতা অনুন্নত ভৌত অবকাঠামো, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর কঠিন শর্তাবলী, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্বল্পতা, রাজস্ব আদায়ের অদক্ষতা, ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারের অতিমাত্রায় ঋণ গ্রহণ আমাদের অর্থনীতিকে অন্তঃসারশূণ্য করে ফেলেছে। পদ্মাসেতুসহ দৃশ্যমান বিভিন্ন উন্নয়ন খানিকটা আশাবাদী করলেও সত্যিকার অর্থে দেশের সার্বিক অর্থনীতি ভালো নেই। পাশাপাশি সরকারের উর্ধতন কর্তাব্যক্তিসহ দলীয় ও সুবিধাবাদী শ্রেণীর লাগামহীন লুটপাট, দূর্নীতি ও অনাদায়ী ব্যাংক ঋণ বিশেষকরে শেয়ার বাজার লুট, হলমার্ক কেলেঙ্কারী, ডেসটিনি কেলেঙ্কারী, পর্দা-বালিশের তেলেসমাতিসহ বর্তমান সরকারের হাজারো দুর্নীতি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু বানিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে ভারতসহ বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশের চোরাই ব্যবসা দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কৃষিশিল্পকে ধ্বংসের দোরগোড়ায় পৌছে দিচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনীতির তেমন কোন উন্নয়ন হচ্ছেনা; বরং মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কিছুটা বাড়লেও শ্রমিকদের প্রকৃত ও ন্যায্য মজুরী আজও পাচ্ছেনা। ফলে মানুষের কষ্ট দুঃখ দুর্দশা আশানুরূপভাবে কমছেনা বরং দিন দিন ব্যাপকহারে বেড়েই চলছে।

বাংলাদেশের শ্রম বাজারের সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক কর্তৃক কাজ ফাঁকি দেবার খবর যেমন সত্য তেমনি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিওসমূহে ৮ ঘন্টা সময়ের কোনো বালাই নাই, ৮ ঘন্টার পরিবর্তে কোন ওভার টাইম ছাড়াই শ্রমিকদেরকে ১২-১৬ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করার নজির এখনও চোখে পড়ে। ট্যানারীসহ বেশীর ভাগ শিল্পাঞ্চলে স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের পরিবর্তে প্রচলিত শ্রম আইন ভঙ্গ করে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ দিয়ে কাজ করানো হয়। অসংগঠিত সেক্টরের বেশীরভাগ শিল্পে শ্রমিকদের কোন নিয়োগপত্র নেই, নেই কোন প্রচলিত ছুটি, নির্দিষ্ট বেতন ভাতা, এমনকি চাকুরীর নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তাও নেই। দেশে সবচেয়ে নির্মম ও বিধি বহির্ভুত অমানবিকভাবে শ্রম নির্যাতন চালানো হয় নারী ও শিশু শ্রমিকদের উপর। গার্মেন্টস, বিড়ি, লেদমেশিন ও বিভিন্ন ফ্যাক্টরী থেকে শুরু করে ইট-পাথর ভাঙ্গার মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নারী ও শিশু শ্রমিক নিয়োজিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তারা শ্রমের যথাযথ মজুরী পায় না।

বিশ্ব শ্রমসংস্থা শিশু শ্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেও তার কোনো বাস্তবায়ন নেই। বরং শিশুশ্রম বেড়েই চলছে। সারাদেশে নতুনভাবে শুরু হচ্ছে তামাকের চাষ। রংপুর, কুষ্টিয়াসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিড়ি কারখানায় কাজ করে শিশু শ্রমিকরা। শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য এ কাজ অত্যন্ত মারাত্মক হলেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা এ কাজ করে

ট্যানারীসহ বেশীর ভাগ শিল্পাঞ্চলে স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের পরিবর্তে প্রচলিত শ্রম আইন ভঙ্গ করে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ দিয়ে কাজ করানো হয়। অসংগঠিত সেক্টরের বেশীরভাগ শিল্পে শ্রমিকদের কোন নিয়োগপত্র নেই, নেই কোন প্রচলিত ছুটি, নির্দিষ্ট বেতন ভাতা, এমনকি চাকুরীর নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তাও নেই। দেশে সবচেয়ে নির্মম ও বিধি বহির্ভুত অমানবিকভাবে শ্রম নির্যাতন চালানো হয় নারী ও শিশু শ্রমিকদের উপর। গার্মেন্টস, বিড়ি, লেদমেশিন ও বিভিন্ন ফ্যাক্টরী থেকে শুরু করে ইট-পাথর ভাঙ্গার মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নারী ও শিশু শ্রমিক নিয়োজিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তারা শ্রমের যথাযথ মজুরী পায় না।

থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থানে কাঁচ শিল্পের পাশাপাশি অন্যান্য শিল্প ফ্যাক্টরীগুলোতে নিয়োজিত রয়েছে শিশু শ্রমিক। ইট-পাথর ভাঙার কাজ, ময়লা কুড়ানো, শহর ও শহরতলীর পান-বিড়ির দোকানে, সিগন্যাল মোড়ে ফুল বিক্রি, লেদ মেশিন, ঝালাই দোকান আর গাড়ি মেরামতির গ্যারেজগুলোতে ব্যাপকভাবে শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে। ঐ শিশুরা গরীব বলে মালিকরা তাদের কাজের উপযুক্ত মূল্যও দেয়না বরং শিশু শ্রমিক অত্যন্ত সস্তা, অল্প মজুরীতে অনেক বেশী কাজ আদায় করা যায়, হাজারো নির্যাতন করলেও তারা প্রতিবাদের সাহস পায়না বলেই মালিকরা শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ দান করে। বিড়ি ফ্যাক্টরীসহ বিভিন্ন কারখানায় শিশু শ্রমিক নিয়োগের ফলে অতি অল্প বয়সেই তারা বিভিন্ন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়।

বাংলাদেশে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে দ্রুতগতিতে। প্রতিবছর এ দেশের শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে প্রায় ২৮ থেকে ২৯ লাখ নতুন শ্রমিক। এই সহজলভ্যতা বা শ্রমিক আধিক্যের সুযোগে কম মূল্যে লুফে নিচ্ছে মালিকপক্ষ, কমে যাচ্ছে শ্রমের মূল্য। সরকারের পক্ষ থেকে শ্রম আইনের মাধমে যতটুকু অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, সেটুকুরও বাস্তবায়ন শিল্প-কারখানাগুলোতে প্রতিফলিত হয় না। অথচ আজ বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বা জিডিপি অর্জনে শিল্পের অবদান ৩৩.৭১ শতাংশ হলেও শ্রমজীবী মানুষেরা তার ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত। শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিক-কর্মচারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষিত খুব একটা সুখকর নয়। ফার্স্ট জেনারেশন মালিক গোষ্ঠীর কূটচালে দীর্ঘকাল ধরেই এ দেশের মেহনতি শ্রমিক সমাজ প্রকৃত মজুরি, অর্থনৈতিক সুষম বণ্টনব্যবস্থা, সর্বোপরি সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের সুবিধা, যেমন- স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধা, রেশন, ডরমেটারি, ডে-কেয়ার সেবা প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত।

বাংলাদেশের শ্রমের ক্ষেত্র এখন মূলত ফরমাল ও ইনফরমাল দুই ভাগে বিস্তৃত। ফরমাল খাতের পরিসর ছোট। পক্ষান্তরে এ দেশে এখন ইনফরমাল খাতে কাজ করে কয়েক কোটি শ্রমিক-কর্মচারী। ফরমাল খাতে সরকারি নজরদারি বা রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় শ্রমিকদের একটি নিয়োগপত্রের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে বিধায় সেসব প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জীবনমান কিছুটা উন্নত বা সুরক্ষিত। অন্যদিকে ইনফরমাল খাতের শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনমান সম্পূর্ণভাবে মালিকদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। অনেক ক্ষেত্রে মালিকরা আইন-কানুনের তোয়াক্কা করেন না। বর্তমানে যে দেশগুলো উন্নত হয়েছে সেখানে শিল্প-শ্রমিকের আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়নের মধ্য দিয়েই তা বিকশিত হয়েছে। সেখানে সমসাময়িক জীবনযাপনের মান বাজারব্যবস্থা শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তাবলয় সৃষ্টি করে শ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত হয়ে আসছে। বিনিময়ে শ্রমদাতা পাচ্ছেন তাঁর প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সুরক্ষা।

আমাদের স্মরণে রাখতে হবে, মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমাদের শ্রমিক-কর্মচারীরা বিশাল সংখ্যায় অংশ নিয়েছেন এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মেহনতি শ্রমিক সমাজ নবোদ্যোগে দেশ বিনির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। কিন্তু বিনিময়ে বেঁচে থাকার মতো মজুরি বা অধিকারের ক্ষেত্রে তাঁরা বঞ্চিত। বঞ্চিত সামাজিক সুরক্ষা থেকে। দেশের শ্রম খাতে আজ বিপুলসংখ্যক নারী শ্রমিক কাজ করছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আজও মজুরি প্রাপ্তি বা অন্যান্য সুরক্ষা প্রাপ্তিতে নারীরা চরমভাবে বঞ্চিত এবং

> বাংলাদেশের শ্রমের ক্ষেত্র এখন মূলত ফরমাল ও ইনফরমাল দুই ভাগে বিস্তৃত। ফরমাল খাতের পরিসর ছোট। পক্ষান্তরে এ দেশে এখন ইনফরমাল খাতে কাজ করে কয়েক কোটি শ্রমিক-কর্মচারী। ফরমাল খাতে সরকারি নজরদারি বা রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় শ্রমিকদের একটি নিয়োগপত্রের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে বিধায় সেসব প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জীবনমান কিছুটা উন্নত বা সুরক্ষিত। অন্যদিকে ইনফরমাল খাতের শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনমান সম্পূর্ণভাবে মালিকদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। অনেক ক্ষেত্রে মালিকরা আইন-কানুনের তোয়াক্কা করেন না।

বৈষম্যের শিকার। রাষ্ট্রীয়ভাবে নীতিনির্ধারণে নারীকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নারীর শ্রম, মেধা ও কষ্টসহিষ্ণুতাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে গৃহস্থালি, পরিচারিকা, গার্মেন্ট, কৃষি খাত, চাতাল, নির্মাণ খাত, হাঁস-মুরগি প্রতিপালন ও অন্যান্য খাত মিলিয়ে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অংশে নারীরা নানাভাবে অবদান রেখে চলেছেন। কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ কাজের শ্রমবান্ধব সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে আজকাল পৃথিবীব্যাপী শোভন কাজের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শোভন কাজ বিষয়টি কাজের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত, যা নিশ্চিত করবে উৎপাদনশীলতা, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা, সব ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের বাঁচার মতো মজুরি বা প্রকৃত আয়, সামাজিক সুরক্ষা, ব্যক্তিগত বিকাশের নিরাপত্তা ও চিকিৎসাসেবা।

শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও অন্যায়ের প্রতিবাদের একমাত্র মাধ্যম ট্রেড ইউনিয়নগুলো আজ সুবিধাবাদী, সন্ত্রাসী ও শ্রমিক স্বার্থবিরোধীরাই দখল করে নিয়েছে। জাতীয় স্বার্থবিরোধী দেশী বিদেশী বিভিন্ন মহলের উস্কানী ও মদদে তারা দাবী আদায়ের আন্দোলনের নামে শিল্প কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সুচিন্তিতভাবে ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহের বিপুল লোকসানের জন্য এ ধরনের কর্মকাণ্ডই দায়ী বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ফলে চিন্তাশীল দেশ দরদী ও সহজ সরল শ্রমিকরা প্রতিবাদ ও অধিকার আদায়ের কোন প্লাটফর্ম বা মাধ্যম খুঁজে পাচ্ছে না।

শ্রমজীবি মানুষের জন্য একমাত্র ইসলামই দিয়েছে শাশ্বত সুন্দর বিধান। মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- "প্রত্যেকের জন্য তাদের কাজের আনুপাতিক মর্যাদা আছে এবং তোমাদের প্রতিপালক তাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন। (সুরা আনয়াম-১৩২)। শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে মহানবী স. এরশাদ করেন– যারা তোমাদের কাজ করে জীবিকা উপার্জন করে সে শ্রমিক তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। কাজেই যাদের কাছে এমন লোক রয়েছে তাদেরকে যেন সে তাই খেতে দেয় যা সে নিজে খায়। তাদের ক্ষমতার বাইরে কোন কাজ করতে যেন তাকে বাধ্য না করা হয়। মহানবী স. আরও বলেছেন- শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করার সময় তার মজুরী ঠিক করে নাও। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে– 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।' সুতরাং কাজের সময় নির্ধারণ ও অতিরিক্ত কাজ না চাপানো, মজুরী বা বেতন স্কেল নির্ধারণ ও যথা সময়ে তার পারিশ্রমিক প্রদান ইসলামী শ্রমনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ নীতি অমান্য করার মাধ্যমে যেমন শ্রমিককে অবমাননা করা হয় তেমনি ইসলামের বিধান অমান্যকারী হিসেবে আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরাগভাজন হতে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, শ্রমিক বাঁচলেই শিল্প বাঁচবে, শিল্প বাঁচলে দেশ বাঁচবে, বাঁচবে এ দেশের অর্থনীতি। এখানেই সরকারের দায়িত্ব অর্থনীতি ও টেকসই উৎপাদন খাতকে মজবুত করতে শ্রমিক ও তাদের সংগঠন ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকাকে যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে ও আস্থায় নিয়ে মালিকদের কাছে অপরিহার্য করে তোলা। উৎপাদনের স্বার্থে শ্রমিককে আস্থায় নিয়ে কাজ করার কোনো বিকল্প নেই। শ্রমিকদের প্রতি বৈরী মনোভাব না দেখিয়ে বা প্রতিপক্ষ না ভেবে তাদের উৎপাদনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ বিবেচনা করা সময়ের দাবি। সেইসাথে বিশ্বায়ন মোকাবেলায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ, ইসলামী শ্রমনীতি চালু, জাতীয় মজুরী ও বেতন কমিশন ঘোষণা, ঢালাওভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণ বন্ধ করে লাভজনক শিল্প কারখানা চালু, শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী সকল কালাকানুন বাতিল, গার্মেন্টসসহ সকল কারখানার শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কাজের সময় ৮ ঘন্টা নির্ধারণসহ পাটকল, সুতাকল, কাগজকল, চিনিকল, সার-কারখানা, গার্মেন্টস, বিদ্যুৎ, টিএন্ডটি, রেল, বন্দর, পরিবহনসহ সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায্য দাবী বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আরো আন্তরিক হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদেরকেও দেশ ও জাতির স্বার্থে কাজে ফাঁকি দেবার মানসিকতা পরিত্যাগ করতে হবে।

লেখক: কবি ও গবেষক, প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধ

পবিত্র ঈদুল ফিতরঃ হাকীকত ও হালাত

মুহাম্মাদ আব্দুল কাইয়ূম

পূর্ণ একমাস সিয়াম সাধনার শেষেই শাওয়াল মাসের এক তারিখে ঈদুল ফিতর অনুষ্ঠিত হয়। এই ঈদ ইসলামী শরীয়তের অনন্য সৌন্দর্যের প্রতীক। আইন-কানুন প্রবর্তনের পূর্ণ ইখতিয়ারের মালিক আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে জাহিলিয়াতের আনন্দ উদযাপনের রীতি বদলে দিয়ে দুই ঈদের বিধান জারী করেছেন। জারিকৃত এই বিধানের মাধ্যমে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে আনন্দ অনুষ্ঠানের সম্পূর্ন নতুন ও সার্বজনীন নমুনা পেশ করেছেন। চিত্ত-বিনোদনের এ নব ধারার মধ্য দিয়ে মুসলিম উম্মাহর মাঝে এক নতুন প্রাণসত্তা তৈরি হলো। মদীনার ভূ-খণ্ড থেকে চালু হওয়া ঈদের এ বিধান যে হাকীকত ধারণ করেছিলো তা সারা দুনিয়ায় শিহরণ জাগিয়েছিলো। কিন্তু হাল জামানার মুসলিম উম্মাহর সদস্যগণ যে হালাতের মধ্যে দিনাতিপাত করছে তাতে ঈদের সে হাকীকত খুব বেশি বাকী আছে দাবী করা যায় না। আমরা কুরআন-সুন্নাহর নিরিখে ঈদুল ফিতরের হাকীকতের আলোকে মুসলিম উম্মাহর বহমান হাল কিছুটা বিশ্লেষন করার চেষ্টা করবো।

আল্লাহর আনুগত্যের এক বিশেষ বিধানের মধ্যে টানা একটি মাস অতিবাহিত করতে পারাটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য হিদায়াত। এ বরকতময় কাজকে আল্লাহ তাআলা আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তির ব্যবস্থা করেছেন ঈদুল ফিতরের মাধ্যমে। এ আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে একটি শক্তিশালী ঘোষণা নিহিত আছে। এটি সাওম পালনের মহান মাসে ঈমানের ছায়ায় কার্যকর রুহানী অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত তাকওয়ার ঘোষণা; কুরআন যেটিকে সাওমের মূল অর্জন হিসাবে উল্লেখ করেছে। বিশেষত আজ যখন মানুষ ও মানবতার মধ্যে বিস্তর ফারাক তৈরি হয়েছে তখন আমিত্বকে বর্জন করে তাকওয়া বিধৌত আত্মিক উন্নতি সমৃদ্ধ জাতি বড়ই প্রয়োজন। ঈদুল ফিতর আত্মিকভাবে উন্নত মুসলিম উম্মাহর নতুনভাবে প্রস্তুত হওয়ার বিষয়ে জানান দেয়। কিন্তু বাস্তবে মুসলিম উম্মাহর কতজন সদস্য মানবতার বিজয়ের জন্য নিজেকে সে গুণে গুণান্বিত করেন ? কতজন এভাবে নিজেকে সাজিয়ে তোলার মানস লালন করেন ? এক মাসের সিয়াম সাধনার পর বিশ্ব মানবতা কি টের পায় যে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য তাদের কল্যাণ সাধনের জন্য একটি নতুন জনবল তৈরি হয়েছে ? অথচ কুরআন বলছে -"তোমরা সেরা জাতি। তোমাদেরকে মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য তৈরি করা হয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান: ১১০)

ইবনে আব্বাস রা. এক ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য ইতিকাফ ছেড়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসলেন। ইতিকাফের বিষয়ে ভুলে গেলেন কিনা- লোকেরা তা জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহর হাদীস শোনালেন।
আল্লাহর রাসূল বলেন:
"আল্লাহর শপথ। কোনো ভাইয়ের প্রয়োজনে তার সাথে পথ চলা আমার নিকট এক মাসের (নফল) রোজা আর আমার এ মসজিদে ইতিকাফ করার চেয়ে শ্রেয়।" হায়! এ উম্মাহর বহু সদস্য এখন কেবলি ঘরের কোণে বসে তাকওয়ার অনুশীলন করেন। আর কিশোর বয়সে নবীজীর সঙ্গী ইবনু আব্বাস ইতিকাফ ছেড়ে বেরিয়ে এসে তাকওয়ার সম্ভার জোগাড় করেন। এ উম্মাহর কত সদস্য নিকটজন, আত্মীয়-স্বজন আর বিপন্ন মানবতার অধিকারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে প্রতি বছর মসজিদে হারামে আর মদীনায় ইতিকাফের মতো বিলাসী ইবাদতের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজে বেড়ান।

হায় বাস্তবতা! হায় মুসলিম উম্মাহ! ইবনে আব্বাস রা. একজন ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য ইতিকাফ ছেড়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসলেন। ইতিকাফের বিষয়ে ভুলে গেলেন কিনা- লোকেরা তা জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহর হাদীস শোনালেন। আল্লাহর রাসূল বলেন: "আল্লাহর শপথ! কোনো ভাইয়ের প্রয়োজনে তার সাথে পথ চলা আমার নিকট এক মাসের (নফল) রোজা আর আমার এ মসজিদে ইতিকাফ করার চেয়ে শ্রেয়।" হায়! এ উম্মাহর বহু সদস্য এখন কেবলি ঘরের কোণে বসে তাকওয়ার অনুশীলন করেন। আর কিশোর বয়সে নবীজীর সঙ্গী ইবনু আব্বাস ইতিকাফ ছেড়ে বেরিয়ে এসে তাকওয়ার সম্ভার জোগাড় করেন। এ উম্মাহর কত সদস্য নিকটজন, আত্মীয়-স্বজন আর বিপন্ন মানবতার অধিকারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে প্রতি বছর মসজিদে হারামে আর মদীনায় ইতিকাফের মতো বিলাসী ইবাদতের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজে বেড়ান! ঈদুল ফিতর রমাদানের মেয়াদ শেষে আল্লাহ তাআলার 'তাকবীর' তথা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণার এক পরম আনুষ্ঠানিকতার নাম। রমাদানের বিধান বর্ণনার মধ্যেই আল্লাহ তাআলা এ হাকীকত উল্লেখ করেছেন। সূরা বাকারার ১৮৫ আয়াতের শেষে তিনি বলেন: "আর তোমাদের উচিত সংখ্যা পূর্ণ করা, তিনি তোমাদের যে হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করা এবং আশা করা যায় তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।" কুরআনের বক্তব্যের এ অংশেই মাহে রমাদানের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তিতে ঈমানদারের করণীয় নিয়ে আল্লাহ তাআলা নির্দেশনা দিয়েছেন। এ আয়াতের বিশ্লেষণে আল্লামা সা'দী (র) বলেন, "এখানে পূর্ণ মেয়াদে রোজা পালন এবং তিনি যে সহজভাবে সাওম পালনের তাওফীক দিয়েছেন সে জন্য শুকরগুজার হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর নির্দেশ আছে তা সমাপ্তিতে 'তাকবীর' তোলার। এর মধ্যেই শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা থেকে ঈদের খুতবা পর্যন্ত 'তাকবীর' উচ্চারণের নির্দেশ রয়েছে।"

ঈদ অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় প্রকাশ হবে সোচ্চার কণ্ঠে সামস্টিকভাবে 'আল্লাহ আকবার' আওয়াজ তোলার মধ্য দিয়ে। যে আওয়াজ সাহাবায়ে কিরাম তুলেছেন ঘরে থেকে, বাজারে থেকে। মদীনার অলিতে গলিতে তাকবীরের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। নবীজীর সঙ্গি হয়ে যারা আল্লাহু আকবার রব তুলেছিলেন তারা তো সত্যিকারে এই তাকবীরের প্রাণসত্তাকে ধারণ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের যে আওয়াজ জমীনে তুলতে চেয়েছেন তা তো সাহাবায়ে কিরামকে দিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। হাকীকতেই তারা পৃথিবীতে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের রুপ দেখতে চেয়েছেন এবং তা দেখাতে পেরেছেন। তারা জীবনের প্রতি স্তরে আল্লাহ তাআলাকে বড় জেনেছেন এবং বড় মেনেছেন। তাই তাঁদের ঈদের আয়োজনে প্রাণ ছিলো। দুনিয়ার দিক-বিদিক তাঁদের তাকবীর ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়েছে।

আর আমাদের হালাত! বড়ই খারাপ। আজ আমাদের তাকবীরের আওয়াজ বড়ই ম্রিয়মান। খুবই ক্ষীণ। শাওয়ালের চাঁদ দেখার পরে এমন জনপদ আজ পাওয়াই যায় না, যেখানে পরম উতসাহে রোজাদার পুরুষেরা দরাজ আওয়াজে 'আল্লাহু আকবার' শব্দ করেন। মুসলিম তরুণদের জবানে সে পরম আনন্দক্ষণে তাকবীর শোনা যায় না।

বড় জোর মসজিদের গুলোর মাইক থেকে কয়েকবার আওয়াজ উঠে তাকবীরের। বহমান সময়ে অধিকাংশ মুসলিম 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিকে মসজিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছে। তারা মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে তাকবীর ধ্বনির বাইরে অন্য কোনো কোথাও তাকবীর এর আওয়াজকে অপরাধ কিংবা রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বা হুজুরদের ইমোশন হিসাবে দেখে। তাই যদি মুসলিমদের প্রশ্ন করা হয়- আপনি কি সত্যিই আল্লাহকে সব কিছুর উপর বড় মনে করেন? আপনি কি সত্যিই আপনার শক্তিশালী শত্রুদের চেয়ে আল্লাহকে বড় ভাবেন? আপকি কি 'আল্লাহু আকবার' এর চেতনায় আপনার জীবন চলার পথ নির্ধারণ করেন? যদি সে চেতনাই লালিত হয়ে থাকবে তবে আমাদের আচার-আচরণ, মুআমালা, সম্পদ উপার্জন, সম্পদ ব্যয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণ - এ সবে তা প্রকাশ পায় না। বস্তুত হৃদয়ে যদি আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের অনুভূতি যথার্থ তীব্র না হয়, আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব উচ্চকিত করার তাগাদা তৈরি না হয়, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন সব কিছুর উপর প্রাধান্য না পায়, তাঁর আনুগত্য করা সবার চেয়ে বড় অনুভূত না হয় এবং কেবল তাঁর দিকেই কদম বাড়ানোর চেতনা লালিত না হয় তবে ঈদুল ফিতরের আনুষ্ঠানিকতায় এ উম্মাহর সদস্যদের জবানে সে তাকবীরের স্বগোক্তি আশা করা যায় না। উম্মাহর নির্জীব সদস্যরা কেবলি জায়নামাজ হাতে পাঞ্জাবী টুপি পরিধান করে ঈদের মাঠে হাজিরার দেওয়ার কাজটাই করবে এবং প্রায় সবাই তা-ই করছে।

ঈদের এ আয়োজন কৃতজ্ঞতার। কৃতজ্ঞতার হকদার স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। তিনি দয়া করে হিদায়াত দিয়েছেন। হিদায়াতের পূর্ণাঙ্গ কিতাব তিনিই নাযিল করেছেন এ রমাদানে। তাই ঈদের আনন্দের মধ্য দিয়ে সে মহান স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাবে। শুকরিয়ার প্রকাশ তো হবে রমাদানে বান্দাহ যেমন আল্লাহমুখী হয়েছে, আল্লাহ ও রাসূলের বহু আদেশ পালনে অভ্যস্ত হয়েছে তা নিয়মিত করার মাধ্যমে। কুরআন যে 'লাআল্লাকুম তাশকুরুন' বলেছে তার মেজাজ কতজন মুসলিমের জিন্দেগীতে পাওয়া যাবে ? বরং অধিকাংশ মুসলিমের হাল রমাদানের মধ্যেই খারাপ। তাই প্রথম দিনের তারাবীহতে যে সরগরম উপস্থিতি তা দ্বিতীয় দিন থেকেই ক্রমেই কমতে থাকে। সাহরী ইফতারির আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিলে অধিকাংশ রোজাদারের জীবনে রমাদানের আমেজ রমাদানের শেষতক গড়ায় না। তবে যে মুসলিম রমাদানকেই তার জীবন পরিবর্তনের মহাসুযোগ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে নি সে কীভাবে ঈদের আনন্দের মাঝে আল্লাহর শুকরিয়ার অনুভূতি লালন করবে? এ শুকরিয়া তো হিদায়াতের পথে চলতে পারার। এ শুকরিয়া বিগত রমাদানে মহান রবের নিকটবর্তী হতে পারার। এ শুকরিয়া হিদায়াতের বাণী পুরো কুরআনের সাথে পরিচিত হতে পারার। যে এ পথ মাড়ায় নি, যে এ মহান মাসেও রবের নিকট ধরনা দেয় নি, যে কুরআনের পাতার সাথে এ রমাদানে নিজের জীবন মিলিয়ে নেয় নি সে কীসের শুকরিয়া আদায় করবে? সে কি খুশি মনে আল্লাহর সাথে ঈদের দিনে কথা বলতে পারবে? পারবে না। অধিকাংশ মুসলিম তা পারে না। মাসব্যাপী যারা দিনের বেলায় অভুক্ত থাকার বিধান পালন করেছে হাকীকতে ঈদের আবেদন তাদের অনেকের জীবনে ধরা দেয় না।

ঈদের এ আয়োজন তো আনন্দের। আচ্ছা! একবার ভেবে দেখুন তো কী নিয়ে মুসলিম উম্মাহর সদস্যরা আনন্দ করে? মুসলিম তরুণ প্রজন্ম ঈদের নামে যে আনন্দে মত্ত হয় তাতে কীসের প্রকাশ ? সপ্তাহ পনেরো দিন জুড়ে যারা ঈদের ম্যাগাজিন প্রোগ্রাম সাজায় তাতে কোন্ ধরণের আনন্দ বিলায়? বিগত কয়েক বছরে দেখা গেলো ঈদের দিনে দেশ জুড়ে একটি হিন্দী সিনেমার গানের বাদ্য একযোগে বিভিন্ন জায়গায় বাজে। যে

> “ যে মুসলিম রমাদানকেই তার জীবন পরিবর্তনের মহাসুযোগ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে নি সে কীভাবে ঈদের আনন্দের মাঝে আল্লাহর শুকরিয়ার অনুভূতি লালন করবে? এ শুকরিয়া তো হিদায়াতের পথে চলতে পারার। এ শুকরিয়া বিগত রমাদানে মহান রবের নিকটবর্তী হতে পারার। এ শুকরিয়া হিদায়াতের বাণী পুরো কুরআনের সাথে পরিচিত হতে পারার। যে এ পথ মাড়ায় নি, যে এ মহান মাসেও রবের নিকট ধরনা দেয় নি, যে কুরআনের পাতার সাথে এ রমাদানে নিজের জীবন মিলিয়ে নেয় নি সে কীসের শুকরিয়া আদায় করবে? ”

বাদ্যটি মূলত হিন্দুদের পূজার মেজাজে তৈরি। যে কদর্য আনন্দ মুসলিম তরুণদের আচরণে প্রকাশ পায়, যে বেহায়া মেজাজে মুসলিম নারীরা ঈদের বাজারে ঘুরে বেড়ায় তাতে কি এটা বোঝা যায় যে সে একমাস আল্লাহর বিধান পালন করতে পেরে খুশি হয়েছে? এটা কি অনুভব করা যায় যে সে সুপথে চলতে পারার আনন্দ প্রকাশ করছে? এটাও কি বোঝা যায় যে সে কুরআন নাযিলের মাসে কুরআনের সাথে পরিচিত হওয়ার খুশি প্রকাশ করছে? না! তবে আমাদের আনন্দ কাঙ্খিত সে আনন্দ থেকে যোজন যোজন মাইল দূরে যে আনন্দ প্রকাশের কথা আল্লাহ তাআলা বলেছেন। কুরআনের ইরশাদ: বলুন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায়; কাজেই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। এটি তারা যা জমা করেছে তার চেয়ে সেরা। (সূরা ইউনুস: ৫৮) আবূ সাঈদ খুদরী ও ইবনে আব্বাসসহ অনেক মুফাসসির বলেছেন যে, ‘ফদল’ অর্থ কুরআন; আর ‘রহমত’ অর্থ ইসলাম। [কুরতুবী] হায়! যদি আমাদের ঈদ আনন্দে কুরআনের আলোকে ইসলামের পথে চলার আনন্দ প্রকাশ পেতো! এ আনন্দ তো অনিঃশেষ। এটিই সর্বসেরা। বিপরীতে দুনিয়ার কোনো আনন্দ বিনোদনের স্থায়ী আবেদন নেই। দুনিয়ার হাসি তামাশা থেকে মুক্ত হতে না পারার কারণে হাদীসে রাসূলে ঘোষিত ‘রোজাদারের দুটি আনন্দ’ - এর একটি তো রোজার আনুষ্ঠানিকতা ভাঙার কারণে; তার বাঞ্ছিত রুপ আমরা দেখতে পাই না। তবে আখিরাতে আল্লাহর সাক্ষাতের আনন্দ কি ভাগ্যে জুটবে?

সামাজিক সৌন্দর্যের ইসলামী রুপ প্রকাশ এ ঈদের অনন্য টার্গেট। তাই সারা রমাদানে যারা নেক কাজে খরচের প্রতিযোগিতা করেছেন তাদের হাতেই অনন্য সুন্দরের প্রতীক ‘সাদাকাতুল ফিতর’ এর ভাগ তুলে আনা হয়েছে। উদ্দেশ্য, আজ গরীব অসহায় মানুষকে আনন্দে অংশগ্রহণ করানো। উপরে বর্ণিত আনন্দের মহা আয়োজনে আজ সবাই অংশিদার হবে এটাই ইসলামের চেতনা। সামর্থবান সবাই আজ দু'হাত খুলে দান করবে। বিপন্ন মানবতার দুঃখ ঘোচাতে দিনটিকে উৎসবে পরিণত করা হয়েছে। আত্মিয়তার সম্পর্ক উন্নয়ন, রক্তের বাঁধনকে সুদৃঢ় করণেও ঈদের ভূমিকা অনন্য। সামাজিক সকল বন্ধন ঈদের আয়োজনে নতুন রুপ লাভ করে। ইসলাম কাছে দূরের সবাইকে একই সূতার মজবুত বাঁধনে একীভূত করতে চায়। কতজন আজ ঈদের আনন্দের নামে মেতে থাকে কিন্তু মায়ের প্রতি সদাচার নেই। নেই আপন বোনের প্রতি ভালো ব্যবহার। অথচ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ বোন শাইমা বিনতে হারেস এর আগমনে কী না আনন্দিত হলেন। তার সাথে কুশল বিনিময় করলেন। তাকে একশত উট দিলেন। একটি সমাজকে উন্নত, আধুনিক আর সভ্য সমাজ বলা যায় না যে সমাজে ঈদের আয়োজন থাকবে কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন অটুট থাকবে না। কিন্তু আজ বৈষয়িক দ্বন্দ্বের নানা দিক আমাদের সে বাঁধনগুলোকে দিন দিন দুর্বল করে দিচ্ছে।

নতুন প্রজন্মের বৈধ বিনোদনের অনন্য স্মারক ঈদুল ফিতর। আমরা প্রায় সবাই এ ঘটনা জানি। ঈদের দিনে রাসূলুল্লাহর ঘরে ছোট মেয়েদের দফ বাজিয়ে গান পরিবেশনকে আবূ বকর রা. যখন ধমক দিয়ে থামিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন রাসূল বিপরীত উচ্চারণ করেছিলেন ‘হাযা ঈদুনা- এটা আমাদের ঈদ’ বলে। নতুন প্রজন্মকে সুন্দর ঐহিত্যে লালনের কী দারুন নমুনা! আমরা যদি সে মুবাহ খেলাধুলা, তাওহীদ রিসালাতের গান, এককথায় শরীয়ত সিদ্ধ সব আয়োজনে আমাদের ঈদকে সাজাতে

আত্মিয়তার সম্পর্ক উন্নয়ন, রক্তের বাঁধনকে সুদৃঢ় করণেও ঈদের ভূমিকা অনন্য। সামাজিক সকল বন্ধন ঈদের আয়োজনে নতুন রুপ লাভ করে। ইসলাম কাছে দূরের সবাইকে একই সূতার মজবুত বাঁধনে একীভূত করতে চায়। কতজন আজ ঈদের আনন্দের নামে মেতে থাকে কিন্তু মায়ের প্রতি সদাচার নেই। নেই আপন বোনের প্রতি ভালো ব্যবহার। অথচ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ বোন শাইমা বিনতে হারেস এর আগমনে কী না আনন্দিত হলেন। তার সাথে কুশল বিনিময় করলেন। তাকে একশত উট দিলেন। একটি সমাজকে উন্নত, আধুনিক আর সভ্য সমাজ বলা যায় না যে সমাজে ঈদের আয়োজন থাকবে কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন অটুট থাকবে না।

পারতাম! তবে কি আমাদের প্রজন্ম অশ্লীল নাটক, সিনেমা, ক্ষতিকর সব গেম আর কার্টুনের পেছনে পড়ে থাকতো? যদি আমাদের ঈদের যথার্থ সে সৌন্দর্য ফুটে উঠতো তবে আমরা ইবনু আব্বাস, হাসান, হুসাইন আর আনাস (রা) এর মতো প্রজন্ম খুঁজে পেতাম।

বৃহত্তর ঐক্যের নিদারুন প্রতীক এই ঈদ। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর যে সদস্যরা আল-কুরআনকে ই'তিসাম-মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরতে পারে না তারা কীভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে? জীবনের সর্বব্যাপী কুরআনের প্রভাব প্রতিষ্ঠায় যাদের ভাবনা খুবই দুর্বল তারা কীভাবে কুরআন বিরোধী সকল রীতি-নীতির বিরুদ্ধে একযোগে লড়বে? তাই তো আমরা দেখি যে ঈদ ঐক্যের বার্তা বিলায় ক্ষুদ্র স্বার্থ-দ্বন্দ্বে সে ঈদের কতো বড় বড় মাঠ ভেঙে খানখান হয়ে গেলো। কয়েকবছর আগে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদিতে একীভূত একটি ঈদগাহে নামাজ পড়ানোর জন্য আমন্ত্রিত হলাম। তৃতিয়বারে প্রবল বৃষ্টির কারণে একটি মসজিদে ঢুকতে হলো। সে মসজিদের ইমাম সাহেবের 'আমার হক'র চেতনা নিয়ে ৫০ মিনিটব্যাপী ঝগড়া শেষে কিছু লোক অতিথি ইমামের পিছনে নামাজ পড়লো না। একীভূত ঈদগাহ আবার ভেঙে গেলো। আমারও আর যাওয়া হলো না। যে উম্মাহর দায়িত্বশীলরা সামান্য স্বার্থচিন্তা থেকে বের হতে পারে না সে উম্মাহর কীভাবে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে উঠবে? এ যাবত আমাদের দেশেই ইসলাম ও মুসলমানের স্বার্থ রক্ষায় ঐক্যের কত আয়োজন ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠির স্বার্থের বলি হলো!

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন। মদীনাবাসী তখনও 'নওরোজ' ও 'মিহরাজান' নামক দু'দিনের উৎসব পালন করতো। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জাহিলিয়াতের এ আনন্দ উত্সব বদলানোর আদেশ হলো। মুসলিম উম্মাহ মানবতার তরে নিবেদিত দুটি ঈদের দিন পেলো। কোথায় আজ হারিয়ে গেলো জাহিলিয়াতকে বদলে ফেলার বর্জন করার চেতনা ? বরং আধুনিক জাহিলিয়াতের গড্ডালিকা প্রবাহে আত্ম-সমর্পণ করেই উম্মাহর অধিকাংশ লোকেরা সিয়াম আর ঈদ পালন করছে! এখানেই হাকীকত আর হালাতের বিস্তর ফারাক।

একটি ঈদের কথা ভাবুন। একটি জনগোষ্ঠি আপন ভূমি থেকে বিতাড়িত হলো। নতুন ভূমিতে মাত্র কদম রাখলো। পায়ের তলার মাটি শক্ত না হতেই যে আদর্শের ভিটে-বাড়ি ছাড়া হলো সে আদর্শ টিকানোর জন্যই রমাদান মাসেই অসম এক যুদ্ধে জড়ালো এবং তারা সে যুদ্ধে অভাবনীয় বিজয় লাভ করলো। এরপর তারা ঈদের আনন্দ উদযাপন করলো। ভাবতে পারেন সে আনন্দের অনুভূতিটা 'খাইরুল কুরুন'র সদস্যদের কেমন ছিলো!? মনে করতে পারেন ডুবতে বসা মুসলিম উম্মাহ কবে কত শত বছর আগে এমন একটি বিজয় পেয়েছে আর ঈদের আনন্দ উদযাপন করেছে? সেটা এখন প্রায় বিস্মৃত অতীত। তাই সোনালী অতীতের ঈদের হাকীকত আর আমাদের বহমান হালাতের মিল হবেই না!

কলেবর লম্বা করে আরো অনেক বেদনার ফিরিস্তি লম্বা করা যাবে। কিন্তু সমাধান হবে না। কারণ, আমাদের 'উসওয়াহ' রাসূল সল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়াসাল্লাম মদীনায় একটি স্বকীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেই ইবাদাতের এসব অনুষ্ঠানের দিকে নজর দিয়েছেন। একটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অধীনে ঈদের সৌন্দর্য আল্লাহর 'ইসলাম'কে বাদ দিয়ে মানব রচিত সমাজ ব্যবস্থার কাছে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তাই চেতনার কবি নজরুলের ঐতিহাসিক ও শক্তিশালী আবেদনময়ী দুটি লাইন দিয়ে সমাপ্তি টানতে হয়।

যতদিন না কায়েম হবে খোদার ধরায় তাঁরই দীন
কিসের আবার ঈদের খুশি এ অনুষ্ঠান অর্থহীন!

লেখক: আরবী প্রভাষক, তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, টঙ্গী

রক্তে রঞ্জিত বাঁশখালী এবং শ্রমিকের অধিকার

মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান

তৃতীয় বিশ্বের অধিকারহারা শ্রমিক সমাজের সদস্যদের অন্যতম প্রধান চাহিদা খাদ্য। পেট পুরে খাবার খাওয়ার পরে গভীর ঘুমে জীবন পেতে দিয়ে হারিয়ে যেতে চায় স্বপ্ন রাজ্যে, এ ঘুমের জন্য তার একটু আশ্রয় দরকার। অঙ্গ ঢাকার জন্য তার এক প্রস্থ কাপড় প্রয়োজন। জীবনে এর চেয়ে বাড়তি চাহিদার কথা তারা কল্পনার রাজ্যে স্থান দিতে পারে না। অপরের সুখ স্বপ্নে বিভোর হয়ে তারা কখনো পাগলা ঘোড়ার সওয়ারী হয় না। তারা খেতে চায় দুমুঠো ভাত, মাথার ওপর এক চিলতে ছাউনী আর চায় মোটা কাপড়ের আবরণ। জীবনের এ ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে তাদের শ্রমের ঘামে গড়ে ওঠে সভ্যতার প্রাসাদ। তাদের ঘামের পরিবর্তে কখনো কখনো অট্টালিকার মালিকেরা রক্ত নিতে বেশী পছন্দ করে। রক্তের ঘ্রাণে তারা ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার উষ্ণতা পায়। এ চিত্র আমরা দেখছি জনপদ থেকে জনপদে। কাগজে কলমে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। উন্নত দেশের কাতারে যাওয়ার জন্য ডিজিটের পাল্লার ওঠানামা করানো হচ্ছে, কিন্তু জীবন সংগ্রামে রক্ত হীম করা মানুষগুলোর জন্য কোনো মান উন্নয়নের ডিজিট নেই। জীবন মান উন্নয়নের সূচক দিয়ে কি করবে আজীবন সংগ্রামী মানুষগুলো? যারা প্রিয়জনের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য দিন রাত সমান করে পরিশ্রম করে যায়!

পুঁজিবাদ, সমাজবাদ কিংবা গোত্র-ভূমির জাতীয়তাবাদ অথবা এর বিপরীতে শ্রেণি সংগ্রামের চিত্তাকর্ষক শ্লোগাণ– এগুলো দরিদ্র শ্রমিকের রক্ত-ঘামের ওপর আভিজাত্যের নিশান ওড়াবার অস্ত্র বৈ কিছুই নয়। রানা প্লাজা, তাজরীন কিংবা বাঁশখালীর ঘটনায় এ বিষয় প্রমাণিত। শ্রমিকের জীবনের কোনো মূল্য নেই। শ্রমিকরা যেন উন্নয়ন আর সম্পদ অর্জনের ল্যাবরেটরীর গিনিপীগ। যেখানে তাদের জীবন কেড়ে নেয়া অথবা বাঁচিয়ে রাখা ভোগবাদী মানুষগুলোর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার। ১৭ এপ্রিল ২০২১- বাঁশখালীর মাটি রঞ্জিত হয়েছে একদল শ্রমিকের কলিজার ঘামে। পরদিন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এ সকল ছবি ছাপা হয়েছে। ছবিগুলোতে আমাদের সমাজের নির্মমতার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। কৈশোর পার করা এক শ্রমিকের লাশের ছবি। নিস্পাপ নিথর দেহে সভ্যতাগর্বী দুনিয়াকে উপহাস করে বলছে– আমাদের শ্রমের মূল্য তোমরা পরিশোধ করেছো বুলেটে-ব্যায়নেটে। পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিতে দেখো গেছে, সন্তানের মুখ দুই শীর্ণ হাতে আঁকড়ে ধরে আছেন মা। লাশের পাশে বসে মায়ের করুণ কান্নার ছবি। এর চেয়ে হৃদয়বিদারক চিত্র পৃথিবীতে আর কিছু আছে কী? ওদের জীবনের গল্পগুলো এভাবে শুরুর আগে শেষ হয়ে যায়। কোনো গল্পের সমাপ্তি শেষ সীমানার পৌছায় না। কষ্টের নোনাজলে ভরা অথচ এই গল্পের চরিত্র অন্য রকম হতে পারত। বেতনের দাবীতে আন্দোলন না করে বেতনের পয়সায় প্রিয়জনের জন্য কিছু কিনে তারা বাড়ি ফিরতে পারতো। না, ক্ষমতাদর্পী মানুষগুলোর গল্পের সে দৃশ্যপট অন্যভাবে রচনা করেছে।

বাঁশখালী কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রে পুলিশের গুলিতে নিহত শ্রমিকরা সবাই বয়সে কিশোর অথবা তরুণ। জীবন শুরু করতে না করতেই যাদের জীবনের মঞ্জিলপথ শেষ হয়ে গেল। পুলিশের গুলিতে নিহত এক কিশোরের ব্যাপারে জানতে পারলাম। সে একটি মাদরাসার দশম শ্রেণির ছাত্র। লকডাউন এবং করোনা পরিস্থিতিতে পরিবারের আর্থিক দৈন্যতা দেখা দেয়ায় সবেমাত্র চাকুরীতে যোগদান করেছে। তাঁর চাকুরীর বয়স তখনো এক মাস পেরোয়নি। দুমুঠো অন্য আর পরিবারের চরম অনটনের মাঝে একটু সস্থির নিঃশ্বাস নেয়ার বাসনায় সে লেখাপড়ার মাঝেও এ চাকুরীতে যোগদান করেছিলো। প্রখর রোদের মাঝে এক পসলা বৃষ্টির অপেক্ষমান ছিল সে। আহামরী কোনো চাহিদা তার জীবনে ছিলো না। সামান্য কটি টাকা বেতনে হয়তো একটু সস্তির সাথে দুবেলা

খেতে পারতো। হয়তো আশা ছিলো কঠোর পরিশ্রমে প্রাপ্ত বেতনে মায়ের জন্য একটি নতুন শাড়ি কিনে আনবে। আগামী ঈদে বেতনের সাথে বোনাস পেলে ছোট বোনের জন্য লাল টুকটুকে জামা কিনে আনবে। সব স্বপ্নগুলো সাথে করে নিয়ে কিশোর ছেলেটি চলে গেছে ওপারের ভুবনে। পরিবারের সদস্যদের জন্য রেখে গেছে একরাশ দুঃখ, বেদনা আর দুঃসহ যাতনার পঙক্তিমালা।

বাঁশখালী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যাপারে শুরু থেকেই ওখানকার অধীবাসীদের তুমুল আপত্তি ছিলো। স্থানীয় জনগণ এটি প্রতিষ্ঠার পূর্বে অনেক বিক্ষোভ এবং আন্দোলন করেছে। তারা সরকারের বিভিন্ন দফতরে স্বারকলিপি দিয়েছিলো। বিরোধীতার কিছু যৌক্তিক কারণও ছিলো। তখনও বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু করা নিয়ে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। বেশ কয়েকজন শ্রমিক নিহত হয়েছে। নিহতের ঘটনায় মামলা হলেও সে সকল মামলার আতুরঘরেই অপমৃত্যু ঘটেছে। আজব বিষয় হচ্ছে, মানুষ এবং মানবতার মর্যাদা টাকার অংকে পরিমাপ করা হয়। শ্রমিকরা সমাজের উচুদরের কোনো মানুষ নন। তারা সমাজপতি, শিল্পপতি কিংবা অতি ক্ষমতাধর কেউ নন। অস্ত্র আর অর্থের বলে সেই মৃত্যুর ঘটনাকে নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে আসে বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ। প্রচলিত সমাজ বাস্তবতায় এবং পুজিবাদী ব্যবস্থায় গরিবকে খুন করা অতি সহজ এবং খুব সস্তা। তাই কিছু টাকা, অস্ত্র, মাসলম্যানদের হুমকিতে খুন হওয়া মানুষগুলোর স্বজনদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। বিচারের বাণী তখন নিভৃতে কাঁদে। হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রহসনে পরিণত হয়। কিছুদিন পর মানুষ ভুলে যায় সকল ঘটনা। তাদের স্মৃতি হতে মুছে যায় দরিদ্র মানুষগুলোর জীবন দানের ঘটনা।

শ্রমিক আন্দোলন পৃথিবীর দেশে দেশে হয়। দাবী এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শ্রমিকরা জীবন দিয়ে দিয়েই পৃথিবীর অধিকারহারা মানুষগুলোর ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। শ্রমিক আন্দোলন কিংবা শ্রমিক আসন্তোষ নতুন কোনো ঘটনা নয়। অধিকারহারা মানুষগুলো খুব সহজে গুলির মুখে দাড়িয়ে যেতে পারে। শ্রম ঘন্টার ইতিহাস পৃথিবীর শ্রমিক আন্দোলনের অবিস্মরণীয় ঘটনা। মে দিবস পালনে সরকারী বেসরকারী সংস্থাসমূহ যে সকল নীতিবাক্য শোনায় তার কতটুকু বাস্তবায়িত আছে, তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। সারা মাস কঠোর পরিশ্রমের পর হঠাৎ শাটডাউন করে মালিক পক্ষ লাপাত্তা হয়ে যায়। অসহায় শ্রমিকরা বেতনের দাবীতে আন্দোলন করে। কেউ জীবন দেয়। কেউ আহত হয়। কেউবা লাঠিয়াল বাহিনীর দ্বারা গ্রেফতার হয়ে কারাগারে দিন গুজরান করে। বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলন পৃথিবীর সব দেশেই ঘটে। বাঁশখালীতেও শ্রমিকরা তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবীসহ আরো কিছু দাবীতে আন্দোলন করেছে। আন্দোলন ঠেকাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্ণধররা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা নিয়েছে। আন্দোলন ঠেকাতে পুলিশ সরাসরি গুলি করেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় শ্রমিক আন্দোলন মানেই তা প্রতিরোধের জন্য শৃঙ্খলা রক্ষার নামে সরাসরি শ্রমিকের বুকে গুলি করতে হবে। জনগনের ট্যাক্সের টাকায় কেনা গুলি বার বার শুধু জনগণের বুককে এফোর ওফোর করছে। । আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গুলি করে মেরে ফেলবে এটাই কি সমাধান ? শ্রমিক হত্যার মতো ঘটনা কেন বার বার ঘটছে? এ প্রশ্নের জবাব উদঘাটন ও বিশ্লেষন করা অতি জরুরী।

বাঁশখালীতেও শ্রমিকরা তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবীসহ আরো কিছু দাবীতে আন্দোলন করেছে। আন্দোলন ঠেকাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্ণধররা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা নিয়েছে। আন্দোলন ঠেকাতে পুলিশ সরাসরি গুলি করেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় শ্রমিক আন্দোলন মানেই তা প্রতিরোধের জন্য শৃঙ্খলা রক্ষার নামে সরাসরি শ্রমিকের বুকে গুলি করতে হবে। জনগনের ট্যাক্সের টাকায় কেনা গুলি বার বার শুধু জনগণের বুককে এফোর ওফোর করছে।। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গুলি করে মেরে ফেলবে এটাই কি সমাধান ? শ্রমিক হত্যার মতো ঘটনা কেন বার বার ঘটছে? এ প্রশ্নের জবাব উদঘাটন ও বিশ্লেষন করা অতি জরুরী।

সাধারণত দেখা যায় পৃথিবীর কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো জনগণের যে কোনো যৌক্তিক দাবী-দাওয়ার আন্দোলনকেও তাদের ক্ষমতার জন্য ক্ষতিকর মনে করে। আমরা এ দৃশ্য দেখেছি স্কুলের কোমলমতি শিশুদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন দমনের ক্ষেত্রে। কোমলমতি শিশুরা সরকার পতনের কোনো আন্দোলন করেনি। এমন উচ্চাভিলাষ তাদের ছিলোও না। কৃষি উপকরণের মূল্য কমানোর আন্দোলনকেও সরকার পতনের আন্দোলন ভাবে। সাধারণ ছাত্রদের কোটাবিরোধী আন্দোলন কিংবা চাকুরীর বয়স সীমা বৃদ্ধির আন্দোলনকেও তাই আমরা নির্মমভবে দমন করতে দেখেছি। কর্তৃত্ববাদী সরকার ব্যবস্থায় একটি ভয় এবং আতংকের পরিবেশে বিরাজ করে সব সময়। এই ভয় উভয় দিকেই সমানভাবে কার্যকর থাকে। জনগন আতংক এবং ভয়ের মাঝে বসবাস করে সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলার কারণে কখন তাকে রাস্ট্র বিরোধী মনে করা হয়। সরকার ভয় ও আতংকের মাঝে থাকে কখন কে সরকার পতনের আন্দোলন করে কিংবা ষড়যন্ত্র করে! উভয় সংকটে এক ভীতিকর পরিবেশ সব সময় বিরাজমান থাকে। বাঁশখালীর ঘটনা এর ব্যতিক্রম কোনোভাবেই নয়। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা কতটুকু শ্রমিক বান্ধব? এ প্রশ্ন আজ মোটা দাগে

সমানে এসে দাড়ায়। বস্ত্র ও সুতাকলগুলো অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। করোনা মহাসংকটের মাঝে পাটকলগুলোও লে-অফ ঘোষণা করা হয়েছে। বেসরকারী খাতে অনেক শিল্প কারখানা গড়ে উঠলেও তা শ্রমবান্ধব নয়। প্রায়শই এ সকল কারখানার শ্রমিকদের অধিকার ও দাবী নিয়েই রাজপথে নেমে আসতে হয়। বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় বকেয়া বেতনের দাবীতে আন্দোলন নিত্য নৈমত্তিক ঘটনায় রূপ নিয়েছে। শ্রমিকদের দেখভাল করার জন্য শ্রম অধিদপ্তরের যে ভুমিকা থাকার কথা তা সচরাচর চোখে পড়ে না। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনগুলোকেও কিছু ব্যতিক্রম বাদে নির্লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। বাঁশখালীর ঘটনায় বড় বড় শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রতিবাদ তেমন জোরালো ছিলো না। করোনাকালীন লকডাউনকে এ জন্য দায়ী করা হলেও এটিই যে প্রধান কারণ নয় তা বোঝা যায়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কড়া নজরদারী এবং দমন পীড়নকে এখন অনেকেই ভয় পায়। জোরালো কোনো আন্দোলনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে তারা ভয় এবং আতংকের মাঝে থাকে। আর যদিওবা কোথাও কোনো দাবী দাওয়ার আন্দোলন গড়ে ওঠে, আইন শৃঙ্খলা সদস্যরাও সম্ভবত জানেন আন্দোলন কিভাবে ঠেকাতে হবে। তারা স্মল আর্মস ব্যবহারের পরিবর্তে এখণ ভারী অস্ত্র ব্যবহার করতে কেন জানি বেশী পছন্দ করছে। যে কোনো দাবী দাওয়ার আন্দোলনকে সরকার পতনের লেবেল এটে তাকে দমন করা কোনো সুষ্ঠু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার জন্য কল্যাণকর নয়। এই ভয়াল সংস্কৃতি হতে উত্তরণের জন্য কার্যকর গবেষণা অতি জরুরী।

শ্রমিকদের জীবনমান, তাদের অধিকার, মর্যাদা কিংবা সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকারের প্রশ্নে কোনো সরকারের ক্ষমতায় থাকা না থাকার বিষয়টি সব সময় সামনে নিয়ে আসলে শ্রমিক সমস্যার সমাধান হবে না। সরকার যে কোনো শ্রমিক আন্দোলনকে তাদের ক্ষমতার জন্য প্রতিপক্ষ ভাবলে শ্রমিকরা কখনো তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। শ্রমিকদের যে কোনো দাবী দাওয়ার সাথে সরকার এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা জড়িত- একথা অস্বীকার করছি না। তবে শ্রমিকদের যে কোনো আন্দোলনকে ইদানিংকালে সরকার পতনের লেবেল এটে তা দমনের প্রক্রিয়া কোনাভাবেই কাম্য হতে পারে না। সরাসরি সরকারবিরোধী আন্দোলন নয়, স্রেফ বেতন ভাতার আন্দোলন কিংবা শ্রমিকদের অন্য কোনো ন্যায্য দাবীর আন্দোলনকে এভাবে কঠোরভাবে দমনের মাজেজা কী? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সামনে এসে দাঁড়ায়।বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলো অতি মাত্রায় প্রশ্নবিদ্ধ। প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনী ব্যবস্থার বৈতরণী পার হওয়া সরকার তাই যে কোনো আন্দোলনকে নিজেদের জন্য ভয়ংকর মনে করতে পারে। এ সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা অতি জরুরী।

বাঁশখালীর ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, একটি নির্মোহ দাবীর আন্দোলনকে কি নির্মমভাবে দমন করা হয়। সন্তান-স্বামীহারা পরিবারগুলো তাদের স্বজনদের আর ফিরে পাবে না। আহত এখনো অনেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কিংবা এর বাইরে থাকা অনেক শ্রমিক কারাগারে। নির্মমমতার বলি যে শ্রমিকরা, তাদের রক্ত ঘামেই বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। বিদ্যুতের ঝলকে উন্নয়নের চাকা সামনে এগুবে। সভ্যতার বাতিগুলো মানুষের চোখ ধাধিয়ে দিবে। উন্নয়নের নিত্য নতুন শ্লোগান জনগন শুনবে। কিন্তু বুলেটের আঘাতে জীবন দেয়া শ্রমিকদের পরিবারগুলো তিন লাখ টাকার বিনিময়ে শান্ত থাকবে– এটাই নিয়তি। শ্রমিক নির্যাতনের এ ধারা বন্ধে শুধু শ্রমিক সংগঠন নয়, আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, সুশীল সমাজসহ সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। শ্রমিকের ঘাম আর পরিশ্রমে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে এবং আগামী দিনে নিত্য নতুন যে সভ্যতার বুনিয়াদ রচিত হবে শ্রমিকরে হাতের স্পর্শ ব্যতীত তা কখনো সম্ভব নয়। এ জাজ্জল্যমান সত্য সকলকে বোঝার ও ধারণ করার বাসনায়...... সুন্দর আগামীর প্রত্যাশা করছি।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

লেখা আহবান

ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, শুভাকাঙ্খী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার জন্য শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইতিহাস, সমসাময়িক বিষয়, স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং বিভিন্ন ট্রেড/পেশাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ন লেখা আহবান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল: ০১৪০৩৯০৯১৮৯, ০১৮২২০৯৩০৫২

E-mail: sramikbarta2017@gmail.com

করোনা পরিস্থিতি ও পরিবহন শ্রমিক

কবির আহমদ

১মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস শ্রমজীবি মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য শ্রমিকদের আত্মত্যাগের এই দিনকে সারাবিশ্বে মে দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় মালিক শ্রমিক নির্বিশেষ মুজিব বর্ষে গড়বো দেশ।

এবারের করোনা পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবহন শ্রমিকেরা। একমাস ধরে যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ। এই খাতে কাজ করেন লাইসেন্স প্রাপ্ত ৭০ লক্ষ শ্রমিকের বাইরে আরো ২৫ লক্ষ শ্রমিক পরিবহন সেক্টরে কাজে নিয়োজিত। এই বিরাট সংখ্যক শ্রমিকদের ব্যাপারে সরকারী বা বেসরকারীভাবে কোনো উদ্যোগ এই পর্যন্ত তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। মালিকেরা লকডাউনের কথা বলে পরিবহন শ্রমিকদের কাজ ও মজুরী দুটি বন্ধ করে দিয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকরা কম বেশি মজুরী পেয়ে থাকে। তাই পরিবহন শ্রমিকদের জন্য এগিয়ে আসার কাউকে পাওয়া যায়নি।

শ্রমিক কল্যাণ ট্রাষ্টে কোটি কোটি টাকা জমা আছে। সেখান থেকে এই যাবতকালে কোনো টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। পরিবহন শ্রমিকদের দুর্দশার কথা বিবেচনা করে কল্যান ট্রাষ্ট থেকে প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য প্রনোদনা ভাতা চালু করা প্রয়োজন। পরিবহন মালিকেরা বলবেন গাড়ি চলে নাই। কাজ বন্ধ কথা ঠিক। তারপরও যে শ্রমিকেরা সারা বৎসর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আপনার গাড়িটি চালিয়ে আপনার রোজগারের ব্যবস্থা করে, তাদের ব্যাপারে আপনাকে ভাবতে হবে। তাই মালিকদের উচিৎ কমপক্ষে অর্ধেক বেতন হলেও পরিবহন শ্রমিকদেরকে দেওয়া।

পরিবহন শ্রমিক খায়ের আহমদের সাথে কথা বলে জানা গেল যখনি লকডাউন হয় তখনি তাদের বেতন বন্ধ থাকে এবং চাকুরী হারানোর ভয় থাকে। মালিকেরা কথায় কথায় চাকুরিচ্যুত করার হুমকি দেয়। আরেক পরিবহন শ্রমিক আব্দুল্লাহ গত বৎসর ২০২০ সালের লকডাউনে মালিক তাকে চাকুরী থেকে বাদ দিয়ে দেয়। তার সাথে দেখা সে রাস্তায় তরকারি বিক্রয় করছে। আমাকে দেখে লজ্জা পেয়ে গেল। আমি তাকে অভয় দিয়ে বললাম লজ্জা কিসের কাজেই তো করছো। কোন খারাপ কিছুতো নয়। তাই আমার প্রয়োজন না থাকলেও তার কাছ থেকে কিছু তরকারি কিনলাম। আব্দুল্লাহ বললো ভাই কষ্টে আছি বাড়িতে বৃদ্ধ মা-বাবা, সন্তান ও বউ আছে। আমাকে ঢাকায় চলতে হয়। তাই নিরুপায় হয়ে এই কাজ করতেছি। আপনি তো স্যার আপনার ড্রাইভারকে বেতন দিয়ে যাচ্ছেন। আমার মালিকতো আমাকে বিদায় করে দিয়েছে। কয়েকদিন পর আব্দুল্লাহর সাথে আবার আমার দেখা। সে রিকশা চালাচ্ছে, আগের থেকে আরো বেশি লজ্জা পেল আমাকে দেখে। এইরকম অসংখ্য পরিবহন শ্রমিকের দুর্দশার কথা প্রতিনিয়ত দেখছি ও শুনছি। এই ব্যাপারে দেশের সরকার বিত্তবান ব্যক্তি ও মালিক পক্ষ ও পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ ট্রাষ্টকে ভাবতে হবে। এই অসহায় পরিবহন শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে হবে তাদের খেয়ে পরে বেচে থাকার মতো ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে পরিবহন শ্রমিকেরা অসহ্য যন্ত্রনা সইতে না পারলে তারা এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় ধাবিত হতে বাধ্য হবে। তখন কিন্তু বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সচিব থেকে শুরু করে সকল আমলা ও বিত্তশালীরা বিপদে পড়ে যাবেন। তাদের গাড়ি থাকবে চালক থাকবেনা।

বাংলাদেশের রপ্তানী বানিজ্য থেকে শুরু করে সকল উন্নয়নের চাকা ঘুরাতে পরিবহন শ্রমিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই তাদের সাহায্যার্থে সরকার, মালিক পক্ষ ও বিত্তবানদেরকে এগিয়ে আসার উদাত্ব আহবান জানাচ্ছি। এছাড়াও পরিবহন শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত কল্পে কথায় কথায় ট্রাফিক মামলা ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে। পরিবহন শ্রমিকদেরকেও সমাজের আট দশজন মানুষের মতো বেঁচে থাকার অধিকার দিতে হবে। পরিবহন শ্রমিকদের কাজের মর্যাদা ও সম্মান নিশ্চিত করে তাদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অবসর ভাতা চালু ও রেশনিং পদ্ধতি চালু করতে হবে। বাস্তব এবং চিরন্তন সত্য কথা হলো মানুষের তৈরী করা কোন মতবাদ কোন দফারফা শ্রমিকদের কল্যাণ ও মুক্তি দিতে পারেনা। শ্রমিকদের মুক্তি একমাত্র গ্যারান্টি হচ্ছে ইসলাম শুধু ইসলাম। তাই তো শ্রমিকদেরকে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে বসিয়েছিলো ইসলাম। আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে রাসূল (সাঃ) এর রাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রী ছিলেন হযরত বিলাল (রাঃ)। তিনি একজন কৃতদাস শ্রমিক ছিলেন। মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন রাসূল (সা) আর সেনাবাহিনী প্রধান ছিলেন শ্রমিক নেতা হযরত যায়িদ বিন হারিস (রা)। তাই প্রিয় শ্রমিক ভাইদের প্রতি উদাত্ত আহবান আসুন নেতার পিছনে না ঘুরে আল্লাহর খাঁটি গোলাম হওয়ার চেষ্টা করুন। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হোন। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কাজ করছে। তাই আসুন প্রিয় শ্রমিক ভাইয়েরা বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনে দলে দলে যোগদিন।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ও সভাপতি, বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন

১মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে শ্রমজীবী ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের আহবান

প্রিয় শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

১মে মহান ‘মে দিবস’ বা “আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস”। বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের কাছে এ দিনটি যেমন খুবই তাৎপর্যময় তেমনি অনেক বেশী আবেগ ও প্রেরণার। আজ থেকে ১৩৫ বছর আগে ১৮৮৬ সালের ৪ মে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের সামনে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় শ্রমজীবী মানুষের বিজয়ের ধারা। সেই ধারাবাহিকতায় শ্রমজীবী মানুষ তাদের কাজের প্রাথমিক স্বীকৃতি পেয়েছে। ১মে এক দিনের আন্দোলনের ফসল নয় বরং দীর্ঘ সময় ধরে দাবী আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে কিছুটা প্রাপ্তি এবং স্বীকৃতি অর্জিত হয়েছে। শ্রমিকদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজ করার দাবী অফিসিয়াল স্বীকৃতি পায়। ১৮৮৯ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শ্রমিক নেতাদের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ১মে “আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস” হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের এ গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণ করে ১৮৯০ সাল থেকে প্রতি বছর ১মে বিশ্বব্যাপী পালন হয়ে আসছে ‘মে দিবস’ বা “আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস”। তাই ঐতিহাসিক ‘মে দিবস’ বা “আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস” শ্রমিকের মর্যাদা রক্ষার দিন। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং আইএলও কর্তৃক প্রণীত নীতিমালায় স্বাক্ষরকারী দেশ। এ দেশে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত কোটি। শ্রমিক দিবসের প্রেরণা থেকে বাংলাদেশ মোটেও পিছিয়ে নেই। রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলো বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে আনন্দঘন পরিবেশে দিবসটি উদযাপন করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন “আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ২০২১” যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে সপ্তাহ ব্যাপী (১-৭ মে) বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করতে যাচ্ছে।

অধিকারহারা শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা

প্রতি বছর ‘মে দিবস’ উদযাপনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা একদিকে যেমন তাদের অধিকার আদায়ের রক্তাক্ত ইতিহাসকে স্মরণ করে তেমনি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায়ের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। আত্মত্যাগকারী শ্রমিকদের স্বপ্ন ছিল শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে এবং সামাজিক মর্যাদা ও অত্মসম্মানের সাথে পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকবে। কিন্তু আজও শ্রমিকদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়নি। বাংলাদেশের শ্রমিকদের দিকে তাকালে আমরা আজও দেখতে পাই মালিক শ্রেণীর শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন-নিষ্পেষণের বলি হয়ে অসহায়-মেহনতি শ্রমিকদেরকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় বার শতাধিক নিরীহ শ্রমিকের করুণ মৃত্যু, হাজার হাজার শ্রমিক আহত ও পঙ্গুত্ব বরণের লোমহর্ষক দৃশ্য পুরো বিশ্ববাসীকে শোকাহত করে। ২০১২ সালে আশুলিয়ায় তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেডের গার্মেন্টস কারখানায় আগুন লেগে ১১১ জন শ্রমিকের পুড়ে মরা এবং শত শত শ্রমিক আহত হওয়া, ২০১০ সালে হামিম গার্মেন্টসসহ তিনটি গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিকের প্রাণ হারানোরমত অসংখ্য দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হচ্ছে মালিক শ্রেণীর গাফলতি। এসব দুর্ঘটনায় যেসব শ্রমিক মারা যায় বা পঙ্গুত্ব বরণ করে তাদের পরিবারের রুটি-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদেরকে মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়। আজকের এই উচ্চ দ্রব্যমূল্যের বাজারে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য মজুরি পাচ্ছে না। যেখানে শ্রমিক আন্দোলন হয়েছিল ৮ ঘন্টা কর্ম দিবসের জন্য। সেখানে বাংলাদেশের মিল-কারখানা ও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে এখনও ৮ ঘন্টার পরিবর্তে ১২ ঘন্টা কাজ করানো হচ্ছে। আজকে শ্রমিকদের কোনো নিরাপত্তা নেই। শ্রমিকেরা মৃত্যুর ঝুঁকি মাথায় নিয়ে পেটের দায়ে কাজ করে যাচ্ছে। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বেতন বকেয়া রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে চায় বিধায় মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা যায়। আমাদের দেশে শ্রমিকদের বড় একটি অংশ নারী ও শিশু। নারী শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন ছুটি ও শিশু যত্নাগারসহ নানা সুবিধার কথা শ্রম আইনে থাকলেও অধিকাংশ মালিক তা দিতে চায় না। ফলে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করেও তারা মানবেতর জীবনযাপন করছে। আবার অনেকের জীবন ঝুঁকির মধ্যেও পড়ে যাচ্ছে। মারাও যাচ্ছে অনেক শ্রমিক। বাংলাদেশের শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে বেড়ে উঠতে পারছে না। শিক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা হচ্ছে বঞ্চিত। এসব শিশু স্নেহ-ভালোবাসার অভাবে এক সময় অপরাধ জগতে পা বাড়ায়।

সংগ্রামী শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা

একজন মানুষের জীবনধারণের জন্য মৌলিক প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। এসব একজন শ্রমিকের প্রাপ্য অধিকার। আর এটাই হচ্ছে শ্রমিকের প্রকৃত মর্যাদা। একুশ শতকে এসে শ্রমিকরা কতটুকু মর্যাদা বা অধিকার ভোগ করছে? বর্তমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে। কারণ শ্রমিকরা এ দেশের সম্পদ। তারাই দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে। শ্রমিকদেরকে অবহেলার চোখে দেখার কোনো সুযোগ নেই। তাদের সামাজিক মর্যাদা ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। মহান মে দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

অনুধাবন করতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে আমরা শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকারের কথা বলি কিন্তু বাস্তবে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে শাসক ও মালিক পক্ষ আদৌ আন্তরিক হতে পারেনি। যদিও যান্ত্রিক বিপ্লবের কারণে শ্রমজীবী মানুষের কাজের পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু পরিবর্তন আসেনি শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে। তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অধিকার অদ্যাবধি অধরাই থেকে গেল। শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা তাদের কিছু অধিকার অর্জন করলেও সকল দিক থকে শ্রমিকরা তাদের অধিকার পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি। মে দিবস ঘটা করে পালন হলেও শ্রমিকরা আজও অবহেলা-অবজ্ঞা, নির্যাতন, নিপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার।

সম্মানিত শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা

আধুনিক বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা শ্রমিকের প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদা বুঝিয়ে দিতে পারেনি। তথাকথিত শ্রমিকনেতারা মুখেমুখে শ্রমিক অধিকারের কথা বললেও বাস্তবে শ্রমিকদের পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল ও ব্যক্তিগত অর্থ বৈভবের মালিক হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মেহনতি শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত হচ্ছে। ভ্রান্ত এই শ্রমনীতি মালিক ও শ্রমিককে শত্রুতে পরিণত করেছে। শ্রমিকের অধিকার, কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ, সঠিক কর্মঘন্টা ও সর্বোপরি ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদানের দাবী আজও বাস্তবায়িত হয়নি। অন্যদিকে ইসলামী শ্রমনীতিতে শ্রমজীবী মানুষের সঠিক মর্যাদা ও অধিকার সু-স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) তার জীবদ্দশায় দুনিয়াবাসীর সামনে এক চির শাশ্বত অনুপম শ্রমনীতি উপস্থাপন ও বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, "শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বে তাদের প্রাপ্য মজুরী দিয়ে দাও।" তিনি অন্যত্র বলেছেন, "শ্রমিককে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ দিবেনা, দিলে তাকে সে কাজে সহযোগিতা করো।" শ্রমিক ও মালিক দু'জনেই সমান মর্যাদার অধিকারী। তাই তিনি আরো বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা যে ভাইকে তোমার অধীন করে দিয়েছেন তাকে তা-ই খেতে দাও, যা তুমি খাও। তাকে তা-ই পরিধান করতে দাও, যা তুমি পরিধান করো।" শ্রমজীবী মানুষের প্রতি এই ইনসাফপূর্ণ নীতি শুধু সেই সময়ের জন্য নয় বরং কেয়ামত পর্যন্ত এক অনুকরণীয় আদর্শ। যে অধিকারের জন্য শ্রমিকেরা শিকাগোর রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল সেই অধিকার থেকে আজও তারা বঞ্চিত। ইসলামী শ্রমনীতি কেবল এই অসহায় মেহেনতি মানুষের মুক্তি দিতে পারে। পৃথিবীর সভ্যতা সচল রাখতে শ্রম অবধারিত। ঠিক তেমনিভাবে এই শ্রমের প্রকৃত মূল্যায়ন কেবল ইসলাম প্রদত্ত শ্রমনীতিতে রয়েছে। সুতরাং মালিক শ্রমিক সম্পর্ক সেদিনই সু-সম্পর্কে রূপ নিবে যখন ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন হবে। আর এই সু-সম্পর্কের বদৌলতে আমাদের দেশের উৎপাদনশীলতা যেমনি বৃদ্ধি পাবে ঠিক তেমনি প্রত্যেক শ্রমিক তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পাওয়ার সাথে সাথে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও অনাবিল জীবনের নিশ্চয়তা পাবে। তাই ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের নিমিত্তে রাষ্ট্রক্ষমতায় সৎ, যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের আনয়নের আন্দোলনে আমাদের জোর প্রচেষ্টা চালানো সময়ের দাবী।

আসুন ২০২১ সালের আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করি এবং বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলি-

১. ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে দেশের শ্রমনীতি ঢেলে সাজাতে হবে।
২. সকল বন্ধ কল-কারখানা চালু করতে হবে।
৩. বন্ধকৃত পাটকল সমূহ অবিলম্বে চালু করতে হবে।
৪. শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে।
৫. জাতীয়ভাবে ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
৬. গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৬ হাজার টাকা চালু করতে হবে।
৭. ছাটাইকৃত গার্মেন্টস শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণসহ পুনঃ নিয়োগ দিতে হবে।
৮. শ্রমজীবী মানুষের জন্য বাসস্থান, রেশনিং, চিকিৎসা ও তাদের সন্তানদের বিনামূল্যে শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
৯. কল-কারখানায় ঝুঁকিমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
১০. নারী শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন ছুটি ও ভাতা প্রদানসহ সন্তানদের জন্য শিশু যত্নাগার স্থাপন করতে হবে।
১১. নারী ও পুরুষের বেতন-ভাতার সমতা বিধান করার পাশাপাশি কল-কারখানায় নারী শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
১২. কর্মস্থলে আহত ও নিহত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরন নিশ্চিত করতে হবে।
১৩. পরিবহন সেক্টরে চাঁদাবাজি বন্ধসহ পরিবহন শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান এবং সরকারিভাবে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
১৪. সার, বীজ, কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণের মূল্য কমানো এবং উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে।
১৫. শ্রমিকদের ন্যায় বিচার ত্বরান্বিত করার স্বার্থে শ্রমঘন এলাকায় শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
১৬. শ্রমিকদের পেশাগত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
১৭. শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মুনাফায় শ্রমিকদের অংশ প্রদান করতে হবে।
১৮. শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে।
১৯. হকারদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে হলি-ডে মার্কেট চালু করতে হবে।
২০. আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন করে সকল পেশায় অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
২১. ঢাকাসহ বিভাগীয় শহর সমূহে রিক্শা চলাচলের জন্য আলাদা লেনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সম্মানিত শ্রমিক ভাই ও বোনেরা

ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ১৯৬৮ সালের ২৩ মে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর 'বা.জা.ফে-০৮'। এই ফেডারেশন অর্ধ শতাব্দীর বেশী সময় ধরে এ দেশে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করছে। বহু চড়াই উতরাই পেরিয়ে ফেডারেশন আজও হাটি-হাটি পা-পা করে ইসলামী শ্রমনীতির পতাকা বুকে ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। মূলত শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমিক ময়দানে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় যেখানে শ্রমিক মালিক সবার অধিকার সংরক্ষিত থাকবে এবং চাওয়ার আগে প্রত্যেকের অধিকার আদায় করে দিতে সবাই সচেষ্ট থাকবে। এতে উভয়ের মধ্যে সু-সম্পর্ক বিরাজ করবে। কাজেই শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষ যদি ইসলাম প্রদর্শিত নীতিমালা অনুসরণ করে; তাহলে একদিকে শ্রমিকদেরকে দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে হবে না অন্যদিকে মালিকরা শ্রমিকদের শোষণ করার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসবে। এজন্য শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সম্মিলিতভাবে ইসলামী শ্রমনীতি অনুসরণের বিকল্প নেই।

আসুন, শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আমরা ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শামিল হই এবং মেহনতি মানুষের আর্তনাদ ও আর্তচিৎকার বন্ধ করে তাদের মুখে হাসি ফোটাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বা.জা.ফে-০৮

www.sramikkalyan.org

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ২০২১ উদযাপন

ঢাকা মহানগরীর উত্তরের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি

চট্টগ্রাম মহানগরীর আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন
ফেডারেশনের মহানগরী উপদেষ্টা সাবেক এমপি শাহজাহান চৌধুরী

খুলনা মহানগরীর মহিলা শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ
করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম

ঢাকা জেলা দক্ষিণ আশুলিয়া থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী
বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মনসুর রহমান

ময়মনসিংহ মহানগরীর মহিলা শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

রাজশাহী মহানগরীর মহিলা শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

রংপুর মহানগরীর আলোচনা সভা ও শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

নারায়নগঞ্জ জেলার র‍্যালি ও সমাবেশ

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ২০২১ উদযাপন

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ আয়োজিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলাম

ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি

ময়মনসিংহ মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে করোনা সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

বরিশাল মহানগরীর আলোচনা সভা

সিলেট জেলা দক্ষিণের শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

ফরিদপুর জেলার আলোচনা সভা

খুলনা জেলা উত্তরের ইফতার, ফুডব্যাগ ও ঈদ উপহার বিতরণ

মাদারীপুর জেলার খাদ্য সামগ্রী ও সেলাই মেশিন বিতরণ

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ২০২১ উদযাপন

ঢাকা মহানগরী হিউম্যান হলার শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি

খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করছেন ফেডারেশনের মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের গার্মেন্টস সেক্টরের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

কুমিল্লা জেলা উত্তরের দেবিদ্বার উপজেলার আলোচনা সভা ও শ্রমিক সমাবেশ

নেত্রকোনা জেলার আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

কুষ্টিয়া জেলার আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

কক্সবাজার শহর আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

নোয়াখালী শহর আয়োজিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ২০২১ উদযাপন

সিলেট মহানগরী আয়োজিত আলোচনা সভা ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা ফখরুল ইসলাম

গোদাগাড়ী উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ

হিজলা উপজেলা জেলে শ্রমিক ইউনিয়নের র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ

ময়মনসিংহ মহানগরী সদর উপজেলা ইট-ভাটা শ্রমিক ইউনিয়নের শ্রমিক সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল

তানোর উপজেলা রিকশা ও ভ্যান চালক ইউনিয়নের র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ

মুক্তাগাছা উপজেলা রিকশা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ

লক্ষীপুর সদর উপজেলা দোকান শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

নওগাঁ জেলা পূর্বের উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ২০২১ উদযাপন

খাগড়াছড়ি জেলার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ

গুরুদাসপুর উপজেলা রিকশা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ

টেকনাফ উপজেলার আলোচনা সভা ও শ্রমিক সমাবেশ

কচুয়া উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের আলোচনা সভা

কানাইঘাট উপজেলার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

বি-বাড়িয়া জেলার নবীনগর পৌরসভার আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

নরসিংদী শহর আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ২০২১ উদযাপন

কুমিল্লা মহানগরী হিউম্যান হলার শ্রমিক ইউনিয়নের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

মোটেক্স গার্মেন্টস কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা

ঢাকা জেলা দক্ষিণের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

ঢাকা জেলা দক্ষিণের গার্মেন্টস সেক্টরের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

গাজীপুর মহানগরী গার্মেন্টস সেক্টরের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌরসভার উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

রাজৈর উপজেলা রিকশা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ২০২১ উদযাপন

রাজশাহী মহানগরীর কাশিয়াডাঙ্গা থানার আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

সিলেট মহনগরী স্যানেটারী ও টাইলস শ্রমিক ইউনিয়নের
আলোচনা সভা ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

বগুড়া জেলা কাঠশিল্প শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা

ফরিদপুর জেলা ম্যাক্সি ও হিউম্যান হলার শ্রমিক ইউনিয়নের
আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার শ্রমিক সমাবেশ

লোহাগাড়া উপজেলা রিকশা চালক শ্রমিক ইউনিয়নের র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ

নলভাঙ্গা কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ

টেরিবাজার দর্জি শ্রমিক সমিতির আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ২০২১ উদযাপন

চট্টগ্রাম মহানগরী চান্দগাঁও থানার আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

চট্টগ্রাম জেলা উত্তর রাউজান উপজেলার আলোচনা সভা ও
শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

বাগেরহাট জেলার আলোচনা সভা

নাটোর জেলার শশীভূষণ থানার আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

যশোর সদর উপজেলা পেইন্টার শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা

ঢাকা অটোট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা

মাধবপুর উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার আলোচনা সভা

সংবাদ

পবিত্র মাহে রমাদান যথাযথ মর্যাদায় পালনের জন্য দেশবাসীর প্রতি শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের আহবান

মাহে রমাদান আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাস

-আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন, একটি বছর পেরিয়ে আবারও মাহে রমাদান আমাদের নিকট সমাগত। মাহে রমাদান মুসলমান তথা বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এক বড় নিয়ামত। রমাদান মাসে বিশ্ববাসীর হেদায়েতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। আল কুরআন হচ্ছে সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী, মানুষের সমগ্র জীবনের পথ নির্দেশিকা। সুতরাং বছরের অন্য মাস গুলোর তুলনায় রমাদান মাস আল্লাহর কাছে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দার হেদায়েতের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধি, খোদাভীতি এবং তার নৈকট্য অর্জনের জন্য রমদান মাসকে সুস্পষ্টভাবে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

তিনি গত ১২ এপ্রিল বুধবার পবিত্র মাহে রমাদান যথাযথ মর্যাদায় পালনের জন্য দেশবাসীর প্রতি শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আহবান জানিয়ে এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন।

শামসুল ইসলাম বলেন, মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র কিভাবে পরিচালিত হবে সে পথ নির্দেশিকা হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার বান্দাদের জন্য মহাগ্রন্থ আল কুরআন প্রেরণ করেছেন। তাই রমাদান মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। রমাদান মাস জীবনের সর্বস্তরে পরিমিতিবোধ, ধৈর্য ও সংযমের শিক্ষা দেয়। দুনিয়াবী ভোগবিলাস, হিংসা-বিদ্বেষ, উচ্ছৃঙ্খলতা ও সংঘাত পরিহার করে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহবান জানায় মাহে রমাদান। অতীতের গুনাহ খাতা ধুয়ে মুছে আল্লাহর অনুকম্পা ও ক্ষমা লাভের মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ পাওয়া যায় এই পবিত্র মাসে। সুতরাং প্রতিটি মুসলিমের উচিত এই মহাসুযোগ কাজে লাগিয়ে আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হওয়ার দৌড়ে অগ্রগামী হওয়া। রমাদান মাসে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) শ্রমিকের কর্ম ঘন্টা হ্রাস করে দেওয়ার কথা বলেছেন। মেহেনতি শ্রমিকেরা যেন পবিত্র এই মাসে নিজেদেরকে আল্লাহর দরবারে সপে দিতে পারে সেই জন্য তিনি রাসূল (সাঃ) ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য মালিক পক্ষের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। শ্রমিকের বকেয়া বেতন পরিশোধ ও ইফতার সেহেরীর জন্য বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খুশি হবেন। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে, ওই রোজাদারের সওয়াবের সমপরিমাণ সওয়াম সে লাভ করবে। তাই মালিক পক্ষ ও বিত্তবানরা অসহায় দিনমজুর মেহেনতি শ্রমিকদের ইফতার করিয়ে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের বিরাট সুযোগ রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, প্রতি বছর কিছু অসাধু ব্যবসায়ী রমাদান মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের দাম কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে শ্রমজীবী মানুষদের বিপদে ফেলে। অবিলম্বে সরকারকে এই সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে হবে। চাল, ডাল তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর দাম শ্রমজীবী মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে হবে। ২০ রমাদানের মধ্যে শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধ করতে হবে। সমাজের বিত্তবানদেরকে অসহায় দিনমজুর ও নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে।

জনাব ইসলাম বলেন, বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের উর্ধ্বগতি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আবারও বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় সরকার পুনরায় লকডাউনের ঘোষণা দিয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এই দেশের অধিকাংশ শ্রমিক দিনে এনে দিনে খেয়ে বেঁচে থাকে। তাদের কোন সঞ্চিত অর্থ সম্পদ নেই। তার ওপর প্রায় বছর ব্যাপী চলতে থাকা এই দুর্যোগ অধিকাংশ শ্রমিকের আয়ের ওপর আঘাত হেনেছে। এই কঠিন দুর্দিনে আবারও লকডাউন শ্রমিকের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনবে। এমতাবস্থায় সরকারি ও বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিটি শ্রমিকের জন্য নগদ অর্থ সহযোগিতার পাশাপাশি খাদ্য ও চিকিৎসা দিয়ে শ্রমিকের জীবনযাত্রাকে সহজ করে তুলতে হবে। অন্যথায় এই পবিত্র মাসে শ্রমিকের দুঃখ দুর্দশার কোন কূল থাকবে না।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালনের আহবান জানিয়ে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতির শুভেচ্ছা বাণী

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আমাদের সংগ্রাম অবিরাম চলবে

- আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন, আধুনিক পৃথিবীর রূপ-লাবণ্যতার পেছনে রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের কৃতিত্ব। নতুন নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার কারিগর মেহনতি শ্রমিকরা। আজ আক্ষেপের সাথে বলতে হয় সভ্যতার উদয় যে শ্রমজীবী মানুষের রক্ত ঘামে রচিত হয় তারা আজ সর্বদা সমাজ রাষ্ট্রে উপেক্ষিত, অবহেলিত ও সুবিধা বঞ্চিত। কালের

আবর্তনে তাই শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গড়ে উঠেছে অসংখ্য আন্দোলন। সেই ধারাবাহিকতায় আমরা বাংলাদেশে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আমাদের সংগ্রাম চালাচ্ছি এবং আগামী দিনেও অবিরাম চলবে। তিনি গত ২৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালনের আহবান জানিয়ে এক শুভেচ্ছা বাণীতে এসব কথা বলেন।

জনাব শামসুল ইসলাম বলেন, শ্রমজীবী মানুষরা যুগের পর যুগ অত্যাচারিত, নির্যাতিত-নিপীড়িত, শোষণ-বঞ্চনার শিকার হয়েছে। এটাই যেন তাদের ভাগ্যের নিয়তি। ১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরে সঠিক ন্যায্য মজুরি ও ৮ ঘন্টা কর্মের দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তা শ্রমজীবী মানুষদের অধিকার আদায়ের প্রেরণা যুগায়। শ্রমিকের অধিকার আদায়ের স্মৃতিবিজড়িত আন্দোলন আমাদের সকল শোষণ-বঞ্চনা রুখে দিয়ে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আশ্বানিত্ব করে। তাই এই দিনকে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা একান্ত জরুরী।

তিনি আরো বলেন, শিকাগোর আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলনের একটি ইতিহাস কিন্তু শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন বিশ্ব নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার জীবদ্দশায় দুনিয়াবাসীর সামনে এক চির শাশ্বত অনুপম শ্রমনীতি উপস্থাপন ও বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বে তাদের প্রাপ্য মজুরী দিয়ে দাও। তিনি অন্যত্র বলেছেন, শ্রমিককে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ দিবে না, দিলে তাকে সে কাজে সহযোগিতা করো। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যে ভাইকে তোমার অধীন করে দিয়েছেন তাকে তা-ই খেতে দাও, যা তুমি খাও। তাকে তাই পরিধান করতে দাও, যা তুমি পরিধান করো। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি এই ইনসাফ পূর্ণনীতি শুধু সেই সময়ের জন্য নয়, বরং কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য এক অনুকরণীয় আদর্শ।

জনাব ইসলাম আরো বলেন, আমরা একটি কঠিন সময় অতিক্রম করছি। সারাবিশ্ব মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বিপর্যস্ত। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের এই দুর্যোগে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শ্রমজীবী মানুষরা। কর্ম হারিয়ে দিনের পর দিন না খেয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে। দিনমজুর ও দিনে এনে দিনে খায় শ্রমিকদের নিত্য দিনের খাদ্য চাহিদা পূরণে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে খাবার চাহিদা পূরণের পাশাপাশি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় করাও তাদের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। আমি সরকারসহ সামর্থ্যবান লোকদের শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশা লাঘবে এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি। তিনি আরো বলেন, মহান মে দিবস আমরা যেন আক্ষরিক অর্থে পালন না করি। বরং মে দিবসের প্রকৃত চেতনায় উজ্জিবিত হয়ে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের প্রাণপ্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শ্রমিকের অধিকার আদায়ের জন্য ১৫ দফা দাবি পেশ করেছে। আমি সরকার ও মালিকদের উক্ত দাবি সমূহ বাস্তবায়নের জোর দাবি জানাচ্ছি। মহান মে দিবস উদযাপনের জন্য ফেডারেশন পক্ষ থেকে আগামী ১-৭ মে সপ্তাহব্যাপী নিম্মোক্ত কর্মসূচি পালন করা হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ফেডারেশনের কর্মসূচি সমূহ

১. মহানগরী, জেলা, উপজেলা ও থানার উদ্যোগে স্বাস্থ্যবিধি মেনে র‌্যালী ও আলোচনা সভা।
২. জাতীয় ইউনিয়ন, ক্রাফট ফেডারেশন ও সকল ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে স্বাস্থ্যবিধি মেনে র‌্যালী ও আলোচনা সভা।
৩. অস্বচ্ছল, কর্ম-অক্ষম ও কর্মস্থলে আহত, নিহত এবং পঙ্গুত্ববরণকারী শ্রমিক পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।
৪. সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ।
৫. বেকার শ্রমিকদের কর্ম-সংস্থানের জন্য সহায়তা প্রদান।
৬. শ্রমিক পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ।
৭. অনাথ ও পথ শিশুদের মাঝে ইফতার সামগ্রী ও ঈদ উপহার বিতরণ।
৮. মহানগরী, জেলা, উপজেলা ও থানার উদ্যোগে পোস্টারিং, লিফলেট ও স্টিকার বিতরণ।
৯. শ্রমিকদের মাঝে করোনা সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ।
১০. শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ ও উপহার সামগ্রী প্রদান।

আমি উক্ত কর্মসূচি সমূহ যথাযথভাবে পালনের জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সকল শাখা, ট্রেড ইউনিয়ন ও সর্বস্তরের শ্রমজীবী ভাইবোনদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

আমি সকল মালিক ভাইদের প্রতি একটি বিশেষ আহবান রেখে বলতে চাই যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, শ্রমিকরা আল্লাহর বন্ধু! শ্রমজীবী মানুষের এই দুর্দিনে মালিক ভাইয়েরা তাদের প্রতি সদায় ও দায়িত্ববান হোন। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করুন। আল্লাহর বন্ধুদের এই দুর্দিনে যে সকল মালিক ভাইয়েরা তাদের পাশে থাকবেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা এই সকল মালিক ভাইদের আখেরাতে সম্মানিত করবেন। ঈদুল ফিতরের পূর্বেই শ্রমিকের সকল বকেয়া বেতন ও বোনাস পরিশোধ করুন। মহান মে দিবস সফল হউক। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হউক।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে দেশের শ্রমনীতিকে ঢেলে সাজাতে হবে -আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন, শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের তাৎপর্য অনস্বীকার্য। মে দিবসের চেতনা হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার ও প্রাপ্য মজুরি প্রতিষ্ঠা করা। শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করা। শুধু কথার বুলি দিয়ে নয় বরং কার্যকর পন্থায় অসহায় মেহনতি মানুষের প্রতি সুবিচার করতে হবে। শ্রমিকের অধিকার আদায়ের জন্য ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে দেশের শ্রমনীতিকে ঢেলে সাজাতে হবে। তাহলেই মহান দিবসের প্রতি সুবিচার করা হবে। তিনি গত ১ মে শনিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে

আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, লস্কর মোঃ তসলিম, কবির আহমেদ, মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মুহিব্বুল্লাহ, দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন প্রমুখ।

জনাব শামসুল ইসলাম বলেন, আমাদের দেশে শ্রমজীবী মানুষরা প্রতিনিয়ত তার অধিকার থেকে উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। প্রতিটি সেক্টরে এখনো কাঙ্খিত বেতন কাঠামো, সঠিক কর্মঘন্টা নির্ধারিত হয়নি। এখনো বহু শ্রমিক তার নির্ধারিত সময়ে বেতন পায় না। মাসের পর মাস বেতন আটকে শ্রমিকদের অসহনীয় কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। কোন ধরনের পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই শ্রমিকদের চাকুরী থেকে অপসারণ করা হচ্ছে। কর্মস্থলে শ্রমিক বান্ধব নিরাপদ কর্মক্ষেত্র তৈরী হয়নি। ফলশ্রুতিতে বহু শ্রমিক প্রতিনিয়ত হতাহত হচ্ছে। গামেন্টর্সসহ বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত নারী শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নেই। সরকার শ্রমিকের কথা চিন্তা না করে সারাদেশে পাটকল, চিনিকলসহ সরকারি কলকারখানাগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে। এইসব কর্মক্ষেত্রে চাকুরীরত শ্রমিকরা চাকুরী হারিয়ে এখন মানবেতর জীবন যাপন করছে।

তিনি আরো বলেন, সারাদেশে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে আজ হাহাকার চলছে। বিশেষত করোনার ভাইরাসের প্রকোপে সরকার ঘোষিত লকডাউনে কর্ম হারিয়েছে বহু শ্রমিক। হকার, দিন মজুর, রিক্সা-ভ্যান চালক, পরিবহন শ্রমিক, দোকান কর্মচারীরা খেয়ে না খেয়ে দিন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। এই সকল শ্রমজীবীদের ঘরে নেই নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী। পরিবার-পরিজন নিয়ে নির্মম কষ্টে কাটছে তাদের প্রতিটি দিন।

জনাব ইসলাম আরো বলেন, আমরা বাংলাদেশকে একটি সুখি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চাই। আমাদের দেশের বিপুল পরিমাণ জনশক্তি রয়েছে। এই জনশক্তিকে সম্পদে পরিণত করতে একটি সঠিক পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু শ্রমনীতি গ্রহণ সময়ের অনিবার্য দাবী। আর পৃথিবীতে আদর্শিক শ্রমনীতি হলো ইসলামী শ্রমনীতি। যাকাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ইসলামী শ্রমনীতি আমাদের দেশের রূপ বদলে দিতে যথেষ্ট। কেননা ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক শ্রমনীতি সকল মানুষের স্ব স্ব অধিকার বুঝিয়ে সদা তৎপর। সুতরাং দেশের অসহায় মেহনতি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে হলে অবিলম্বে ইসলামী শ্রমনীতি প্রবর্তন করতে হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে সাধারণ শ্রমিকদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ

মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী শ্রমনীতি অপরিহার্য

-আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন, দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ শ্রমজীবী। এ সকল মেহনতি মানুষরা দেশের বিভিন্ন কলকারখানা হতে শুরু করে বিভিন্ন স্থানে কায়িক পরিশ্রম করে আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখে। অতি কষ্টের সাথে বলতে হয় যাদের রক্ত-ঘামে দেশের উন্নতি সমৃদ্ধি ঘটে সেই শ্রমজীবী মানুষরা তাদের সকল অধিকার থেকে উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত শোষণ বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। তাই মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী শ্রমনীতি অপরিহার্য।

তিনি গত ৪ মে মঙ্গলবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে সাধারণ শ্রমিকদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালামের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, কবির আহমেদ, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

জনাব শামসুল ইসলাম বলেন, ন্যায্য মজুরি শ্রমিকদের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য নয়। এটি শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু মেহনতি শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বিভিন্ন কৌশলে বঞ্চিত করছে এক শ্রেণির মালিকরা। ইসলামী শ্রমনীতির প্রয়োগ থাকলে কোন মালিকের পক্ষে শ্রমিকদের ঠকানো সম্ভব হতো না। তাই শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার ফিরে পেতে ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য শ্রমিক ভাইদের এগিয়ে আসতে হবে। ইসলামী শ্রমনীতি সাম্য ন্যায়ের পাশাপাশি সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে।

তিনি আরো বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, শ্রমিকরা আল্লাহর বন্ধু। আর আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা দিয়েছেন সাওম একান্ত তার জন্য। সাওম পালনকারীদের তিনি নিজ হাতে পুরস্কৃত করবেন। সুতরাং যে সকল শ্রমিক ভাইয়েরা সাওম পালন করবেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাল কেয়ামতের ময়দানে তাদের সম্মানিত করবেন। আমি শ্রমজীবী ভাই-বোনদের মাহে রামাদানের হক যথাযথ ভাবে আদায় করার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

জনাব ইসলাম আরো বলেন, করোনা মহামারীর কারণে সরকার ঘোষিত লকডাউনে প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমজীবী, অপ্রাতিষ্ঠানিক দিনমজুর, রিক্সা-ভ্যান চালক, পরিবহন শ্রমিক, হকার, নিমার্ণ শ্রমিকসহ খেটে খাওয়া মানুষ কর্ম হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছে। তাদের সংসারে খাদ্য সামগ্রী সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তীব্র সংকট চলছে। আমি সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি এই অসহায় দুস্থ মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার। সরকারের পাশাপাশি কলকারখানাসহ প্রতিটি শ্রম সেক্টরের মালিকদের শ্রমজীবীদের পাশে দাঁড়ানোর আহবান জানাচ্ছি। পাটকল, চিনিকলসহ বন্ধকৃত সকল কলকারখানা খুলে দিয়ে ঈদের পূর্বে সকল শ্রমিকদের বকেয়া বেতনসহ বোনাস প্রদান করার জন্য জোর দাবী জানাচ্ছি।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগ আয়োজিত মহিলা শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠিত

আত্মনির্ভরশীল নারী শ্রমিক দেশের অর্থনীতির সহায়ক শক্তি

-আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। আমাদের দেশের অর্থনীতিতে নারী শ্রমিকদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বিশেষত গামেন্টর্স সেক্টরে

কর্মরত নারী শ্রমিকরা দেশের কল্যাণে নিজেদের মেলে ধরেছে। তাই এই কথা আজ সর্বজন বিদিত আত্মনির্ভরশীল নারী শ্রমিক দেশের অর্থনীতির জন্য সহায়ক শক্তি। একজন নারীর আয় তার পরিবারের আর্থিক অবস্থাকে সমৃদ্ধ করে। তিনি গত ৫ মে বুধবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগ আয়োজিত পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে মহিলা শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ কালে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম, কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ আজহারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদিকা ও মহিলা বিভাগের সেক্রেটারী শ্রমিক নেত্রী রোজিনা আক্তার, ঢাকা মহানগরী উত্তরের মহিলা বিভাগের সেক্রেটারী আমেনা বেগম ও মহানগরী দক্ষিণের মহিলা বিভাগের সেক্রেটারী দিলারা বেগম প্রমুখ।

জনাব শামসুল ইসলাম বলেন, আমাদের দেশের প্রধানতম সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র। অসংখ্য মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে। এই সকল মানুষের জীবনে দুঃখ-দুর্দশা সীমাহীন। দারিদ্র দূরীকরণে আমাদের দেশের শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা অর্জনের কোন বিকল্প নেই। আত্মনির্ভরশীল শ্রমিক তার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে কর্মস্থান সৃষ্টি করতে পারে। পরিবারের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্য সে নিজেকে নিয়োজিত করে। আমাদের দেশে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও আজ কর্মমুখি। নারীরা ঘরে বাহিরে কাজ করে আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশে অসংখ্য জনশক্তি রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই সকল জনশক্তিদের কর্মদক্ষতা নেই। ফলে দেশের একটা বড় অংশ জনশক্তি বেকার হয়ে বসে আছে। দেশের অর্থনীতির ওপর প্রতিনিয়ত চাপ সৃষ্টি করছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য তাদেরকে আধুনিক প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মমুখি করে তুলতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বেকারদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে
কর্ম-অক্ষম শ্রমিকদের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে
-আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন, দেশের বিভিন্ন কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে আহত নিহত শ্রমিকরা তাদের ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না। নাম সর্বস্ব ক্ষতিপূরণ দিয়ে রাষ্ট্র তার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে যে আইন বলবৎ তা কোনভাবেই একজন শ্রমিকের কাঙ্খিত ক্ষতিপূরণ হতে পারে না। কিন্তু এই সামান্য ক্ষতিপূরণও একজন শ্রমিককে দেওয়া হচ্ছে না।

তিনি গত ৬ মে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস-২০২১ উপলক্ষে কর্ম-অক্ষম শ্রমিকদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান কালে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, কবির আহমেদ, মনসুর রহমান, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন প্রমুখ।

জনাব শামসুল ইসলাম বলেন, একজন শ্রমিক তার পরিবার পরিজনের আয়ের উৎস। যখন সেই শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার শিকার হোন তখন সেই পরিবারটি নিঃস্ব হয়ে পড়ে। অথচ ব্রিটিশ সরকারের আমল থেকে দুর্ঘটনার শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু সেই আইন এখনো আমাদের দেশে যথাযথভাবে কার্যকর হয়নি। লোক দেখানো কিছু সহযোগিতা দিয়ে রাষ্ট্র-মালিক তাদের দায় সারছে। অবিলম্বে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আইন করে তার প্রয়োগ করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান আইনে দুর্ঘটনার শিকার একজন শ্রমিককে মাত্র এক লক্ষ টাকা দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। বর্তমান বাজারে এই টাকা দিয়ে একজন অক্ষম শ্রমিকের পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভব না। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত-নিহতদের জন্য বর্তমানে জীবন ধারনের মান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের মানদন্ড নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের সাথে সমন্বয় করতে হবে। নিহতদের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কর্মজীবনের বেতন, গ্র্যাচুইটি, পোষ্যদের জীবন-জীবিকার জন্য অনুমিত খরচ, পোষ্যদের মধ্য হতে একজনকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। আহত তথা কর্ম-অক্ষম শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসার ব্যয় বহন, শ্রমিকের স্বাভাবিক কর্মজীবনের বেতন, গ্র্যাচুইটি, অক্ষম ব্যক্তির উপযোগী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, দুর্ঘটনার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ কে দিবে এই তর্ক করে সময় পার করে দেওয়া হয়। একটি পর্যায় এসে দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকের কোন খোঁজ নেওয়া হয় না। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই ক্ষতিপূরণ দিবে মালিক পক্ষ। রাষ্ট্র শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ আদায়ে সমন্বয় করবে। কোন ভাবে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার নিয়ে যেন কেউ টালবাহানা করতে না পারে এই জন্য রাষ্ট্রের পাশাপাশি আমাদের সকলকে সজাগ থাকতে হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস-২০২১ উপলক্ষে অসহায়
শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

ঈদের আনন্দ শ্রমজীবী মানুষের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে হবে
-আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন, করোনাকালীন এই দুর্যোগে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের পরিবারে হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে। কর্ম হারিয়ে বেকার হয়ে পড়া অসংখ্য শ্রমিক দিনমজুর অতিকষ্টে দিনানিপাত করছেন। আর কিছুদিন পর আমাদের সামনে ঈদুল ফিতর আসছে। ঈদের আনন্দ উৎসব থেকে কোন শ্রমিকের পরিবার যেন বঞ্চিত না থাকে সে ব্যাপারে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। একই সাথে ঈদের আনন্দ শ্রমজীবী মানুষের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে হবে। তিনি গত ৭ মে শুক্রবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস-২০২১ উপলক্ষে অসহায় শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী

বিতরণ কালে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ মহিব্বুল্লাহর পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া, ঢাকা মহানগরী উত্তরের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক জামিল মাহমুদ প্রমুখ।

জনাব শামসুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘমেয়াদী লকডাউন শ্রমিকের আয়ের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। পরিবার পরিজনের জন্য খাবার যোগাড় করতে প্রতিটি শ্রমিককে আজ হিমশিম খেতে হচ্ছে। পবিত্র মাহে রমজান অমানবিক কষ্টে অতিবাহিত করতে হচ্ছে। আসছে ঈদে একজন শ্রমিক তার নিজের জন্য তো দূরের কথা অতি আদরের সন্তানের জন্য একটি নতুন পোষাক ক্রয় করবে সেই সামর্থ্য আজ তার নেই। তিনি আরো বলেন, আমরা করোনার শুরু থেকে শ্রমজীবী মানুষদের জন্য সরকারের পক্ষ বিশেষ বরাদ্ধ দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু সরকার এখন পর্যন্ত কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। নামকাওয়াস্তে কিছু শ্রমিককে সাহায্য দিয়ে তাদের দয়িত্ব শেষ করেছে। অসংখ্য শ্রমিকের হাহাকার তাদের কর্ণকুহুরে পৌঁছায়নি। যা একটি রাষ্ট্রের কাছে কোনভাবে প্রত্যাশিত না। আমরা আবারও সরকারের কাছে শ্রমজীবীদের জন্য যথাযথ বরাদ্ধ দাবি করছি। ঈদের পূর্বে প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল শ্রমিকের জন্য নগদ অর্থ সহায়তার পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিতে সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে
রিক্সা শ্রমিকদের সম্মানে ইফতার মাহফিল

রিক্সা শ্রমিকদের জীবনমানের এখনো উন্নতি হয়নি

-আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন, রিক্সা শ্রমিকরা আমাদের সমাজে সবচেয়ে বেশী অবহেলিত। প্রতিনিয়ত রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে তাদের আয় রোজগার করতে হয়। শহরের সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে তাদের জীবন অতিবাহিত করতে হয়। যেখানের সেখানের অতি নিম্নমানের খাবার খেয়ে দিন অতিবাহিত করতে হয়। ফলশ্রুতিতে খুব অল্পতে তাদের জীবনে দেখা দেয় নানা রোগবিধি।

তিনি গত ৮মে শনিবার বাংলাদেশ রিক্সা শ্রমিক ঐক্য পরিষদ ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ আয়োজিত পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস-২০২১ উপলক্ষে রিক্সা শ্রমিকদের সম্মানে ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের দপ্তর সম্পাদক মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে ও রিক্সা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সভাপতি আহসানুল্লাহ শামীমের পরিচালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন রিক্সা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোঃ মহিব্বুল্লাহ। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহ-সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, সবুজবাগ থানা সভাপতি শওকত হোসেন, শ্রমিক নেতা লোকমান হোসেন প্রমুখ।

শামসুল ইসলাম বলেন, লকডাউনে অনেক রিক্সা চালককে পরিবার পরিজন নিয়ে না খেয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। রিক্সা চালকদের ওপর প্রতিনিয়ত ট্রাফিক পুলিশ অন্যায় আচরণ করে যাচ্ছে। অবিলম্বে রিক্সা চালকদের প্রতি সকল ধরণের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। রিক্সা চালকদের জন্য নিরাপদ আবাসস্থল সহ সকল ধরনের নাগরিক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য সরকারকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

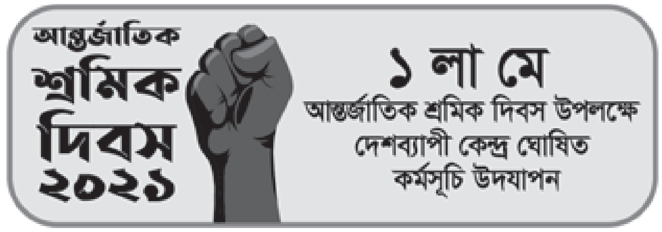

ঢাকা মহানগরী উত্তরের র‌্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে রাজধানীর দক্ষিণখানে র‌্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মোঃ মুহিব্বুল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিম, মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া ও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগরী উত্তরের সহ-সভাপতি মিজানুল হক, মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম, আব্দুল আলী বাশার, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি শফিকুল ইসলাম, কার্যকরী কমিটির সদস্য আব্দুর রশিদ সহ বিভিন্ন জোন পরিচালক থানা, ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা সভা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে রাজধানীর এক মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মোঃ মুহিব্বুল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী উত্তরের সহ-সভাপতি মিজানুল হক,মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম, আব্দুল আলী বাশার, কার্যকরী কমিটির সদস্য আব্দুর রশিদ সহ বিভিন্ন জোন পরিচালক থানা, ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

ঈদ সামগ্রী বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মোঃ মুহিব্বুল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় উক্ত সামগ্রী বিতরণ সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি লস্কর মোহাম্মদ তসলিম। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী উত্তরের সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম, আব্দুল আলী বাশার, কার্যকরী কমিটির সদস্যসহ বিভিন্ন জোন পরিচালক থানা, ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

সেলাই মেশিন বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। ঢাকা মহানগরী উত্তরের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি মিজনুল হকের সঞ্চালনায় উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী উত্তরের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য প্রফেসর চৌধুরী নূরজ্জামান, কার্যকরী কমিটির সদস্যসহ বিভিন্ন জোন পরিচালক থানা, ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

রিকসা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

বাংলাদেশ রিক্সা শ্রমিক ঐক্য পরিষদ ঢাকা মহানগরী উত্তর আয়োজিত ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে রিক্সা শ্রমিকদের সম্মানে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ রিক্সা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মিজানুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রিকসা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোঃ মহিব্বুল্লাহ, আরো উপস্থিত ছিলেন রিকসা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক জামিল মাহমুদসহ কার্যকরী কমিটির সদস্য আব্দুল ওয়াদুদ সরদার, রুহুল আমিন, মুনজুরুল আলম, তাওহিদুল ইসলাম তুহিন, আব্দুস সালাম প্রমুখ। এছাড়াও মহানগরীর পল্লবী, কাফরুল, উত্তরা, বিমান বন্দর থানা, দক্ষিণ খান থানায় আলোচনা সভা, ইফতার মাহফিল, খাদ্য সামগ্রী ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের র‌্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে রাজধানীর পল্টনে র‌্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমেদ কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন। উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মাসুম, মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন চঞ্চল, সোহেল রানা মিঠু, দফতর সম্পাদক মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

পরিবহন বিভাগের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের পরিবহন বিভাগের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মহানগরী পরিবহন বিভাগের সভাপতি মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে ও পরিবহন বিভাগের সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কবির আহমেদ। আরো উপস্থিত ছিলেন পরিবহন শ্রমিক নেতা নুরুল হক, ইসমাইল হোসেন,আহসান উল্লাহ শামীমসহ মহানগরীর পরিবহন বিভাগের কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ।

গার্মেন্টস সেক্টরের আলোচনা সভা ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ

১ লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের গার্মেন্টস বিভাগের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ গার্মেন্টস সেক্টরের সভাপতি মোঃ সোহেল রানা মিঠুর সভাপতিত্বে ও ঢাকা মহানগর লোকাল গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মীর মোহাম্মদ জুলহাসের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুস সালাম । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি শফিকুল ইসলাম। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা আলম মিয়া, রবিউল ইসলাম, শ্রমিক নেত্রী সুফিয়া বেগমসহ মহানগরীর কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ। এছাড়াও মহানগরীর পল্টন, মতিঝিল, কদমতলী উত্তর-দক্ষিণ, শ্যামপুর, কামরাঙ্গীর চর, খিলগাঁও, সবুজবাগ, মুগদা, ডেমরা থানায় আলোচনা সভা, ইফতার মাহফিল, খাদ্য সামগ্রী ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চট্টগ্রাম মহানগরীর আলোচনা সভা ও শ্রমিক সমাবেশ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে নগরীর একটি মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমানের সঞ্চালনায় উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী উপদেষ্টা সাবেক সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরী। এছাড়াও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সহ-সভাপতি ডাঃ আব্দুল ওয়াছি,এনামুল কবির ও আব্দুল কাদের ভুঁইয়া সহ-সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ, মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন

আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আজিজ শোয়াইব, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আসাদ উল্লাহ আদিল, দফতর সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুন্নবীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের থানা, ওয়ার্ড ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দগণ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও মহানগরীর বাকলিয়া, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম সদর অঞ্চল, হোটেল অঞ্চল, পতেঙ্গা, বায়জিদ বোস্তামী থানায় এবং আল-করন ওয়ার্ডের উদ্দোগে আলোচনা সভা, ইফতার মাহফিল, খাদ্য সামগ্রী ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খুলনা মহানগরীর র‌্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে র‌্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও খুলনা মহানগরী সভাপতি আজিজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শামীম আহম্মদের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রমিক নেতা আল ফিদা হোসেন। উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি মাহফুজুর রহমান, শ্রমিক নেতা শহিদুল ইসলাম, শাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ।

ঈদ সামগ্রী বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে সাধারণ শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও খুলনা মহানগরী সভাপতি আজিজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক শামীম আহম্মদের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেন ফেডারেশনের মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি মাহফুজুর রহমান, শহিদুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম, কামরুল ইসলামসহ মহানগরীর কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ।

সেলাই মেশিন বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও খুলনা মহানগরী সভাপতি আজিজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক শামীম আহাম্মাদের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি মাহফুজুর রহমান, শহিদুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম, কামরুল ইসলামসহ মহানগরীর কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ।

পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনালের পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও খুলনা মহানগরী সভাপতি আজিজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে ও পরিবহন শাখার সভাপতি মাসুম বিল্লাহ মজুমদারের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা আল ফিদা হোসেনসহ পরিবহন শ্রমিক নেতা আসলাম শেখ, আব্দুল বারেক, কামাল হোসেন মুন্না প্রমুখ।

নৌ-ঘাট ও লোড আনলোড শ্রমিকদের নিয়ে ইফতার মাহফিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে নৌ-ঘাট ও লোড আনলোড শ্রমিকদের সম্মানে মাহে রমজানের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। খুলনা মহানগরী সভাপতি আজিজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শামীম আহম্মদের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর উপদেষ্টা এডভোকেট শাহ আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রমিক নেতা আল ফিদা হোসেন। এইসময় উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি মাহফুজুর রহমান, শ্রমিক নেতা শহিদুল ইসলাম, শাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ।

সিলেট মহানগরীর আলোচনা সভা ও কর্মহীন শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে নগরীর একটি মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও কর্মহীন শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। সিলেট মহানগরী সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমদ রাজুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইয়াসিন খানের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগীর প্রধান উপদেষ্টা ফখরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদ। এইসময় উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি ফারুকুজ্জামান খান, শ্রমিক নেতা বদরুজ্জামান ফয়সাল প্রমুখ।

এছাড়াও মহানগরীর কোতয়ালী পশ্চিম, শাহপরান, সিলেট সদর থানার উদ্যোগে আলোচনা সভা, ইফতার মাহফিল, খাদ্য সামগ্রী ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাজীপুর মহানগরীর আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরীর উদ্যোগে নগরীর একটি মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি মোঃ মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হাসানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার

মাহফিলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও গাছা থানা, বাসন থানা পূর্ব, বাসন থানা পশ্চিম, কাশিমপুর থানা পূর্ব এবং পশ্চিম, গাজীপুর সদর থানায় আলোচনা সভা, ইফতার মাহফিল, খাদ্য সামগ্রী ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রংপুর মহানগরীর আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের রংপুর মহানগরী সভাপতি এডভোকেট কাওছার আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামের পরিচালনায় এ সময় পরিবহন সভাপতি নজরুল ইসলামসহ মহানগরীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মটর শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর মহানগরীর উদ্যোগে মটর শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। রংপুর মহানগরীর মটর শ্রমিক বিভাগের সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও রংপুর মহানগরীর সভাপতি এ্যাডভোকেট মোঃ কাওছার আলী। এসময় মহানগরীর কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর আলোচনা সভা ও খাবার বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও খাবার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ও মহানগরী সভাপতি মোঃ আব্দুল মোমিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান হোসেন মুন্নার পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে মহানগরীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও মহানগরীর নারায়নগঞ্জ সদর ও বন্দর থানার উদ্যোগে ইফতার মাহফিল, খাদ্য সামগ্রী ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কুমিল্লা মহানগরীর র‍্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের পরিচালনায় ও ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরি পরিষদ সদস্য ও মহানগরীর সভাপতি কাজী নজির আহমদের নেতৃত্বে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মহানগরী কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মাদ ছফি উল্লাহ, আব্দুল হাই শরীফ, মু. নিজাম উদ্দিন, এড. জিল্লুর রহমান, শাহাদাত ইবনে সালেহ প্রমূখ।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরি পরিষদ সদস্য ও মহানগরীর সভাপতি কাজী নজির আহমদের সভাপতিত্বে ও মহানগরী সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের পরিচালনায় এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি মোহাম্মদ ছফিউল্লাহ , সহ সাধারণ সম্পাদক শাহাদাৎ হোসেন আব্দুল হাই শরিফসহ মহানগরী কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।
এছাড়াও মহানগরী পরিবহন থানা, স্থল বন্দর, ইপিজেড, বিসিক থানার উদ্দ্যোগে আলোচনা সভা, ইফতার মাহফিল, খাদ্য সামগ্রী ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ময়মনসিংহ মহানগরীর র‍্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ময়মনসিংহ মহানগরীর উদ্যোগে র‍্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি আনোয়ার হাসান সুজনের নেতৃত্বে র‍্যালিটি মহানগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। এই সময় মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক ওয়ালী উল্লাহ মুজাহিদ সহ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মহিলা শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ময়মনসিংহ মহানগরীর উদ্যোগে মহিলা শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। মহানগরী সভাপতি মোহাম্মদ আনোয়ার হাসান সুজনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অলিউল্লাহ মুজাহিদের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর অন্যতম উপদেষ্টা মোঃ আসাদুজ্জামান সোহেল। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মোঃ জুবায়ের আল-মাহমুদ সহ মহানগরীর কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ।

করোনা সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ময়মনসিংহ মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে করোনা সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। মহানগরী সভাপতি আনোয়ার হাসান সুজনের নেতৃত্বে শহরের বিভিন্ন সড়কে রিক্সা, পরিবহন, দোকান কর্মচারীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমিকদের মাঝে করোনা সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই সময় মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক ওয়ালী উল্লাহ মুজাহিদ সহ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল মহানগরীর আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাফর ইকবালের সঞ্চালনায় উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী উপদেষ্টা হোসাইন আহমেদ। এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সহ-সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান কামাল, সাবের আহমেদ প্রমুখ।

রাজশাহী মহানগরীর মহিলা শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে মহিলা শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। মহানগরী সভাপতি আব্দুস সামাদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেকের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মহিলা শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন ফেডারেশনের মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা ড.কেরামত আলী। এসময় মহানগরীর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও ট্রেড ইউনিয়ন ও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নরসিংদী জেলার আলোচনা সভা ও খাবার বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নরসিংদী শহরের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও খাবার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহর সভাপতি জহিরুল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ওমর ফারুকের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুছলেহ উদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি আব্দুর রশিদ হাশেমী, কৃষি ও মৎস্য শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা সভাপতি মুজিবুর রহমান প্রমুখ। এছাড়াও নরসিংদী জেলা সদর, শিবপুর, মাধবদী উপজে-লার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাগেরহাট জেলার আলোচনা সভা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বাগেরহাট জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি এসএম রাহাদের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলার অন্যতম উপদেষ্টা এডভোকেট শেখ আব্দুল ওয়াদুদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ।

খুলনা জেলা উত্তরের আলোচনা সভা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা জেলা উত্তরের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি মোস্তফা আল মুজাহিদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আলী আকবর মোড়লের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেনের জেলার অন্যতম উপদেষ্টা মুন্সি মিজানুর রহমান। এসময় জেলার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

ঈদ সামগ্রী বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা জেলা উত্তরের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মুস্তফা আল মুজাহিদ, সাধারণ সম্পাদক আলী আকবর মোড়ল, শ্রমিক নেতা জাহাঙ্গির হোসেন, আব্দুল হালিম সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

কুষ্টিয়া জেলার আলোচনা সভা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুষ্টিয়া জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি এসএম মুহসীন আলীর সভাপতিত্বে ও জেলা সাধারণ সম্পাদক খায়রুল আলমের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলার অন্যতম উপদেষ্টা শাহজাহান আলী।
অন্যদিকে কুষ্টিয়া জেলা চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নড়াইল জেলা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নড়াইল জেলার সদর উপজেলার উদ্যোগে র‌্যালী ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীবের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আকিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ওবায়দুল্লাহ।

কুমিল্লা জেলা উত্তরের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা জেলা উত্তরের দেবিদ্বার উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি মোঃ ওয়ালীউল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলাউদ্দীনের সঞ্চালনায় উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আলী আশরাফ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেবিদ্বার উপজেলার সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম শহীদ।

হবিগঞ্জ জেলার আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন হবিগঞ্জ জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ বাহারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শরীফ মুহাম্মাদ আব্দুল মতিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে জেলার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম জেলা উত্তর

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম জেলা উত্তরের রাউজান উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি ইউসুফ বিন আবুবকর। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা রফিকুল ইসলাম। সভায় আরোও উপস্থিত ছিলেন রাউজান উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা শাহজাহান মঞ্জু , শ্রমিক নেতা নূরুল আফসার প্রমূখ। এছাড়াও জেলার হাটহাজারী

উপজেলা, সীতাকুন্ড উপজেলা, রাউজান, মিরসরাই ও রাঙ্গুনিয়া থানার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বরিশাল জেলা পূর্বের ইফতার মাহফিল ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল পূর্ব জেলার উদ্যোগে নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে পরিবহন শ্রমিকদের নিয়ে ইফতার মাহফিল ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। পরিবহন বিভাগের সভাপতি খলিলুর রহমান মিজানের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল জেলা পূর্বের সভাপতি জহির উদ্দিন ইয়ামিন। অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন নেতা আনিছুর রহমান, মোঃ হাসান প্রমূখ। এসময় জেলার কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

এছাড়াও জেলার হিজলা, মেহেন্দিগঞ্জ, মুলাদী উপজেলা ও কাজির হাট থানার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বগুড়া শহরের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া শহরের বাঘোপাড়া সাংগঠনিক থানার উদ্যোগে রিক্সা শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। থানা সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুসের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের উপদেষ্টা ইকবাল হোসেন, বগুড়া শহরের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম।

উপশহর সাংগঠনিক থানার আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া শহরের উপশহর সাংগঠনিক থানার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। থানা সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বগুড়া শহর সভাপতি আজগর আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন থানা উপদেষ্টা আব্দুল হামিদ বেগ। আরো উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা আতিকুজ্জামান, রুস্তম আলী প্রমুখ।

সিলেট জেলা উত্তরের আলোচনা সভা ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট জেলা উত্তরের কানাইঘাট উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি ফয়েজ আহমদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শিপুল আমিন চৌধুরীর পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সিলেট জেলা উত্তরের সভাপতি নিজাম উদ্দিন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলার উপদেষ্টা মাওলানা ওমর ফারুক। এছাড়াও সদর উপজেলা, জকিগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, বিশ্বনাথ, ফেঞ্চুগঞ্জ, ওসমানীনগর, দক্ষিণ সুরমা উপজেলা এবং মোগলাবাজার থানার উদ্দ্যোগে আলোচনা সভা, খাদ্য সামগ্রী বিতরণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ জেলার র‌্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে র‌্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ শিকদারের পরিচালনায় ও জেলা সভাপতি ড.আসগার ইবনে হযরত আলীর সভাপতিত্বে র‌্যালীটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। এছাড়াও জেলার সোনারগাঁও উপজেলা, সিদ্ধিরগঞ্জ, ফতুল্লা, রূপগঞ্জ থানার উদ্যোগে আলোচনা সভা, খাদ্য সামগ্রী বিতরণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাদারীপুর জেলার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মাদারীপুর জেলার উদ্যোগে পরিবহন ও রিক্সা শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এডভোকেট আসিফ শাহরিয়ারের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি খন্দকার দেলোয়ার হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক এস এম জামান। এই সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা শাহ আলম, আব্বাস আলী প্রমুখ।

বান্দরবন পার্বত্য জেলার আলোচনা সভা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বান্দরবান পার্বত্য জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি ফারুক আহাম্মাদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমেদ। বিশেষ অতিথি জেলার প্রধান উপদেষ্টা সালাম আযাদ, বিশেষ উপদেষ্টা গোলাম মোস্তফা। এই সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা হোসাইন আহমেদ, আজিম খান প্রমুখ।

খাগড়াছড়ি জেলার আলোচনা সভা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খাগড়াছড়ি জেলার উদ্যেগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। জেলা সভাপতি আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্ব ও সাধারন সম্পাদক ডাঃ অলিউর রহমানের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা জননেতা অধ্যাপক সৈয়দ আব্দুল মোমেন। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলার উপদেষ্টা সদস্য মিনহাজুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে আরও ছিলেন জেলা কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইলিয়াছসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঈদ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক অলিউর রহমান, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইলিয়াস সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

পরিবহন বিভাগের আলোচনা সভা ও খাদ্য সামগ্রী অনুষ্ঠিত

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খাগড়াছড়ি জেলার পরিবহন বিভাগের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা পরিবহন বিভাগের সভাপতি এয়াকুব আলী হোসেনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক ডাঃ অলিউর রহমান।

সুনামগঞ্জ জেলার আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি আতাউর রমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি শাহআলম।

ঢাকা জেলা দক্ষিণের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা জেলা দক্ষিণের কেরাণীগঞ্জ পশ্চিম থানার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রুহিতপুর ইউনিয়নের সভাপতি আমির হোসাইনের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপদেষ্টা আব্দুর রাজ্জাক।

ঢাকা জেলা উত্তরের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা জেলা উত্তরের সাভার থানার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। থানা সাধারন সম্পাদক রুহুল আমিন পলাশের সভাপতিত্বে ও তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের সভাপতি সেলিম রেজার পরিচালনায় উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মোঃ মনসুর রহমান । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাভার থানার প্রধান উপদেষ্টা এমদাদুল হক, উপদেষ্টা সদস্য ডাক্তার সেলিম রেজা, থানার কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

আশুলিয়া থানার ঈদ সামগ্রী বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা জেলা উত্তরের আশুলিয়া থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। থানা সভাপতি ফয়জুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলমের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মোঃ মনসুর রহমান । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আশুলিয়া থানার উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল আউয়াল। অনুষ্ঠানে থানার কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

মুন্সিগঞ্জ জেলার ঈদ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মুন্সিগঞ্জ জেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। সামগ্রী বিতরনের সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি খিজির আব্দুস ছালাম, সিরাজদিখান উপজেলা সভাপতি আব্দুল আলী, সিরাজদিখান পশ্চিম উপজেলা সভাপতি নুরুজ্জামান সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

মৌলভীবাজার জেলার আর্থিক সহায়তা প্রদান

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মৌলভীবাজার জেলার উদ্যোগে চাঁদনীঘাট স্ট্যান্ডে বাস চালকদের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
জেলা সভাপতি মো: আলাউদ্দিন শাহর সভাপতিত্বে ও পৌরসভার সভাপতি মোঃ আলকাছুর রহমানের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চালকদের মাঝে নগদ অর্থ তুলে দেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা মোঃ আব্দুল মান্নান। এসময় জেলার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভোলা জেলার আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ভোলা জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল জেলা সভাপতি মোঃ হারুনুর রশিদের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক বেলায়েত হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময় উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের চরফ্যাশন উপজেলা উপদেষ্টা মাওলানা আবুল কাশেম। এছাড়াও জেলার কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

মহিলা শ্রমিক সমাবেশ ও আলোচনা সভা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ভোলা জেলার উদ্যোগে মহিলা শ্রমিক সমাবেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের উপদেষ্টা জাহেরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মোঃ হারুনুর রশিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রমিক নেত্রী ফাহিনুর বেগম।

চরফ্যাশন পৌরসভার আলোচনা সভা ও ইফতার সামগ্রী

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌরসভার উদ্দ্যোগে লোড আনলোড শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা সভা ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের চরফ্যাশন পৌরসভার সভাপতি মোঃ শামছুদ্দীনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মোঃ হারুনুর রশীদ। এসময় পৌরসভার কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

ভোলা সদর উপজেলা উত্তরের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে ভোলা জেলার সদর উপজেলা উত্তরের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। থানা সভাপতি মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মোঃ বশির আহাম্মাদের পরিচালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক মাস্টার মোঃ বেলায়েত হোসেন। এসময় থানা কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

শশীভূষন থানার আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে ভোলা জেলা শশীভূষন থানার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। থানা সভাপতি মোঃ নূরে আলম নাসিমের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক আঃ রহমানের পরিচালনায় উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মাওঃ মোঃ হারুনুর রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাজারীগঞ্জ ইউনিয়ন উপদেষ্টা মোঃ জাকির হোসেন । এসময় থানা কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

রংপুর জেলার আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর জেলার চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি আব্দুল গণির সভাপতিত্বে ও ইউনিয়ন সভাপতি আতিকুজ্জামান আপেলের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলার উপদেষ্টা গোলাম রাব্বানী। বিশেষ অতিথি ছিলেন রংপুর অঞ্চলের সহকারী পরিচালক আবুল হাশেম বাদল।

নাটোর জেলার আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি মোঃ মফিজ উদ্দীনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শোয়েব হোসেনের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক আফতাব উদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের উপজেলার উপদেষ্টা আব্দুল খালেক মোল্লা।

বি-বাড়িয়া জেলার আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বি-বাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি মোঃ জামাল মিয়ার সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলার উপদেষ্টা কাজী ইয়াকুব আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আমিনুল ইসলাম। এই সময় উপস্থিত ছিলেন সিরাজুল ইসলাম, সালাহ উদ্দিন প্রমুখ।

নোয়াখালী জেলর আলোচনা সভা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নোয়াখালী জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও মে দিবস উপলক্ষে বিশেষ ম্যাগাজিন "নোয়াখালী শ্রমিক কণ্ঠ" মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি এডভোকেট জহিরুল আলমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুল হক মামুনের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের নোয়াখালী জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আলাউদ্দিন। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের নোয়াখালী জেলার উপদেষ্টা সদস্য মাওলানা নিজামুদ্দিন ফারুক, মিছবাহ উদ্দীন, শ্রমিক নেতা মেজবাহ উদ্দীন ভুঁইয়া, নুরুল ইসলাম, জিয়াউল ইসলাম ফয়সল, মাওলানা হেলাল উদ্দিন, নুরুল হুদা মিলন, অলি উল্যা ইয়াছিন, মাওলানা নুরুউল্যাহ, ইউসুফ আলি প্রমুখ।

নোয়াখালী শহরের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে নোয়াখালী জেলার শহর শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। শহর শাখার সভাপতি জিয়াউল ইসলাম ফয়সালের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি এডভোকেট জহিরুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক মিজানুল হক মামুন, শ্রমিক নেতা মেজবাহ উদদীন ভুঁইয়া, নুরুল ইসলাম। এসময় শহর শাখার কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

কুমিল্লা জেলা দক্ষিণের ঈদ সামগ্রী ও কাপড় বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা দক্ষিণ জেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী ও কাপড় বিতরণ করা হয়।

জেলা সভাপতি খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ঈদ সামগ্রী ও কাপড় বিতরন করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও কুমিল্লা মহানগরী সভাপতি কাজী নাজীর আহমেদ।

বরুড়া থানা দক্ষিণের আলোচনা সভা ও শ্রমিকদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা দক্ষিণ জেলার বরুড়া থানা দক্ষিণের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও শ্রমিকদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। থানা সভাপতি শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল বাশার। এসময় থানা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

লালমনিরহাট জেলার আলোচনা সভা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লালমনিরহাট জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি রেনায়েল আলমের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক সোহেল পারভেজের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা মাওলানা হাবিবুর রহমান। এসময় জেলার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

লক্ষীপুর জেলা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষীপুর শহরের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে সচেতনামুলক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। শহর সভাপতি মঞ্জুরুল আলমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে নেতৃত্ব দেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটোয়ারী। এসময় আরোও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা কবির হোসেন। এছাড়াও জেলা ও শহর শাখার কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ সহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

রাজবাড়ী জেলার আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাজবাড়ী জেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি মুন্সি সোলায়মানের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক মুহাম্মাদ হেলাল উদ্দিনের পরিচালনায় জেলার কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

পিরোজপুর জেলার আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন পিরোজপুর জেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি মোহাম্মদ জহিরুল হকের সভাপতিত্বে ও জেলা সহ-সাধারন সম্পাদক সিরাজুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে জেলার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

পঞ্চগড় জেলার আলোচনা সভা ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি আব্দুল জলিলের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সাবেক জেলা সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী এডভোকেট আজিজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল প্রধান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা এডভোকেট মোহাম্মদ আলী, হাসান আলী প্রমুখ। এসময় উপজেলার কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আটোয়ারী উপজেলার আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলার আয়োজনে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা সভাপতি সাদ্দাম হোসেনের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মাওলানা হাছান আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক সাবেক ছাত্রনেতা তোফায়েল প্রধান। এসময় থানা কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

নওগাঁ জেলা পূর্ব

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নওগাঁ জেলা পূর্বের মহাদেবপুর উপজেলা দক্ষিণের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি রফিকুল ইসলাম বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক এনামুল হকের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মোঃ নাসির উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি মোঃ ফারুক হোসেন, মহাদেবপুর উপজেলা দক্ষিণের প্রধান উপদেষ্টা মোঃ ইউসুফ সোনার। এসময় জেলা ও থানা কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

ঠাকুরগাঁও জেলার আলোচনা সভা ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঠাকুরগাঁও জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি মোঃ মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক মোঃ বদরুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রাব্বানী। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন রংপুর অঞ্চলের অন্যতম উপদেষ্টা মোঃ আফতাব উদ্দিন মোল্লা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মোঃ আব্দুল হাকিম, ফেডারেশনের রংপুর অঞ্চল সহকারী পরিচালক অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদল, জেলা উপদেষ্টা সদস্য অধ্যাপক মোঃ বেলাল উদ্দিন প্রধান, মোঃ আলমগীর, মাওলানা মোঃ ফজলে রাব্বি মর্তুজাবী। এসময় জেলার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

ময়মনসিংহ জেলা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন ময়মনসিংহ জেলার গার্মেন্টস বিভাগের উদ্যোগে ভালুকা ও ত্রিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের ভালুকা উপজেলার সভাপতি রুহুল আমিন রানার সভাপতিত্বে ও ভালুকা উপজেলার সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবরের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

ফেডারেশনের ময়মনসিংহ জেলার সাধারণ সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক মানিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভালুকা,ত্রিশাল অঞ্চলের গার্মেন্টস সেক্টরের সভাপতি ফজলুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা মোজাম্মেল হোসেন, আব্দুস সালাম, আজহারুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, শেখ রুবেল, আয়নাল হোসেন , নয়ন মিয়া ,মোঃ সোহাগসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম

ঢাকা মহানগরী হিউম্যান হলার শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী হিউম্যান হলার শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়ন (রেজিঃ-ঢাকা-৪৪৫৮) এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি এইচ এম আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি নুরুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোঃ কবির আহমদ, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মোঃ মহিবুল্লাহ, পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য সাইফুল ইসলাম, পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সুলতান মাহমুদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন শ্রমিক নেতা নুরুল ইসলাম, হারুনুর রশিদ, মোঃ বাবুল মিয়া , বশির আহমদ সহ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের ষ্টীল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের আলোচনা সভা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের ষ্টীল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি হাফিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও জোন পরিচালক মোঃ নজরুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তাসলিম, কবির আহমদ, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি আবদুস সালাম এবং কদমতলী উত্তর থানার প্রধান উপদেষ্টা আব্দুর রহিম জীবন। এ সময় ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

লোহাগাড়া উপজেলা রিক্সা চালক শ্রমিক ইউনিয়নের র‍্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম জেলা উত্তরের লোহাগাড়া উপজেলা রিক্সা চালক শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ-চট্ট-২৮৭৬) এর উদ্যোগে র‍্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি মওলানা মুনির আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ ইসহাক। বক্তব্য রাখেন নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন সেক্রেটারি দিদারুল আলম, সাবেক মেম্বার মোহাম্মদ আইয়ূব আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কয়রা উপজেলা নিমার্ণ শ্রমিক ইউনিনের র‍্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা জেলা দক্ষিণের কয়রা উপজেলা নিমার্ণ শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ-খুলনা-২৩৫২) এর উদ্যোগে র‍্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি শেখ সায়ফুল্লাহর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাওলানা সুজাউদ্দিন।

তৈল, খৈল, আটা, ময়দা, ধান ও ডালমিল শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নাটোর জেলার তৈল, খৈল, আটা, ময়দা, ধান ও ডালমিল শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ-রাজ-৪৮৬) এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ড. জিয়াউল হক জিয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক আফতাব উদ্দিন।

নওগাঁ সদর উপজেলা ফার্ণিচার শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার ফার্ণিচার শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ-রাজ-৩২১৬) এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়নের সভাপতি আল মামুন হীরার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নানের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার উপদেষ্টা মোনায়েম হোসেন রাজু।

কুমিল্লা মহানগরী করাতকল শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরীর করাতকল শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়নের সভাপতি কলিম উল্লাহর সভাপতিত্বে ও ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সদস্য শাহাদাত হোসেন সালেহর সঞ্চালনায় এতে প্রধান

অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমেদ। বিশেষ অতিথি হসেবে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা দোকান-কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার দোকান কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয় (রেজিঃ-কুমি-০৫) এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটওয়ারী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা মঞ্জুরুল আলম মিরন, জহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

শাহপরান থানা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর শাহপরান থানা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ-সিলেট-২৫) এর উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মোঃ রাসেলের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিলেট মহানগরী সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমদ রাজু। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা আব্দুল বাছেত, হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

চট্টগ্রাম মহানগরী আন্দরকিল্লা দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের আলোচনা সভা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর আন্দরকিল্লা দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিঃ-চট্ট/মেট্রো-১৯৩৭) এর উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়নের সভাপতি জাহেদুল ইসলাম তুহিনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সদর অঞ্চলের সভাপতি মকবুল আহম্মাদ ভুইয়া। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা রেজাউল করিম মুরাদ, আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ও বেলালসহ ইউনিয়ন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ।

লক্ষ্মীপুর ষ্টিল রি-রোলিং শ্রমিক ইউনিয়রে আলোচনা সভা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে লক্ষ্মীপুর ষ্টিল রি-রোলিং শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি সালাউদ্দিন নাসিরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নওশের আলীর পরিচালনায় উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষ্মীপুর জেলার সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটওয়ারী। বিশেষ অতিথি ছিলেন লক্ষ্মীপুর শহর শাখার সভাপতি মঞ্জুরুল আলম মিরন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা মেহেদী হাসান, আব্দুল আজিজ প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ-নারায়ঃ-০০৬) এর উদ্যোগে স্থানিয় ইউনিয়ন অফিসে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি আব্দুল মজিদ শিকদারের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়নগঞ্জ জেলা সভাপতি ড. আসগার ইবন হযরত আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শফিকুল ইসলাম ও লোকাল গার্মেন্টসের সভাপতি মুহাম্মাদ জুলহাস। এসময় আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা আতউর রহমান, মাওঃ মীযানুর রহমান, ফারুক আহমাদ, সোহরাব হোসাইন, ডাক্তার ফজলুল হক মানিক, রিদওয়ানুল আযীম। এ সময় ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

কচুয়া উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন (রেজিঃ-কুমি-০৩১) এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি নূর মোহাম্মদ তুহিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমানের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক রুহুল আমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কচুয়া উপজেলার উপদেষ্টা মাওলানা মোহাম্মদ আলী সিদ্দিক। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা আবু তাহের মোল্লা, মফিজুর রহমান, আবুল কালাম বাবুল, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, সালেহ আহমেদসহ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ।

ফরিদগঞ্জ উপজেলা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ-কুমি-০৮) এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক রুহুল আমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ফরিদগঞ্জ উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মোঃ আবুল হোসেন, ফেডারেশনের পৌরসভা সভাপতি মোঃ ফখরুল ইসলাম, শ্রমিক নেতা কবির হোসেন, জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ। এসময় ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন রংপুর জেলার আলোচনা সভা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন রংপুর জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আব্দুল গণীর সভাপতিত্বে ও চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের রংপুর জেলা সভাপতি মো. আতিকুজ্জামান আপেলের সঞ্চালনায় উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক গোলাম রব্বানি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর অঞ্চল সহকারী পরিচালক অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদল।

চট্টগ্রাম মহানগর টেরি বাজার দর্জি শ্রমিক সমিতির আলোচনা সভা ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর টেরি বাজার দর্জি শ্রমিক সমিতি (রেজিঃ ২১২১) এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমিতির সভাপতি আব্দুস হামিদের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর সহ-সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর দর্জি বিভাগের দায়িত্বশীল ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আজিজ শোয়াইব।

বাঞ্ছারামপুর উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বি-বাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ-মৌল-০২৫) এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের বাঞ্ছারামপুর উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মোঃ মাজিদুল ইসলাম । এসময় শ্রমিক নেতা কাউছার, ফজর আলী, ফারুকসহ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

চাঁদপুর সদর উপজেলা স'মিল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চাঁদপুর জেলার সদর উপজেলা স'মিল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিঃ-চট্ট-২৮৪৪) এর উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন সভাপতি ইসমাঈল খানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক রুহুল আমিন। এসময় ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

রাজৈর উপজেলা রিকশা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলা রিকশা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ-ফরিদপুর-০৭) এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজৈর উপজেলা সভাপতি মোঃ রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে ও উপজেলা রিকশা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ হাবিবুর রহমান খলিফার পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি খন্দকার দেলোয়ার হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সাধারন সম্পাদক এস এম জামান, ফেডারেশনের রাজৈর উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আলি আহমদ আকন। এসময় শ্রমিক নেতা আলমগীর হোসাইন, মোঃ নেসার উদ্দিন, সোয়ায়েব খন্দকারসহ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

কুমিল্লা মহানগরীর হিউম্যান হলার শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরীর হিউম্যান হলার শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ কুমি- ০৩২) এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি মহিউদ্দিন আহাম্মেদ রিপনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন কুমিল্লা অঞ্চল সভাপতি মোশাররফ হোসেন । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেনের মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। এসময় ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

মুক্তাগাছা উপজেলা টাইলস্ মিস্ত্রী শ্রমিক ইউনিয়নের র‌্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলা টাইলস্ মিস্ত্রী শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ-ময়মন-০১৬) এর উদ্যোগে র‌্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক মানিক। এ সময় ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

ঝিকরগাছা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের র‌্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন যশোর পশ্চিম জেলার ঝিকরগাছা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ ২৪১৪) এর উদ্যোগে র‌্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক ইমামুল হাসানের পরিচালনায় ও ইউনিয়ন সভাপতি জিয়াউল হক জিয়ার সভাপতিত্বে র‌্যালি ও শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে নেতৃত্ব দেন ফেডারেশনের জেলা

সভাপতি মোঃ নুরুল আমিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ আদম আলী। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ঝিকরগাছা থানা সভাপতি মোঃ দ্বীন ইসলামসহ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

বেনাপোল বন্দর থানা রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন যশোর পশ্চিম জেলার বেনাপোল বন্দর থানা রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ ২৪১৬) এর উদ্যোগে র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক ইয়ানুর রহমানের পরিচালনায় ও ইউনিয়ন সভাপতি রনি হোসেনের নেতৃত্বে র‍্যালীটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

চট্টগ্রাম মহানগর হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নের (রেজিঃ ২২৪৭) এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন সভাপতি নূরুন্নবীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বেলায়েত হোসেনের পরিচালনায় আলোচনা সভা ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। এ সময় হোটেল অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক সাব্বির উসমানীসহ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পটিয়া থানা রিকশা ভ্যান ঠেলা চালক কল্যাণ ইউনিয়নের র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার পটিয়া থানা রিকশা ভ্যান ঠেলা চালক কল্যাণ ইউনিয়ন (রেজিঃ ২৯৩১) এর উদ্যোগে র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ এবং ইফতার বিতরণ করা হয়। ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক গোলাম আযমের পরিচালনায় ও ইউনিয়ন সভাপতি এনামুল হকের সভাপতিত্বে র‍্যালী ও শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন পটিয়া উপজেলার সভাপতি আব্দুল গফুর । র‍্যালিটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

ছাতা প্রস্তুতকারক শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের আলোচনা সভা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরী ছাতা প্রস্তুতকারক শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়ন (রেজিঃ-চট্ট-১৭৭০) এর উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ ইউনুছের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল আলমের পরিচালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম সদর অঞ্চলের সভাপতি মকবুল আহমেদ। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

বক্সির হাট টেরীবাজার দোকান কর্মচারী কল্যাণ সমিতির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরী বক্সির হাট টেরীবাজার দোকান কর্মচারী কল্যাণ সমিতি (রেজিঃ-চট্ট-১৬৫৯) এর উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ আবুল হাসেম আযাদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু রাশেদ সেকেন্দার মোঃ সাইফুলের পরিচালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম সদর অঞ্চলের সভাপতি মকবুল আহমেদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

ফরিদপুর জেলা কভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ফরিদপুর জেলার কভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ ফরিদপুর-০১১) এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে ও ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক কাশেম আল হাদির পরিচালনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাল ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কবির আহমেদ। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা শামিম আতাহার, হাসানুল হক আসমত, আসাদুল্লাহ মোল্লা, শামসুদ্দিন মোঃ ইলিয়াছসহ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

লক্ষীপুর সদর উপজেলা রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলা রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ কুমি-৬১) এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন সভাপতি শহিদুল্লাহ সুমনের সভাপতিত্বে ও ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বাবুল চৌধুরীর পরিচালনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা এ আর হাফিজুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মমিনউল্লাহ পাটোয়ারী। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

বিবৃতি ও প্রতিবাদ

বাঁশখালি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে শ্রমিকদের ওপর পুলিশের নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ৫ জন শ্রমিক হত্যার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

মেহেনতি শ্রমিকদের ওপর পুলিশের গুলি রাষ্ট্রীয় হত্যাকান্ডের শামিল
-শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান গত ১৭ এপ্রিল এক যৌথ বিবৃতিতে চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বকেয়া বেতনসহ ৬ দফা দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশের নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ৫জন মেহেনতি শ্রমিককে হত্যার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা বলেন, দেশের যেকোন ন্যায্য আন্দোলন দমিয়ে দেওয়ার জন্য সরকার পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করছে। বাঁশখালিতে এর ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটেনি। পুলিশের গুলিতে আজ ৫জন শ্রমিক নিহত হয়েছে। হতাহত হয়েছে বহু শ্রমিক। এই হত্যাকান্ড রাষ্ট্রীয় হত্যার শামিল। নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের অর্থনীতির চাকা যাদের ওপর ঘুরে সেই শ্রমিকরা আজ নির্মম নির্যাতনের শিকার। সরকার ঘোষিত এই কঠিন লকডাউনের সময় শ্রমিকের ঘরে দুবেলা দুমুঠো ভাতের জন্য হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে। আজ যেখানে প্রতিটি শ্রমিকের স্বাভাবিক জীবনের দায়িত্ব সরকারের নেওয়া উচিত ছিল সেখানে বাঁশখালিতে যে ঘটনা রাষ্ট্রীয় বাহিনী ঘটিয়েছে তা ইতিহাসের নতুন শিকাগো বলে পরিচিতি পাবে। আমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি, যেসকল শ্রমিকরা গতকাল জুম্মার নামাজে অংশ নিয়েছিল তাদের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় ধর্মপ্রাণ শ্রমিকরা ইফতার ও নামাজের সুযোগ দেওয়া, বকেয়া বেতন পরিশোধ, যাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তাদের পুর্নবহাল, রমজানে কর্মঘন্টা কমানোসহ ৬ দফা দাবি নিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছিল। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার বাস্তবায়ন করে তাদের কাজে ফিরিয়ে আনা ছিল যৌক্তিক সমাধান। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা না করে পুলিশ দিয়ে আন্দোলন দমিয়ে দিতে গিয়ে আজকের এই অনাকাঙ্খিত ঘটনা সৃষ্টি করেছে।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, বিভিন্ন গণমাধ্যমে ইতিমধ্যে ৫ জন শ্রমিকের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। এখনো বহু শ্রমিক হাসপাতালে মৃত্যুর মুখোমুখি। আমরা জানি না এই মৃত্যুর মিছিল কোথায় গিয়ে শেষ হবে। আজকের এই ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের অবিলম্বের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে হবে। যেসব অতি উৎসাহী পুলিশ নিরিহ শ্রমিকদের ওপর গুলিয়ে চালিয়েছে তাদের শাস্তি দিতে হবে। নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও আহতদের চিকিৎসাসহ সার্বিক দায়িত্ব সরকার নিতে হবে। অনতিবিলম্বে শ্রমিকদের সকল ন্যায্য দাবি মেনে নিতে হবে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে সারাদেশের শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে এই অন্যায় হত্যাকান্ডের সুমচিত জবাব দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।

বাঁশখালীতে গুলিবিদ্ধ শ্রমিকদের পাশে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ

শ্রমিকদের ওপর গুলি বর্ষণকারী পুলিশ সদস্যদের বিচার দ্রুততম সময়ের মধ্যে করতে হবে
-শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গত ১৭ এপ্রিলের পুলিশের নির্বিচারে গুলিতে আহত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা দিয়েছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন। গত ২২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার দুপুরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শ্রমিকদের মাঝে নগদ অর্থ তুলে দেওয়া হয়। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামের পক্ষে কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইছহাক ও এস এম লুৎফর রহমান শ্রমিকদের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা পৌঁছে দেন। এই সময় তারা শ্রমিকের পরিবার ও চিকিৎসার সার্বিক খোঁজ খবর নেন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন বাঁশখালী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ জহিরুল ইসলাম, ফেডারেশনের চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি মাওলানা নুরুল হোসাইন, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক শরফুল আমিন চৌধুরী, বাঁশখালী দক্ষিণ থানা সভাপতি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন প্রমুখ।

সিরাজগঞ্জে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের আলোচনা সভা থেকে ৫জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

শ্রমজীবী মানুষের প্রতি রাষ্ট্রীয় বাহিনীর জুলুম-নিপীড়ন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে
-শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান গত ১ মে সোমবার এক যৌথ বিবৃতিতে পহেলা মে সিরাজগঞ্জের সদর উপজেলার বহুলী ইউনিয়নের খাগা গ্রামে ফেডারেশনের সদর উপজেলা শাখা কর্তৃক মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা চলাকালীন সময় পুলিশ অন্যায়ভাবে ৫জন শ্রমিককে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, মহান মে দিবস শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার আন্দোলনের স্মারক। সারাবিশ্বে এইদিনটি যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হয়ে থাকে। সেই মহান দিন উদযাপনে শ্রমিক সংগঠনের আলোচনা সভা থেকে ৫জন সাধারণ শ্রমিককে গ্রেফতার করে পুলিশ মহান দিনটিকে অবমাননা করেছে। পবিত্র মাহে রামাদান মাসে শ্রমিকদের গ্রেফতার করে সরকার অমানবিক ও অন্যায় আচরণ করেছে। আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করছি শ্রমিদের যেকোন ন্যায্য অধিকারের আন্দোলন সরকার রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করে স্তিমিত করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি রাষ্ট্রীয় বাহিনীর জুলুম-নিপীড়ন ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছে। অবিলম্বে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি রাষ্ট্রীয় বাহিনীর জুলুম-নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, মহামারী করোনার এই সময়ে সরকারের ব্যর্থতার কারণে দেশের প্রায় সাড়ে সাত কোটি শ্রমজীবী মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহ দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। সরকারের উচিত ছিল প্রতিটি শ্রমজীবী মানুষের ঘরে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের

সমস্যা সমাধানে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। অন্যদিকে শ্রমিকের ওপর অব্যাহত ভাবে নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে। কিছুদিন আগে সরকারের নির্দেশনায় চট্টগ্রামের বাঁশখালীর কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে রাষ্ট্রীয় বাহিনী গুলি চালিয়ে অন্তত ৭জন রোযাদার শ্রমিককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, পুলিশ শ্রমিক নেতাকর্মীদের শুধু গ্রেফতার করে ক্ষান্ত হয়নি। মেহনতি শ্রমিকদের রুটি রোজগারের আয়ের উৎসগুলো নিয়ে গিয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি শ্রমিকদের ৫টি ব্যাটারী চালিত ভ্যান, ১টি অটোরিক্সা, ৩টি ইজিবাইক, ১টি সিএনজি, ৫টি মোটরসাইকেল ও ২টি বাইসাইকেল জব্দ করেছে। শ্রমিকের কষ্টার্জিত উপার্জন দিয়ে কেনা এসব বাহন অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের ফেরত দেওয়ার আহবান জানাচ্ছি। আমরা অবিলম্বে শ্রমিকদের ওপর সকল ধরণের নির্যাতন নিপীড়ন ও গ্রেফতার বন্ধের দাবি জানাচ্ছি। গ্রেফতারকৃত সকল শ্রমিকদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে।

শোক বাণী

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা মকবুল আহমাদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ

মকবুল আহমাদ ইসলামী আন্দোলনের অকুতোভয় সৈনিক ছিলেন - শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর মকবুল আহমাদের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। গত ১৩ এপ্রিল এক যৌথ শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুম মকবুল আহমাদের ইসলামী শ্রম আন্দোলনে অবদানের কথা স্মরণ করে এ শোক প্রকাশ করেন। শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন। জনাব মকবুল আহমদ সমাজ সংস্কারের অংশ হিসেবে নিজেকে ইসলামী আন্দোলনে সামিল করেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামী শ্রমনীতি কায়েমের জন্য দেশব্যাপী শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও উত্তরোত্তর কাজ বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। দেশের সকল রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি সামিল ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন, জনগণের ভোটের অধিকার পুর্নবহালের আন্দোলন সহ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দৃঢ় ভূমিকা রাখেন। ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের ওপর আসা যেকোন প্রতিকূল পরিস্থিতি অত্যন্ত সাহসের সাথে মোকাবেলা করেছেন। তিনি ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের একজন অকুতোভয় সৈনিক। উল্লেখ্য মরহুম মকবুল আহমাদ গত ১৩ এপ্রিল দুপুর ১ টায় রাজধানীর একটি বেসকারি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে ও ২ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা আজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব ফেনী জেলার সদর উপজেলার নিজ গ্রামে অনুষ্ঠিত হবে। জানাযা শেষে মরহুমকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

শ্রমিক নেতা মাহবুবুর রশিদ ফরাজীর পিতার ইন্তেকালে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও ময়মনসিংহ জেলা সভাপতি মাহবুবুর রশিদ ফরাজীর সম্মানিত পিতা মাওলানা নূরুল হকের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। গত ২ এপ্রিল এক যৌথ শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুম নূরুল হকের কথা স্মরণ করে এ শোক প্রকাশ করেন।

শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

উল্লেখ্য মরহুম নূরুল হক বার্ধক্যজনিত কারণে গতকাল নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ৪ ছেলে ও ৩ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা আজ শুক্রবার বেলা ৩ ঘটিকায় ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার জুরবাড়িয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে মরহুমকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শ্রমিক নেতা মোঃ শহীদুল্লাহ ভূঁইয়ার ইন্তেকালে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের দক্ষিণখান থানার শ্রমিক নেতা মোঃ শহীদুল্লাহ ভূঁইয়ার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। এক যৌথ শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুম মোঃ শহীদুল্লাহ ভূঁইয়ার কথা স্মরণ করে এ শোক প্রকাশ করেন।

শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

উল্লেখ্য মরহুম মোঃ শহীদুল্লাহ ভূঁইয়া গত ৫ এপ্রিল সকাল সাতটায় উত্তরা হাই কেয়ার হাসপাতালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে ও ২ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা আজ সোমবার বাদ আসর গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার খিরাটি গ্রামে অনুষ্ঠিত হবে। জানাযা শেষে মরহুমকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।

কর্ণফুলী সাউথ ভিউ টাওয়ার
টমছমব্রীজ,কুমিল্লা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আর নয় ভাড়ায় বাড়ী
ভাড়ার টাকায় নিজের বাড়ী
কিনলে চল **কর্ণফুলী**।

ফ্ল্যাট সাইজ

এ : ১৪০০ বর্গফুট
বি : ১৪০০ বর্গফুট
সি : ১৪০০ বর্গফুট
ডি : ১৪০০ বর্গফুট

আমাদের প্রতিষ্ঠান সমূহঃ

- কর্ণফুলী ডেভেলপারস্ (প্রাঃ) লিঃ
- কর্ণফুলী হাউজিং
- কর্ণফুলী গ্রীণ টাউন লিঃ
- কর্ণফুলী ফুড প্রোডাক্টস লিঃ
- এম.রহমান বিল্ডার্স

KGL

কর্ণফুলী গ্রুপ লিমিটেড

সম্পূর্ণ তৈরী প্লট, ফ্ল্যাট, বাড়ী এককালীন ও কিস্তিতে বিক্রয় চলছে
(ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত)
টমছমব্রীজ, কুমিল্লা। মোবাইল : ০১৭১১-১১৮২৯৮, ০১৯৪১-৮৫৬২৬১
e-mail: karnafuly_housing@yahoo.com, Web: www.karnafulygroup.com

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ২০২১ উদযাপন

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস'২১ উদযাপন উপলক্ষে মহিলা শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে পরিবহণ শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

কুমিল্লা মহানগরীর র‍্যালি ও সমাবেশ

খুলনা মহানগরীর র‍্যালি

কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের নেতৃত্বে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের র‍্যালি

অবিস্মরণীয়
সাফল্যগাঁথা
মেডিকেল কলেজ
ভর্তি পরীক্ষা
২০২০-২১
২য়
১ম
৪র্থ
তানভীন
মুনমুন
রাকিবুল
প্রথম ১০ এ ৮ জন
ডিএমসি তে ১৫৫ জন সহ
সর্বমোট চান্সপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৩১০৩+ জন
রেটিনা